আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহ

প্রথম ভাগ।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও সংগৃহিত

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

করনওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর ডবলিউ, সি, বস্থর

কলম্বিয়ান প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৭৮, ২২ শে শ্রাবণ।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত

ফার্ষ্টগ্রেড সবয়্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন

বিদ্যানিবাস মহাশয় শ্রীচরণেষু,

প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন মিদং

মহাশয়, অধুনা অনেকেই জানেন যে অস্মদ্দেশীয় কোন লোক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে বাসনা করিলে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও শিক্ষকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হয় না। আমি তন্নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদসার সংগ্রহ নামে এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া দেখিলাম যে মহাশয়ই ইহার একমাত্র গুণগ্রাহী এবং আপনিই ভাল মন্দ বিচারের যোগ্যপাত্র এই নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি আপনাকেই উৎসর্গ করিলাম।

এক্ষণে ইহা আপনার সন্নিধানে পরিগৃহীত এবং জনসমাজে ব্যবহৃত ও আদৃত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

আপনার নিতান্ত স্নেহাস্পদস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত।

☞ ইহার ২য় ভাগেতে ১ম ভাগের শুদ্ধাশুদ্ধি পত্র পাঠাইব।

PREFACE.

This little work owes its origin to the following circumstances :—

The society of physicians at SOOKEAS Street, Muddon Mitter's Lane in Calcutta, found with deep regret the opprobrium cast upon the treatment made by KOBIRAJAS and on the Hindoo Medical Science in general.

Some even suppose that AYURVEDA only treats of the administration of some very unpalatable panchons fit only for savage state of society but wholly unsuited to civilized men. Others remark that the Hindoo system subjects poor patients, already suffering from the pains of disease, to the agonies of starvation and draught, and seldom, if ever, effect a cure. They extol the European mode of treatment as the most effectual and, at the same time, most agreeable to the patient. While a European practitioner would allow copious cooling drinks to quench the thirst and would apply ice or cold water on the burning head, a Kabiraj would scarcely moisten the lips and tongue with a pallet of wet aniseed and apply hot sand to the aching head. The depriciators of Hindoo Medicine have found also that most of the persons who pass under the name of Kobiraj or practitioners of Hindoo Medicine are ignorant men who having with great difficulty learnt by rote a few Sanscrit slokas repeat them as slokas from the AYURVEDA which are no-

thing but the names of a few potions, and with this learning trot before the world with the dignity of a Kobiraj and rob poor patients of their wealth and life which is against the doctrines of Ayurveda which denounces against the ignorant Kobiraj as hateful beings punishable to death by law. Though the opinions of these haters of Hindoo Medicine respecting its merits are wrong their estimate of the qualifications of many of the kobirajas is not incorrect.

Our country is greatly infested with these practitioners, and as none but those who have any knowledge of the science can rightly appreciate the merits of a truly skilful practitioner, the majority of mankind are imposed upon by these impostors. To remedy this evil and to open the eyes of the public to the genuine merits of Hindoo Medical Science, the society of physicians at once came to the resolution of publishing a compendium of Hindoo Medicine in sanerit with Bengalee translation to assist those practitioners who have not had opportunities of gaining a knowledge of the Sanscrit, and whose time and circumstances would scarcely afford them leisure to go through the various works on Hindoo Medicine which are very rarely to be had and instruction in which very few can impart. The president of the said society Baboo Bhoobun Mohun Gangooly has imposed upon me the arduous task, of compiling the work. In undertaking this task, which I very reluctantly did knowing the thousand impediments that lie in the way, I have spared no pains in endeavouring to make the work as useful as possible and have consulted various au-

thors chiefly, Tontro, Churruck, Soosrutto, Bagbhaut Harit, Sarrungodhur &c. The result of my labor I publish under the name of AYURVEDA SUNGRAHA. It is to be divided into 14 Fourteen parts. The 1st to contain an account of the origin of the AYURVEDA, the duties of practitioners, directions for feeling the pulse and a few general remarks on the symptoms and treatment of Fever. In the second I mean to treat of the several varities of fever with their causes, symptoms and treatment. The 3rd 4th and 5th on various diseases, their causes, symptoms and treatment. The 6th general discourse on medicine, their preparations and adminstration. 7th Anatomy. 8th Surgery. 9th Midwifery. 10th Chemistry. 11th Vegetables. 12th Bajicaron Tuntra. 13th Augod Tuntro 14th SantiTuntro. In all these parts shall contain quotations passages from Sanskrit works with Bengalee explanations and copious illus trations and in some cases the plan of treatment adopted by English practitioners under similar circumstances will be given

GOPAUL CHUNDER SEN GOOPTO

Chorbagun.

বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি নিম্ন-লিখিত কারণে উৎপত্তি হইয়াছে। কলিকাতা, সুকিয়াস ষ্ট্রীট, মদন মিত্রের লেনে ৬ নং ভবনে চিকিৎসা সভার সভ্যেরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অতিশয় অনাদর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসভ্য জাতির উপযোগ্য কতকগুলি বিস্বাদ পাঁচন মাত্র ব্যবহৃত আছে সুতরাং সভ্য জাতির পক্ষে কোন ক্রমেই যোগ্য নহে এবং মতান্তর বাদীরা বিবেচনা করেন যে হিন্দুশাস্ত্র মতে চিকিৎসাতে আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং জল ও আহার বন্ধ করিয়া রোগীকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা মস্তকে শীতল জল ও বরফ্ দ্বারা শিরঃপীড়া নিবারণ করেন। কিন্তু কবিরাজের মৌরির পুটলী করিয়া এরূপ বারি দেন যে তাহাতে জিহ্বা ও ওষ্ঠ দ্বয়ও আর্দ্র হয় না এবং উত্তপ্ত বালুকা পুটলী দ্বারা মস্তক দগ্ধ করিয়া দেন। হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যাগণ দেখিয়াছেন যে, যাহারা চিকিৎসক নামে বিখ্যাত তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মূলার্থ না জানিয়া কেবল মাত্র কএকটী সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করিয়াই সাহঙ্কারে আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেন এবং রোগীর প্রাণ ও ধন অকাতরে হরণ করেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের যে প্রকার উদ্দেশ্য আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া কেবল মাত্র দুই একটী লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা করে, সে ভদ্র সমাজে অযোগ্য ও রাজাদের দণ্ডার্হ। যথা।—

যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র বহিষ্কৃতঃ।
স সৎপূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি রাজতঃ॥

যাহারা চিকিৎসা শাস্ত্র জানে তাহারাই কেবল চিকিৎসকের গুণাগুণ বিদিত হন। কিন্তু অধিকাংশ লোককেই উল্লিখিত চিকিৎসক নামধারীরা প্রবঞ্চনা করিতে পারে। এই অমঙ্গল দূরীকরণার্থ ও হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ গুণাগুণ অপর সাধারণকে বিদিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা সভার সভ্যেরা মত করিলেন যে যাহাতে সুপ্রণা-

লীতে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হয় এরূপ এক খানি আয়ুর্ব্বেদ শীঘ্রই মুদ্রিত করা উচিত কারণ অস্মদ্দেশীয় কোন লোকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মানস করিলে, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও শিক্ষকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হয় না, অতএব সাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গালা অর্থের সহিত অনুবাদ করা আবশ্যক। তন্নিমিত্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উহা প্রকাশ করিবার জন্য আমার প্রতি উক্ত আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে ভারার্পণ করেন। এ বিষয়ের বিবিধ প্রতিবন্ধক থাকায় আমি প্রথমত প্রবর্ত্ত হই নাই কিন্তু সাতিশয় অনুরোধে ঐ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলাম এবং প্রবর্ত্ত হইয়া সাধ্যানুসারে বিবিধ প্রকার তন্ত্র, পুরাণ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, হারীত, নারঙ্গধর, শুভবোধ, ভৈষজ্য রত্নাবলী, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসরত্নাকর, চক্রদত্ত, নাড়ীচক্র, সারকৌমুদী দর্পণ, খরনাদ, গরুড়পুরাণ ও কয়েকখান সংহিতাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদসার সংগ্রহ নামে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ সংগৃহীত ও অনুবাদিত করিলাম ঐ গ্রন্থখানি এত বৃহৎ হইয়াছে যে উহা একেবারে মুদ্রাঙ্কণ করা সুকঠিন সুতরাং ১৪ভাগে প্রকাশিত হইবে, প্রথমভাগে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নাড়ী পরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা এবং বিবিধ প্রকার জ্বর ও জ্বরের চিকিৎসা। দ্বিতীয় ভাগেও জ্বরের চিকিৎসা, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে বিবিধ পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, ষষ্ঠভাগে ভৈষজ্যতন্ত্র, সপ্তম ভাগে দেহতত্ত্ব, অষ্টমভাগে শল্য তন্ত্র, নবমভাগে কৌমারভৃত্য, দশম ভাগে রসায়ণ তন্ত্র, একাদশ ভাগে ঔদ্ভিজ্য তন্ত্র, দ্বাদশ ভাগে বাজিকরণ তন্ত্র, ত্রয়োদশ ভাগে অগদ তন্ত্র ও চতুর্দ্দশ ভাগে শান্তিতন্ত্র ইত্যাদি ক্রমশ প্রকাশিত হইবে। আমি সাধ্যানুসারে শ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইলে শ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

চোরবাগান।
সন ১২৭৮।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত।

উপক্রমণিকা।

পৃথিবীতে যে কত দিন আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কেইবা ইহার প্রথম প্রকাশক তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না আর যে কএকখানা গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কাল্পনিক উপাখ্যানের সহিত মিশ্রিত সুতরাং সে সকল প্রমাণ পরিত্যক্ত হইল কিন্তু পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে অতি উৎকৃষ্টং চিকিৎসক ছিলেন তাহার অনেক স্থলে অনেক প্রমাণ ও তাহাদের রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়াযায় আমি সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ ইতি বৃ বির্ণনা করিব।

সত্যকালে যমজ অশ্বিনি কুমারদ্বয় * অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তাহার প্রমাণ সূর্য্যবংশজ মনুনামক একজন রাজার পত্নীর প্রসব বিলম্ব হইলে অশ্বিনি কুমারেরা আসিয়া রাজ্ঞীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইহা মানবীয় পুরাণের সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে ইঁহাদের রচিত অশ্বিনিকুমার সংহিতা নামক এক

---

* এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে ইহারা দেব চিকিৎসক ও স্বর্গে বাস করেন পৃথিবীতে কোন ব্যাধি হইলে তাঁহারা আসিয়া চিকিৎসা করিতেন তাহার প্রমাণ মহাদেব যখন দক্ষ রাজার মস্তকচ্ছেদন করিলেন তখন উহারা দক্ষ প্রজাপতির চিকিৎসা করিয়াছিলেন ইহা সুশ্রুতের সুত্রস্থানে বর্ণিত আছে।

শ্রুয়তেহি যথা রুদ্রেণ যক্ষস্য শিরশ্ছিন্ন
মিতি ততো দেবা অশ্বিনাবভিগম্যোচুঃ
ভগবন্তৌ ন শ্রেষ্টতমৌ যুবাং ভবিষ্যথঃ।
ভবদ্ভ্যাংযক্ষস্য শিরঃ সন্ধাতব্যং। তাবূ-
চতুরেবমস্তিতি॥ সুশ্রুত।

খানি মনোহর চিকিৎসা শাস্ত্র আছে। * ধন্বতরি নামক একজন বিশ্ব বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন,ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ইহার রচিত কোন গ্রন্থ আমার দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহার কয়েক জন শিষ্য রচিত গ্রন্থ রাশি দেখিয়া বোধ হয় যে ইনি এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। শিষ্যেরা কেবল মাত্র তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন কেবলমাত্র এক বিষয়ে তুলনা করিলে ধন্বতরি সদৃশ চিকিৎসক পৃথিবীর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কি আয়ুর্ব্বেদ কি জ্যোতি শাস্ত্র কি ধর্ম্ম শাস্ত্র তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন।

কাশিরাজ নামক তাঁহার একজন শিষ্য অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদের অনুমত্যানুসারে বারানশীর রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে অত্যন্ত অনুরাগ থাকাতে মন্ত্রির প্রতি রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বনবাসী হইলেন, পরে বহুবিধ চিন্তা করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিতে মানস করিলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে দিবাভাগে ব্যবচ্ছেদ করিলে লোকে ঘৃণা করিবে হয়ত মহর্ষিরাও অভিশাঁপ প্রদান করিবেন, একারা তিনি দিবসে বিবিধপ্রকার ঔদ্ভিজ্য, ধাতব ও জান্তব দ্রব্যের গুণাগুণ অবগত হইতেন এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে

---

* ইহার ইতিবৃত্তে মহর্ষিরা অতি কাল্পনিক কথা প্রয়োগ করেন কেহ কেহ কহেন ঋষিরা ইহাকে কুশের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন কেহ কহেন ইনি ক্ষীরসাগর হইতে উত্থিত হইয়াছেন, কিন্তু শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে আমি আদিদেব ও দেব চিকিৎসক। ইহা ভৈষজ্য তন্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

শ্মশানে গমন করিয়া সায়ং ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া ব্যব-চ্ছেদ করিতেন সায়ংক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় তিনি কোষাভাবে শবমুণ্ড ও কুশির অভাবে অস্থিখণ্ড এবং কশেরুকা গ্রন্থন করিয়া জপমালা করিতেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমে শারীর স্থান রচনা করিয়া পুনরায় সেই তপবনে আশ্রম করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশদিতে লাগিলেন। অনেকেই শারীর স্থান অধ্যয়ন করিল কিন্তু কেহই ব্যবচ্ছেদ করিতে চায় না। তন্নিমিত্ত তিনি অতিশয় ক্ষুভিত হইয়া কি উপায়ে শিষ্যেরা ব্যবচ্ছেদ করিবে অহরহ তচ্চিন্তায় মগ্ন রহিলেন, কিছুদিন পরে এক শাসন প্রকাশ করিয়া শিষ্যদের ব্যবচ্ছেদ করাইলেন। ইহার কৃত ভৈষজ্য তন্ত্র শারীর স্থান ও শল্যতন্ত্র অতি বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম।

এই তিন গ্রন্থে ভিন্নং বিষয় বর্ণিত আছে। ভৈষজ্য তন্ত্রে ঔষধাদির গুণাগুণ, প্রয়োগরূপ, ক্রিয়া ও মাত্রা, শারির স্থানে দেহের আভ্যন্তরিক অস্থি, উপাস্থি, বন্ধনী, পেশী স্নায়ু, শীরা, ধমনী ও অন্তকোষ্ঠ সকলের বিবরণ বর্ণিত আছে এবং শল্যতন্ত্রে, শস্ত্রচিকিৎসা, শস্ত্র সকলের আকৃতি, শস্ত্র সঞ্চালন, ছেদন, ভেদন, বন্ধন ও রক্ত মোক্ষণ বর্ণিত আছে। ঐ সময় দিবোদাস নামক একজন ধন্বন্তরির শিষ্য কৌমার ভৃত্য রচনা করেন এই গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের ঋতুমত্যাবস্থা, গর্ভধারণ, প্রসব করণ, বালক চিকিৎসা ও প্র-সুতী চিকিৎসা বর্ণিত আছে। সুশ্রুতও ধন্বতরীর ছাত্র ছিলেন ইনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও বিবেচক ইহার রচিত সুশ্রুত গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। আত্রেয় মুনির নিকট চরক নামক ঋষি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন

করিয়া চরক নামে একখানি বিস্তীর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা ক-
রেন। হারীত নামক একজন ঋষি হারীত নামক একখানি
গ্রন্থ রচনা করেন এ ভিন্ন বহুবিধ মুনিকৃত গ্রন্থ লোপ হইয়া
গিয়াছে এবং ভারতবর্ষের কোন্ স্থলে কোন্ গ্রন্থ লুকাইত
আছে তাহা অবগত হওয়া সুকঠিণ। পৌরাণিক অনেক
গ্রন্থে ও শিব রচিত বিবিধ তন্ত্রে চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত
আছে তন্মধ্যে রসায়ণ তন্ত্র অতি উৎকৃষ্ট, বাগ্‌ভট কর্ণাটীয়
এক জন চিকিৎসকের রচিত, শারঙ্গধর একজন বৈদ্যের
কৃত, খরনাদ জনৈক চিকিৎসকের রচিত, নিদান বঙ্গদেশীয়
একজন মাধবকর নামক কবিরাজের সংগৃহীত গুঢ়বোধক,
রসেন্দ্রচিন্তামণি টুণ্ট্‌নিনাথ কৃত, রসরত্নাকর নিত্য নাথ
কৃত, চক্রদত্ত বঙ্গদেশ নিবাসী চক্রপাণি দত্ত প্রণীত।
রসপ্রদীপ কালনাথ কৃত, ভৈষজ্য-রত্নাবলী বঙ্গদেশীয় এক
জন কবিরাজকৃত, সারকৌমুদী বঙ্গদেশীয় একজন কবিরাজের
কৃত, দর্পণ, মৃত্যুসঞ্জিবনী, রসাসিন্ধুচিন্তামণি, রত্নাকরী,
সারোৎসার ও বৈদ্যজীবন এই কএক খানা গ্রন্থ অতি
প্রাচীন কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম উল্লেখ নাই।
শা-আলম বাদশাহা কায়স্থ বংশজ সনাতন তপস্বী
নামক একজন চিকিৎসকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া স্লকিন্দ্র
গ্রাম নামক এক তালুক দান করিয়াছিলেন সেই বংশে
কএক জন ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদে অতিশয় পারদর্শী হইয়া
ছিলেন। দেহ রক্ষার নিমিত্ত মহর্ষিরা সাধ্যানুসারে
বিবিধ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং তদ্বিষয়ে
নানা প্রকার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন দুর্দ্দান্ত যবন
রাজেরা তাহার অনেক গ্রন্থই অগ্নিস্যাৎ করিয়াছেন কিন্তু

অবশিষ্ট যে কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় তদ্দারাও উত্তমরূপ চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হয় এই সমুদায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকিতেও বঙ্গদেশের কবিরাজেরা অর্ব্বাচীন বলিয়া পৃথিবীর অনেক স্থানে পরিচিত সুগম পথ থাকিতেও আমরা কণ্টকপূর্ণ পথে প্রবেশ করিতেছি এবং হস্তে শাণিত তরবারী থাকিতেও বিপক্ষ দিগের অসহ্য প্রহার সহ্য করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে আয়ুর্ব্বেদের মত লইয়া অনায়াসে সুপ্রণালীতে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে যখন চারিযুগের লোক এই সকল প্রণালীর চিকিৎসাধীন থাকিয়া আরোগ্য হইয়াছে তখন অল্প কাল হইতে যে সেই সকল সুপ্রণালীতে ও উত্তম উত্তম ভেষজে আরোগ্য হয় না ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। এদেশের ভেষজে এদেশের পীড়া আরোগ্য হয় না এই ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কার আরও কতদিন আমাদিগের দেশে থাকিয়া স্বদেশীয় লোকদিগকে ভ্রান্তিসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। বঙ্গ দেশের লোকের পীড়া হইলে যে ৭ সাত সমুদ্র ১৩ তের নদী পার হইতে ঔষধ আসিবে ও সেই ঔষধ দ্বারা সকল পীড়া মুক্ত হইবে সেই আশায় সন্তুষ্ট থাকা নিতান্ত হীনবীর্য্যের কার্য্য. যে দেশের যেরূপ জল বায়ু ও ধাতু প্রকৃতি এবং যে যে দ্রব্য অতীব প্রয়োজন সর্ব্বজ্ঞপুরুষ অভাবের পূর্ব্বেই তাহা সেইং স্থানে সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন অতএব দেশহিতৈষী মহোদয়েরা একত্র হইয়া এতদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে কৃতকার্য্যতালাভের অনেক সম্ভাবনা নতুবা কেবল লুকাইত জীর্ণ পুঁথি ও ভগ্নোৎসাহী লোকের দ্বারা কোন ক্রমেই উন্নতির আশা নাই।
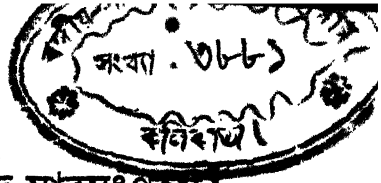
আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্।

সূত্রস্থানম্।

অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
ইতিহস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

**দীর্ঘঞ্জীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধাশরণ্যমমরেশ্বরম॥ ১**

অত্রিমুনি বলেন আয়ুর বিষয় বর্ণনা করিব। দীর্ঘায়ুর তত্ত্বানুসন্ধানে ভরদ্বাজ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গিয়াছিলেন। ১

ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ। জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ॥ ২

ব্রহ্মা ভৈষজ্য বিদ্যা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ সমুদায় প্রজাপতি প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি হইতে উক্ত বিদ্যা জগজ্জ অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রাপ্তহন। ২

অশ্বিভ্যাম ভগমান শক্রঃ প্রতিপেদেহ-কেবলম্। ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজতস্মচ্ছক্র-মুপাগমৎ॥ ৩

অশ্বিনীকুমারদিগের নিকট ইন্দ্র প্রাপ্ত হন। এই কারণেই ভরদ্বাজ ঋষিদের অনুমত্যানুসারে ইন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন।৩

বিঘ্নভূতা যদারোগাঃ প্রাতুর্ভূতাঃ শরী-
রিণাম্। জপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যব্রতা-
য়ুষাম্॥ তদাভূতেষনুক্রোশং পুরস্কৃত্য
মহর্ষয়ঃ। সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে
হিমবতঃ শুভে॥ ৪

যখন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যাদি বিদ্যাভ্যাস ও মনুষ্য জীবনের স্থায়ীত্বের প্রতিবন্ধক হইল তখন ঋষিদের মনে অত্যন্ত অনুকম্পা হইল। তৎকালে হিমালয়ের কোন পবিত্র স্থানে নিম্নলিখিত ঋষি সমূহে মিলিত হইইলেন। ৪

অঙ্গিরা যামদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কশ্যপো ভৃগুঃ।
আত্রেয়ো গৌতমঃ সাঙ্খ্য পুলস্ত্যো নারদো-
ঽসিতঃ॥ অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়া-
শ্বলায়নৌ। পারিক্ষি ভিক্ষুরত্রিশ্চ ভরদ্বা-
জঃ কপিষ্টলঃ॥ বিশ্বামিত্র শ্মরণ্যৌচ ভা-
র্গবশ্চ্য বনোঽভিজিৎ। গার্গ্য শাণ্ডিল্য কৌ-
ণ্ডিল্যা ব্রাক্ষিদেবল গালবৌ॥
সাঙ্কৃত্যোবৈজবাপিশ্চ কুশিক বাদরায়ণঃ।

বড়িশ শরলোমাচ কাপ্যকাত্যায়নাবুভৌ ॥ কাঙ্কায়নঃ কৈকশেয়ো ধৌম্যো মারীচি কাশ্যপৌ। শর্করাক্ষো হিরণ্যাক্ষো লোকাক্ষঃ পৈঙ্গিরেবচ ॥ শৌনকঃ শাকুনেয়শ্চ মৈত্রেয়োমৈমতায়নিঃ। বৈখানসা বালিখিল্যা স্তথাচান্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্যনিয়মস্যচ। তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ। সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রু কথামিমাম্ ॥ ৫

যথা অঙ্গিরা, যামদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সখ্ম, পুলস্ত, নারদ, অসিত, অগস্ত, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, অশ্বলাজ, পরীক্ষি, ভিক্ষু, অত্রি, ভরদ্বাজ, কপিঞ্জল, বিশ্বামিত্র, স্মরণ, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিল্য, ব্রাক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজাপি, কুশিক, বাদরায়ন, বড়িশ, শরলমা, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, কৈকশেয়, ধোম্য, মারীচি, কাশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, পৈঙ্গিশৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, মৈমতায়ন, বৈখাণস ও বালিখিল্য। ইত্যাদি।

ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মা শাসন ও ধর্ম্মাচরণ বিদ্যার আধার হো-

মাগ্নি সদৃশ তপাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি হইলেন ও নিম্নলিখিত জ্ঞানবাক্য প্রয়োগ করিলেন। ৫

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণা মারোগ্যং মূলমুত্তমম্‌।

রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ॥

প্রাতুর্ভূতো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ম।

কঃস্যাত্তেষাংশ মোপায় ইতুক্ত্বা ধ্যান-

মাশ্রিতাঃ॥ ৬

ধর্ম্ম, অর্থ, ইচ্ছা ও আত্মার পবিত্র করণে স্বাস্থ্যই মূল কারণ। স্বাস্থ্য ঐশ্বর্য্য ও জীবনহন্তা পীড়া মনুষ্যদিগের অ-ত্যন্ত ধ্বংসকারী হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রতিকার কি? এই বলিয়া সকলেই ধ্যানে রত হইলেন। ৬

অথতে শরণং শক্রং দদৃশু জ্ঞান চক্ষুষা।

সবক্ষতি শমোপায়ং যথা বদমরপ্রভুঃ॥

কঃ সহস্রাক্ষ ভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচী-

পতিম্‌। অহমর্থে নিযুজ্যেয় মত্রেতি প্র-

থমং বচঃ। ভরদ্বাজোহব্রবীত্তস্মাৎ ঋষি-

ভিঃ স নিয়োজিতঃ॥ ৭

পরে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে অমররাজ ইন্দ্রই রক্ষা কর্ত্তা ও তাঁহার নিকট প্রতিকারের উপায় আছে। কে সেই সহস্র লোচনের ভবনে যাইতে সমর্থ ও কে দেবরাজকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইবে? সর্ব্বাগ্রে ভরদ্বাজ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত

হইতে প্রার্থনা করিলেন, ঋষিরাও তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ৭

সশক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণ মধ্যগম্।
দদর্শ বলহন্তারং দীপ্যমান মিবানলম্॥
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্। প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্॥ ৮

শক্রভবনে উপস্থিত হইয়া। ভরদ্বাজ দেবর্ষিমধ্যে জলন্তানল সদৃশ বলা হন্তারক দেবরাজকে দেখিলেন ও তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করনান্তর ঋষিদের বার্ত্তা কহিলেন। ৮

ব্যাধয়োহি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্করাঃ। তদ্‌ব্রূহিমে শমোপায়ং যথা বদমরপ্রভো॥ ৯

জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর পীড়াসমুহ উপস্থিত হইয়াছে হে অমরেন্দ্র! তাহার সম্যক প্রতিকারের আজ্ঞা করুণ। ৯

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। পদৈরল্পৈর্মতিং বুদ্ধা বিপুলং পরমর্ষয়ে॥ হেতু লিঙ্গৌষধজ্ঞানং সুস্থাতুর পরায়ণম্। ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥ ১০

দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহর্ষিকে অতিশয় বুদ্ধিমান দেখিয়া

চিরস্থায়ী পবিত্র ভৈষজ্য বিদ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন ঐ ভৈষজ্য বিদ্যা তিন অংশে বিভক্ত যাহার এক এক খণ্ডে পীড়ার কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার যেরূপ ব্রহ্মা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অবিকল তাহাই প্রকাশ করিলেন । ১০

সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধ মায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ । যথা বদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনামুনিঃ ॥ তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ সুখান্বিতং । ঋষিভ্যোঽনধিকং তন্তু শশংসানবশেষয়ন্ ॥ ১১

মহর্ষি অতিশয় যত্নসহকারে দুর্লভও বহুবিস্তারিত ভৈষজ্য বিদ্যা স্বল্পকাল মধ্যে শিক্ষা করিলেন এবং যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন ঋষিসমাজে তদ্রূপ অবিকল প্রকাশকরিলেন ।১১

ঋষয়স্তু ভরদ্বাজা জ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতম্ । দীর্ঘমায়ুশ্চিকীষন্তো বেদংবর্দ্ধনমায়ুষঃ । তেনষয়স্তে দদৃশুর্যথা বজ্জ্ঞান চক্ষুষা ॥ ১২

ঋষিদিগেরও দীর্ঘায়ূ আকাঙ্ক্ষায় ভরদ্বাজ প্রণীত উপকারিণীও আয়ুর্বৃদ্ধি কারিণী বিদ্যা প্রাপ্তে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইল । ১২

সূত্রস্থানম্ ।

উভয়জ্ঞোহি ভিষগার্হো ভবতি । হিতাহিতং সুখং দুঃখ মায়ুস্তস্য হিতা-

হিতং। মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদ
স উচ্যতে ॥ ১৩

যে শাস্ত্রে মঙ্গলামঙ্গল আয়ুর বিষয় জীবনের সুখ, দুঃখ ও স্থায়ীত্বের হেতু জানা যায় তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। ১৩

প্রাতঃকৃত সমাচারঃ কৃত্যাচার পরিগ্রহং।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থ মুপাচ-
রেৎ ॥ ১৪

বৈদ্য প্রাতঃকৃত্যাদি অর্থাৎ আহ্নিকাদি করিয়া ও সমাজোচিত বেশভূষা করিয়া সুখেতে আসনে বসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিবেন। ১৪

রোগোৎপত্তি।

রোগোৎপত্তি করো ব্রহ্মা পথ্যেন পা-
লতে হরি। রোগ সংহার হেত্বর্থে ঔষ-
ধ মকরোচ্ছিবঃ ॥ ১৫

ব্রহ্মা রোগের উৎপত্তিকারক, বিষ্ণু পথ্যদাতা ও পাতা; রোগবিনাশের নিমিত্ত মহাদেব ঔষধের সৃষ্টি করিলেন। ১৫

দুর্জ্জেয়ো দুর্জ্জয়ঃ ক্রূরো দুঃসহঃপ্রাণ ভ-
ঞ্জনঃ। ভিষক্ সর্ব্বপ্রকারেণ রোগমাদৌ
চিকিৎসতে ॥ ১৬

যাহাকে অত্যন্ত কষ্টে জানা যায়, সহজে জয় করা যায় না, নির্দ্দয়, দুঃসহ ও প্রাণ নাশক চিকিৎসক অগ্রেই এরূপ রোগের চিকিৎসা করিবেন।১৬

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপস্যচাসকৃৎ। যঃকর্ম্ম কুরুতে বৈদ্য সবৈদ্যোঽন্যেত্বু তস্করাঃ॥ ১৭

গুরূপদেশ দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া যে বৈদ্য* চিকিৎসা করেন তিনিই চিকিৎসক তদ্ভিন্ন চিকিৎসাকারী ও চিকিৎসক নামধারীদিগকে নরঘাতক বা চোরের ন্যায় বলা যায়।১৭

যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃকর্ম্মস্ব পরিনিষ্ঠিতঃ। সমুহ্য ত্যা তুরস্প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবং॥১৮

যিনি কেবল শাস্ত্র জানেন কিন্তু কিছুমাত্র কর্ম্ম * জানেন না ভীরুব্যক্তি সমরে যাইলে যেরূপ ভয় পায় তিনিও রোগিকে পাইলে তদ্রূপ ভয় পান। ১৮

যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র বহিস্কৃতঃ। স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ॥ ১৯

অথবা যে ব্যক্তি কর্ম্ম নিপুন আর কিছুমাত্র শাস্ত্র জানেনা সে ভদ্র সমাজে অগণ্য ও রাজাদের বধার্হ। ১৯

---

* অর্থাৎ চিকিৎসার নিয়ম।

উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥২০

উভয়ের মধ্যে যে লোক কেবল এক বিষয়ে নিপুণ সে এক পক্ষ হীন পক্ষির ন্যায় অর্দ্ধ শাস্ত্র জানিয়া নিজকার্য্যে অসমর্থ হয়। ২০

চ্ছেদ্যাদিস্বনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু। স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্য নৃপদোষতঃ ॥ ২১

চ্ছেদ্যাদি অর্থাৎ মনুষ্যদেহে শস্ত্র সঞ্চালনে ও স্নেহাদি যথা ঘৃত তৈলাদি প্রয়োগ বিষয়ে যে অপারক সে কুবৈদ্য লোভবশতঃ লোকের প্রাণ নাশের কারণ হয়, ইহা প্রায় রাজদোষেই ঘটে। ২১

যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান স সমর্থোর্থ সাধনে। আহবে কর্ম্মনির্বোঢ়ুং দ্বিচক্র স্যন্দনো যথা ॥ ২২

দ্বিচক্র রথের ন্যায় উভয়জ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয় *সাধনে অর্থাৎ চিকিৎসা করণে ও ধনোপার্জ্জনে সমর্থ। ২২

রোগমাদৌ পরীক্ষেত তদনন্তরমৌষধং।

---

* চিকিৎসা শাস্ত্র ও ঔষধাদি প্রস্তুত করণ।

ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ২৩

অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া পরে ঔষধ দিবে পশ্চাৎ রোগীর পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবেক । ২৩

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে। সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥ ২৪

যিনি রোগ নিবারণ করিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, এবং যাহাতেই রোগ আরোগ্য হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ২৪

আদৌ সর্ব্বেষু রোগেষু নাড়ী চিহ্বাচ মূত্রকং। পরীক্ষেত ভিষগুনৃণাং পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসতে ॥ ২৫

প্রায় সকল রোগের প্রথমেই নাড়ী, জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা করিয়া পরে রোগের চিকিৎসা করা উচিত । ২৫

দর্শনং স্পর্শনং প্রশ্নং ব্যাধিজ্ঞানং ত্রিধামতং। দর্শনে মূত্র জিহ্বাদৌ স্পর্শনে নাড়ীকাদিভিঃ ॥ ২৬

রোগ নির্ণয়ের তিন উপায় আছে যথা দর্শন, স্পর্শন

ও প্রশ্ন । মল, মূত্র, জিহ্বাদি দর্শন এবং নাড়ী প্রভৃতি স্পর্শন করিবে । ২৬

যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণাঃ যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ং । তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতি । ২৭

যে পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিবে ও ইন্দ্রিয়াদি অবশ না হইবে, মৃত্যুর বক্রগতির নিমিত্ত তদবধি চিকিৎসা করা অত্যাবশ্যক । ২৭

অথাতো নাড়ী পরীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

অর্থাৎ নাড়ী পরীক্ষা ।

ত্বচ সূক্ষ্মাদি ভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ । স্বর্গেপি দুর্ল্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২৮

বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা সূক্ষ্মানুরূপে বিবেচনা করিয়া নাড়ী পরিক্ষা করিবেন যেহেতু এই বিদ্যা স্বর্গেতেও দুর্ল্লভ ও অত্যন্ত গোপনীয় । ২৮

সার্দ্ধত্রিকোট্যা নড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ

দেহিনাং। নাভিকন্দ নিবদ্ধাস্তা স্তির্য্যগূর্দ্ধ মধঃস্থিতাঃ॥ ২৯

মনুষ্য দেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে স্থূল সূক্ষ্ম এবং নাভিমূলনিবদ্ধা সেই সকল নাড়ী, বক্র, ঊর্দ্ধ ও অধস্থিতা। ২৯

তর্পয়ন্তি রসৈর্দ্দেহং নদ্যস্তোয়ৈরিবার্ণবং। দ্বাসপ্ততি সহস্রন্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩০

নদী সকল যেমন জলদ্বারা সমুদ্রকে তৃপ্ত করে, সেইরূপ নাড়ী সকল রসদ্বারা দেহকে তৃপ্ত করিতেছে তন্মধ্যে এক হাজার বাওয়াত্তর নাড়ী স্থূলা। ৩০

দেহেধমন্যো ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ। নাভিকন্দ স্থিতাস্তাস্তু নাভৌ চক্রে প্রবেষ্টিতাঃ॥ ৩১

ধমনী সকল দেহ মধ্যে ধন্যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় গুণ বহন করে অর্থাৎ রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, বহন করে নাভিমূলস্থিতা ও নাভিচক্রে প্রকৃতরূপে বেষ্টিতা। ৩১

তাসাঞ্চ সূক্ষ্মশুষিরাণি শতানি শপ্তস্যুস্তানিয়ৈরসকৃদন্নরসং বহদ্ভিঃ। আপ্যায়্যতে বপুরিদংহি নৃণামমীষামস্তঃ স্রবদ্ভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ॥ ৩২

জল স্রবণী শত নদীর দ্বারা সমুদ্র যেরূপ তৃপ্ত হয় সেই-রূপ নাড়ীগণ সূক্ষ্ম শতছিদ্র ও সপ্ত শত নির্ম্মল যে সকল ছিদ্র বারম্বার অন্নরস বহন করে তাহাতেই মনুষ্যদেহের স্বাস্থ্যতা সম্পন্ন হয়। ৩২

ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্নাচ সরস্বতী।
গান্ধারী হস্তী জিহ্বাচ কুপূষাচ যশস্বিনী॥
চারাণালম্বুষা বিশ্বা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
এতা প্রাণবহা নাড্যো জীবকোষে প্রতি-ষ্ঠিতা॥ ৩৩

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তীজিহ্বা, কুপূষা, যশস্বিনী, চারাণা, অলাম্বুষা বিশ্বা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী এই চতুর্দ্দশ প্রাণবহা নাড়ী। ৩৩

ত্রিংশদ্ধস্ত প্রমাণাতু বিশ্বোদরী দ্বয়াধিকা।
একহস্তপ্রমাণস্যাৎ কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা॥ ৩৪

বিশ্বোদরী নাম্নী নাড়ী অর্থাৎ অন্ত্র বত্রিশ হস্ত প্রমাণ উহা মনুষ্যদের উদর মধ্যে থাকে, আর কণ্ঠ প্রদেশের নাড়ী এক হস্ত প্রমাণ। ৩৪

দশহস্তান্ততঃ পশ্চাদামাশয়া প্রকী-র্ত্তিতা। পচ্যমানাশয়াজ্জ্ঞেয়া দশ হস্তা-স্ততঃ পরং॥ ৩৫

আমাশয় ও পক্কাশয় স্থিত পচ্যমানা নাড়ী দশহস্ত পরিমাণ। ৩৫

**পক্কাশয়া ততঃ পশ্চাৎ দশ হস্তা প্রকী-
র্ত্তিতা। একহস্তা গুহ্যদেশে শঙ্খাবর্ত্তা
তু নাড়িকাঃ॥ ৩৬**

তৎ পশ্চাৎ পক্কাশয়স্থিতা দশ হস্ত প্রমাণ নাড়ী এক হস্ত প্রমাণ গুহ্যদেশের নাড়ী শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্খের বেড়ের ন্যায় কণ্ঠদেশ হইতে এক হাত আমাশয় পর্য্যন্ত এই আমাশয় নাড়ী দশহাত তাহা হইতে পচ্যমান অবধি পচ্যমানাক্রমে যোগ আছে। ৩৬

**ভুক্ত মানাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে
পচেৎ। পক্কং পক্কাশয়ে তিষ্ঠেৎ বহ্নি
পক্কাশয়োপরিঃ॥ ৩৭**

ভুক্তাহার আমাশয়ে স্থিতি করে পচ্যমানাশয়ে পক্ক হয় পক্ক পক্কাশয়ে থাকে পক্কাশয়োপরি বহ্নি আছে। ৩৭

**পচ্যমানাশয়ে পক্কং মলঃ পক্কাশয়ে
ব্রজেৎ। রসভুক্তা দিকানাঞ্চ নাভি নাড্যা
কলেবরং॥ সকলংযাতি মারুতানীয়
মানঃ সমাত্রয়া॥ ৩৮**

পচ্যমানাশয়ের পক্কমল পক্কাশয়ে গমন করে, আহারা-

দির রস নাভিনাড়ীর দ্বারা মারুত কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া সকল শরীরে যায়। ৩৮

নাভিস্তু কূর্ম্মরূপঃ স্যান্মহানাড্যপাদ্ধ-
বেৎ। ৮ চতস্রঃ পৃষ্ঠদেশেস্যুশ্চ তস্রঃ
ক্রোড়দেশতঃ॥ ৩৯

কূর্ম্ম রূপ অর্থাৎ কচ্ছপ রূপ নাড়ী হইয়াছে, মহানাড়ী অষ্ট পদ তাহার হয় পৃষ্ঠস্থানে চতুর্ ক্রোড় দেশে চতুর্। ৩৯

দ্বে দ্বে ঊর্দ্ধমধশ্চাপি নাড়িকে অন্ত
গামিনী। ঊর্দ্ধগা গলদেশেতু দ্বিপল্ল বা
প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪০

দুই দুই করিয়া ঊর্দ্ধ অধোগামিনী মধ্যগামিনী গলদেশে ঊর্দ্ধ গামিনী দুই নাড়ী পল্লব বিশিষ্টা জানিহ॥ ৪০

তদেকাগলতঃ পঞ্চপল্লবা নাড়িকা
স্মৃতা। চক্ষুষ নাসিকারন্ধ্রে জিহ্বৌষ্ঠে
শ্রবণেহধরে। ৪১

পঞ্চ পল্লব যুক্তা গলদেশে, চক্ষুতে, নাসিকারন্ধ্রে, জিহ্বাতে, কর্ণেতে ও অধরে এক নাড়ী আছে। জীব কোষস্থিত এই চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করে। ৪১

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্ত তিস্বধেকোত্তমা

মতা। ইড়াচ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্নাচ তৃতী-
য়কা॥ ৪২

এই তিন নাড়ীর মধ্যে উক্তনাই প্রধানা এবং ইড়া পিঙ্গলাও সুষুম্না এই তিনের মধ্যে সুষুম্না প্রধানা। ৪২

তত্রৈকা বামতো যাতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে
তথা। মধ্যে বায়ু পথং বিদ্যাৎ ত্রিভি-
স্তুল্যাং গতাগতং॥ ৪৩

তাহাতে এক নাড়ী বামে গমন করে, দ্বিতীয় দক্ষিণে যায় ও মধ্যে তৃতীয় গমনাগমন করে। এই তিনের বায়ু পথে গমনাগমন আছে। ৪৩

চন্দ্র সূর্য্য মরুচ্চৈব ত্রয়ন্তি স্থবস্থিতাঃ।
সত্ব রজস্তমশ্চৈব রাত্র্যহঃ কাল এবচ॥ ৪৪

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই তিন তিনেতে অবস্থিত এবং সত্ব রজস্তম এই তিন স্থিত আর রাত্রি দিবাও কালস্থিত। ৪৪

ইড়াদোষ ময়ী প্রক্তা পিঙ্গলা বহ্নিরূপিণী।
বায়ুগ্নেয়ী সুষুম্নাচ ব্রহ্মদ্বার পথানুগাঃ॥৪৫

ইড়া দোষ বিশিষ্টা, পিঙ্গলা অগ্নিরূপ বিশিষ্টা, সুষুম্না বায়ু ও অগ্নি বিশিষ্টা এবং ব্রহ্মদ্বারের পথানুগামিনী। ৪৫।

পদ্মকোষ প্রতীকাশং শুষিরৈশ্চ বিভূ-
ষিতং। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়
তনং হিতং॥ ৪৬॥

হৃদয় পদ্মকোষের ন্যায় ছিদ্রেতে বিভূষিত সেই হৃদয় বিশ্বের আয়তন ও প্রধান স্থান। ৪৬

ক্বচিচ্চক্রঞ্চ কোষঞ্চ ক্বচিজ্জীব গৃহংস্থিতং।
অস্মিংশ্চক্রে স্থিতো জীবঃ পুণ্যা পুণ্য
প্রদেশিতা॥ ৪৭

জীবের গৃহে স্থিতি কোন স্থান চক্রাকার ও কোন স্থান কোষাকার অর্থাৎ গুহাকার এই চক্রে পুণ্যাপুণ্য আদেশিত, ইহাতেই জীবের পুণ্যাপুণ্য কর্ত্তৃত্ব হয়। ৪৭

প্রাণানি সমমারূঢ় দেহে ভ্রমতি সর্ব্বদা।
তন্তুপঞ্জর মধ্যস্থা যথা প্রমতি লূতিকা॥ ৪৮

মাকড়সা যেমন নিজ জালের মধ্যে ভ্রমণ করে সেই প্রকার জীব প্রাণ সকলকে আরোহন করিয়া দেহে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। ৪৮

নাভিরোজো গুদং সূত্রং শোণিতং শঙ্খ-
কৌতথা। মূর্দ্ধাংশকাণ্ড হৃদয়ং প্রাণস্যা-
য়তনং দশঃ॥ ৪৯

গুজ, নাভি, গুহ্যদ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খদ্বয়, মস্তক, ভূজোপরিভাগ ও হৃদয় প্রাণের এই দশ স্থান। ৪৯

আকুঞ্চন করীখ্যাতা এবং পৃষ্ঠাৎ প্রসা-
রিণী। তদেকা স্কন্ধদেশেতু হস্তগা পঞ্চ
পল্লবা॥ ৫০

পৃষ্ঠদেশের নাড়ী সঙ্কোচন কারিণী এবং প্রসারণ কা-
রিণী তাহার এক নাড়ী স্কন্ধদেশ হইতে হস্তগতা পঞ্চ পল্লব বিশিষ্টা। ৫০

অঙ্গুলীক্রোড়গা সৈব আকুঞ্চন করী
স্মৃতা। এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্যা প্রসারণ
কারী স্মৃতা॥ ৫১

সেই নাড়ী অঙ্গুলি ক্রোড়স্থিতা আকুঞ্চনকারিণী পৃষ্ঠ হইতে আসিয়া প্রসারণকারী হয় অর্থাৎ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ৫১

অধোগা ঊর্দ্ধসন্ধ্যন্তনাড়িকা পঞ্চপল্লবা।
পদাঙ্গুল গতাসৈব আকুঞ্চনকরীস্মৃতা॥৫২

অধোগতা উরুসন্ধির মধ্যে ও পদের অঙ্গুলিতে পঞ্চ ডালাবিশিষ্টা এক নাড়ী গিয়াছে তাহাতেই অঙ্গুলি আকুঞ্চন কারী হয়। ৫২

কূর্ম্মস্য নবম পাদো লিঙ্গ নাড়ীতি কীর্ত্তি-
তে। মূত্রশুক্র বহেন্নাড়্যো তস্য পল্লবত
পুনঃ ॥ ৫৩

কূর্ম্মের নবম পদে লিঙ্গনাড়ী তার পল্লবেতে মূত্র ও শুক্রবহা দুইটী নাড়ী আছে। ৫৩

শব্দগ্রহা শ্রুতৌ নাড়ী রূপগ্রহাচ লো-
চনে। গন্ধগ্রহা নাসিকায়াং রসনায়াং
রসবহা ॥ ৫৪

কর্ণের নাড়ীতে শব্দগ্রহণ, নেত্র নাড়ীতে রূপগ্রহণ, নাসা নাড়ীতে গন্ধগ্রহণ ও জিহ্বা নাড়ীতে রসগ্রহণ হয়। ৫৪

এবং ত্বচস্পার্শবহা শব্দকৃন্ধৃ দয়ান্মুখে।
মনোবুদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বং হৃদয়েষু প্রতি-
ষ্ঠিতা ॥ ৫৫

হৃদয় হইতে মুখে শব্দ করে আর মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ৫৫

তির্য্যক কূর্ম্মোদেহিনাং নাভিদেশে বামে
বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে। ঊর্দ্ধভাগে
হস্ত পাদৌচ বামৌ তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ
দক্ষিণৌ তৌ ॥ ৫৬

বক্ররূপ কূর্ম্মদেহীদিগের নাভিদেশস্থিত, তাহার বামে মুখ, দক্ষিণেতে পুচ্ছ, ঊর্দ্ধভাগে হস্ত ও বাম পদ তাহার অধ-ভাগে দক্ষিণ হস্ত ও পদ । ৫৬

বক্তে্ নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ী দ্বয়-
স্তথা । পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম
দক্ষিণ ভাগয়োঃ ॥ ৫৭

তাহার মুখে দুই, পুচ্ছে দুই, হাতে পাঁচ, পায়ে পাঁচ, বামে ও দক্ষিণে পাঁচ । ৫৭

সব্যেন রোগবৃতিকুর্পরভাগ ভাজা, পী-
ড্যাথ দক্ষিণ করাঙ্গুলিকাত্রয়েণ । অঙ্গুষ্ঠ-
মূলমধিপশ্চিম ভাগমধ্যে নাড়ীংপ্রভঞ্জন
গতিং সততং পরীক্ষেৎ ॥ ৫৮

নাড়ী পরীক্ষক বৈদ্য রোগ ধারণ করিয়া কর্পূর * ভাগকে বামহস্ত দ্বারা পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-ত্রয় দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের পশ্চাদ্ভাগ বায়ুগতি বিশিষ্টা-নাড়ীকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিবে । ৫৮

তৈলাভ্যঙ্গেচ সুপ্তেচ তথাচ ভোজনান্তরে ।

---

* অস্মদ্দেশীয় শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা রক্তের গতিকে (Circulation of the blood.) কর্পূর ভাগ কহেন ।

তথা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতরা নদী॥ ৫৯

তৈলাভ্যঙ্গে, নিদ্রাবস্থায় ও ভোজনান্তে নাড়ী দুর্গতরা নদীর ন্যায় বেগবতী হয় সুতরাং তৎকালে নাড়ী উত্তম পরীক্ষা করা যায় না। ৫৯

বামেভাগে স্ত্রিয়া যোজ্যা নাড়ীপুংসস্তু দক্ষিণে। ইতি প্রোক্ত অগস্তেন সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং॥ ৬০

অগস্ত মুনি নিজসংহিতায় বলিয়াছেন যে দেহীদিগের হস্ত পরীক্ষা করিবে, যথা পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীদিগের বাম। ৬০

পরীক্ষেত স্ত্রিয়া বামং পুরুষস্যচ দক্ষিণং। উভয়ং উভলিঙ্গস্য অগস্তেন উদাহৃতং॥ ৬১

* স্ত্রীর বাম, পুরুষের দক্ষিণ ও ক্লীবের দুই হাত পরীক্ষা করিবে। ইহাই অগস্ত মুনি কর্ত্তৃক আদৃষ্ট হইয়াছে। ৬১

অঙ্গুষ্ঠস্যতু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী। তস্যাগতিবশা বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনং॥ ৬২

---

* ইংরাজি মতে স্ত্রী পুরুষের হস্ত দেখিবার কিছু বিশেষ নিয়ম নাই তাঁহাদের মতে উভয় হস্তই দর্শন করা যায়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলে যে নাড়ী আছে তাহা জীবসঞ্চারিণী তাহার গতিহেতু রোগীদিগের সুখ ও দুঃখ জানা যায়। ৬২

স্নায়ুনাড়ীবশা হিংস্রা ধমনী ধামনীধরা।
তন্তুকী জীবিতজ্ঞাচ শিরা পর্য্যায়
বাচকা॥ ৬৩

স্নায়ু নাড়ী, বসা, হিংসা, ধমনী, ধামনী, ধরা, তন্তুকী ও শিরা এই সকল নাড়ীর নাম। ৬৩

আদৌচ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তন্তথৈ
বচ। অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা নাড়ীকাত্রয়
লক্ষণং॥ ৬৪

নাড়ী পরীক্ষার এই তিন উপায়; যথা আদিতে, অঙ্গুষ্ঠ মূলে বায়ু, মধ্যে পিত্ত ও অন্তে শ্লেষ্মা বহিয়া থাকে। ৬৪

বাতাধিকা বহেন্মধ্যে ত্বগ্রে বহতি পি-
ত্তলা। অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে
মিশ্রিতা ভবেৎ॥ ৬৫

কেহ কেহ কহেন বাতাধিক্য নাড়ী মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে অগ্রে তর্জ্জনীতে পিত্ত, অনামিকাতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে মি-শ্রিত বহিয়া থাকে। ৬৫

আদৌচ বহতে পিত্তং মধ্যে শ্লেষ্মা ত-
থৈবচ। অন্তে প্রভঞ্জন জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশা-
স্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ৬৬

সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা জানিয়াছিলেন যে অগ্রে পিত্ত মধ্যে শ্লেস্মা ও অন্তে বায়ু বহিয়া থাকে। ৬৬

পিত্তশ্লেষ্মাগতির্নাস্তি বাতঃস্যাদ্‌গমনে
গতিঃ। তস্যাত্ত্বগ্রে বহেদ্বায়ুঃ জলৌকা
বক্রগা যথা ॥ ৬৭

পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি নাই বায়ুর গতিতে গমন করে, অগ্রে বায়ুর গতির নিমিত্ত, পশ্চাৎ পিত্ত ও শ্লেস্মা ক্রমশঃ পৃষ্ঠ হইতে গমন করে। বায়ুর গতি স্বাভাবিক প্রবল কিন্তু পিত্ত এবং শ্লেস্মার সাহায্য নিমিত্ত অগ্রেই জলৌকার ন্যায় বক্রভাবে গমন করে। ৬৭

তৃণ পুরঃসরং কৃত্বা যথা বাতোবহেদ্বলী।
শেষস্থং তৃণমাদায় পৃথিব্যাং বক্রগোযথা ॥৬৮

বলবান বায়ু যেমন তৃণকে অগ্রসর করিয়া বহে এবং পশ্চাৎ স্থিত তৃণকে লইয়া যে প্রকারে পৃথিবীতে গমন করে। ৬৮

তথা মধ্যগতো বায়ুঃকৃত্বা পিত্ত পুরঃসরং।
শেষস্থং তৃণমাদায় নাড্যাং বহতি সর্ব্বদা ॥৬৯

সেই প্রকার বায়ু পিত্তকে পুরঃসর করিয়া শেষস্থ কফ গ্রহণ করতঃ মধ্যগত হইয়া সর্ব্বদা নাড়ী বহে। ৬৯

অতো বায়োরগ্রত্বাৎ পিত্তস্য চঞ্চলা গতি র্ভবতি, বায়ু পিষ্টত্বাৎ কফস্য মন্দগতি র্ভবতি ॥ ৭০

সুতরাং বায়ুর অগ্রত্বহেতু পিত্তের চঞ্চল গতি হয়. ঐ প্রকার বায়ুর পৃষ্ঠত্ব হেতু কফের মন্দগতি হয় অর্থাৎ তৃণাদি যেমন বায়ুর পশ্চাতে মন্দ মন্দ ভাবে যায় তদ্রূপ বায়ুর অগ্রপশ্চাৎ গমনের নিমিত্ত পিত্ত ও কফের গমন হয়। ৭০

**পিত্ত পঙ্গু কফপঙ্গু পঙ্গবোমল ধাতবঃ।
বায়ুনা তত্র নিয়ন্তে যত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ ॥৭১**

যেমন মেঘ সমূহ বায়ুরদ্বারা প্রবল হইয়া বরিষণ করে, তদ্রূপ পিত্ত, কফ, মল ও ধাতু ইহাদের গতি শক্তি নাই কেবল বায়ু ইহাদের অন্তে যায় বলিয়াই ইহাদের গতি হয়। ৭১

ভূলতা ভুজগপ্রায়া স্বচ্ছা স্বাস্থ্যাময়ী নাড়ী। সুস্থিতস্য স্থিতা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥ ৭২

সুস্থ লোকের এইরূপ নাড়ী থাকে যথা কঞ্চুলকের ন্যায় গতি সর্পের গতি, নির্ম্মলা বলবতী ও স্থিতা ইত্যাদি গতি হয়। ৭২

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতা-
ন্বিতা । সায়াহ্নে ধাবমানাচ চিরাদ্রোগ
বিবর্জ্জিতা ॥ ৭৩

বহুকাল রোগবর্জ্জিতা নাড়ীর নিত্য এই প্রকার গতি হয় যথা—প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা ও সায়াহ্নে ধাবমানা হয় । ৭৩

বাতাদ্বক্র গতানাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী ।
স্থিরা শ্লেষ্মবলা নাড়ী মিশ্রিতে মিশ্রিতা
ভবেৎ ॥ ৭৪

বাত হইতে নাড়ীর বক্র, পিত্ত প্রধানা নাড়ী চঞ্চলা, শ্লেষ্মাধিকা নাড়ী স্থিরা, উভয়ে মিলিত হইলে মিশ্র লক্ষণ ও সমস্ত মিশ্রিতা হইলে সাকুল্যা লক্ষণা হয় । ৭৪

কুটিলা কুটিলারম্ভা তরতি কুটিলাংগতিং ।
বাতাত্মিকা গতিং ধত্তে জলৌকাসর্পয়ো-
রিব ॥ ৭৫

কুটিলা ও ত্বরান্বিতা নাড়ীর কুটিলা গতি হয়, জলৌকা অথবা সর্পের ন্যায় বাতাত্মিকা নাড়ীর গতি হয় । ৭৫

দাহং দধাতি সর্ব্বাঙ্গে বিশেষং হস্ত

পাদয়োঃ । পিত্তপ্রকোপে সা নাড়ী
কাকমণ্ডূকয়োরিব ॥ ৭৬

সর্ব্বাঙ্গে দাহ বিশেষ হস্ত পদে অধিক দাহ হয়. পিত্ত প্রকোপে নাড়ীর গতি কাক ও ভেকের ন্যায় হয় । ৭৬

রাজহংস ময়ূরাণাং পারাবত কপো-
তয়োঃ । কুক্কুটাদি গতিংধত্তে ধমনী
কফসংবৃতা ॥ ৭৭

রাজহংস, ময়ূর, পারাবত ও কুক্কুটাদি গতির ন্যায় কফ সংযুক্তা নাড়ীর গতি হয় । ৭৭

মুহুঃসর্প গতিংনাড়ীং মুহুর্ভেক গতিস্তথা ।
বাতপিত্তদ্বয়োদ্ভূতাং ভাষন্তে তদ্বিদো-
জনাঃ ॥ ৭৮

বারম্বার সর্পগতি অথবা বারম্বার ভেকগতি নাড়ীকে নাড়ীজ্ঞ পণ্ডিতেরা বায়ু পিত্তাধিকা কহেন । ৭৮

ভূজগাদি গতিস্থানাং রাজহংস গতে-
র্ধরাং । বাতশ্লেষ্মদ্বয়োদ্ভূতাং ভাষন্তে
তদ্বিদোজনাঃ । ৭৯

সর্পাদি গতি স্থিতা নাড়ী ও রাজহংস গতি নাড়ীকে নাড়ী-জ্ঞাতা পণ্ডিতেরা বাতশ্লেষ্মাধিকা কহেন । ৭৯

মণ্ডূকাদি গতিং নাড়ীং ময়ূরাদি গতিং তথা । পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ ॥ ৮০

ভেকগতি ও ময়ুরাদি গতি ধারিণী নাড়ীকে পিত্তশ্লেষ্মা-ধিকা কহে । ৮০

লাবতিত্তিরিবার্ত্তাক গমনং সন্নিপাততঃ ।
কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগাভবেৎ॥৮১

লাব পক্ষী, তিত্তির পক্ষী ও বার্ত্তাক পক্ষীর ন্যায় সান্নি-পাতিক নাড়ীর গতি হয় । ৮১

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলম্বা । স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতিনাশঞ্চ সূক্ষ্মা ॥ ৮২

সন্নিপাত বিকারে নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ গতি বিশিষ্টা হয়, শিথিলাগতি, ব্যাকুলাগতি ও কখন কখন সূক্ষ্মা হইয়া নাশ হয় । ৮২

নিত্যস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা । ভাবৈরেবং বহুবিধ বিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা ॥ ৮৩

নিত্যস্থান অর্থাৎ মণিবন্ধস্থান হইতে স্খলিত হয় পুনর্ব্বার অঙ্গুলিকে স্পর্শন করে এবম্প্রকার বিবিধ ভাবদ্বারা সন্নিপাত অসাধ্য হইয়া উঠে। ৮৩

যাত্যুচ্চা চ স্থিরাত্যন্তং যাচেয়ং মাংস বাহিনী। যাচসূক্ষ্মাচ বক্রাচ তামসাধ্যাং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৮৪

যে নাড়ী অত্যন্ত উচ্চ অথচ স্থিরা, মাংসবাহিনী, সূক্ষ্মা ও বক্রা পণ্ডিতেরা সেই নাড়িকে অসাধ্য জানেন। ৮৪

দাহাতাপে শীতলত্বং শীতত্বে তাপিতা নাড়ী। নানাবিধ গতির্যস্য তস্য মৃত্যু র্নসংশয়ঃ॥ ৮৫

অতিদাহে নাড়ী শীতল ও শীতল নাড়ী যাহার উষ্ণ হয় অথবা নানাবিধ গতি হয় তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। ৮৫

ত্রিদোষে স্পন্দতে নাড়ী মৃত্যুকালেপি নিশ্চলা। জ্ঞেয়া সর্ব্ববিকারেষু বৈদ্যঃ কুশল কর্ম্মভিঃ॥ ৮৬

চিকিৎসা নিপুণ বৈদ্য জানিয়াছেন যে ত্রিদোষ বিকারে নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্টা হয়, মৃত্যুকালে সর্ব্ব প্রকার বিকারে নিশ্চলা হয়। ৮৬

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জন গতিং শ্লেষ্মা-
গমাবিভ্রতীং। সন্তানভ্রমণং মুহুর্বিদধতীং
চক্রাদ্যাৰুঢ়ামিব ॥ ৮৭

নাড়ী প্রথম পিত্তগতি, পরে বায়ুগতি, তৎপশ্চাৎ শ্লেষ্মা গতি বিশিষ্ট। চক্রাদি আরূঢ়ের ন্যায় বারম্বার বিস্তার ভ্রমণ বিধারণ করে। ৮৭

তীব্রত্বং দধতীং কলাপিগতিকাং সূক্ষ্ম-
ত্বমাতন্বতীং। নোসাধ্যাং ধমনীং বদন্তি
সুধিয়ো নাড়ীগতি জ্ঞানিনঃ। ৮৮

কখন কখন খরতর গতি ধারণ করে: অল্প অথচ সর্প-গতি সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত। নাড়ীকে নাড়ীর গতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অসাধ্যা কহেন। ৮৮

ভূলতা ভুজগাকারা নাড়ীদেহস্য সংক্র-
মাৎ। বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে
মরণং ভবেৎ ॥ ৮৯

কঞ্চুলিকার ন্যায় অথবা সর্পাকার গতি নাড়ীদ্বয় ও যাহার দেহ ক্রমেতে বিশীর্ণ হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় তাহার মৃত্যু হয়। ৮৯

ক্ষণাদগচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে

ক্ষণাৎ। সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গে
শোথ বর্জ্জিতঃ॥ ৯০

যাহার নাড়ী ক্ষণে বেগ ও ক্ষণে স্থির থাকে আর যদি তাহার অঙ্গে শোথ না থাকে তাহা হইলে এক সপ্তাহে মৃত্যু হইবে।৯০

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাং।
ত্রিদোষস্পর্শভজতাং তদা মৃত্যুর্দ্দিন
ত্রয়াৎ॥ ৯১

যাহার নাড়ী জ্বরদাহে তাপিত, হিম বিশিষ্টম্লানাও যদি ত্রৈদোষিক হয় তাহার তিন দিবস পরে মৃত্যু হইবে। ৯১

নিরীক্ষ্য দক্ষিণে পাদে তথাচৈষা বিশে-
ষতঃ। মুখেনাড়ী বহেন্নিত্যং ততো
দিনচতুর্থ্যকং॥ ৯২

যাহার দক্ষিণ পদে এক নাড়ী ও মুখেতে নাড়ী নিত্য বহে তাহার চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হইবে। ৯২

গতিস্তু ভ্রমরস্যেব বহেদেক দিনেনতু।
স্কন্ধেন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্নগতি চা-
ঙ্গুলৌ। মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যু
র্ভবতি নিশ্চিতং॥ ৯৩

যাহার ভ্রমরের ন্যায় গতি বিশিষ্টা নাড়ী অবচ্ছেদে দিন ব্যাপক গতি ধারণ করে অর্থাৎ স্কন্ধেতে নিত্য স্পন্দন হয়

ও পুনর্ব্বার অঙ্গুলিদ্বয়ে গমন করে তাহার দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৯৩

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য. বিদ্যুজ্জ্যোতি-
র্বিবেক্ষতে। দিনৈকং জীবিতং তস্য
দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবং॥

যে ব্যক্তির মুখেতে নাড়ী থাকিয়া বিদ্যুতের প্রভাব ন্যায় লোকে দেখে সে একদিন বাঁচিয়া দ্বিতীয় দিনে মরিবে। ৯৪

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদাবহতিবানবা।
জ্বালাচ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি-
স্থিতেঃ॥৯৫

যখন নাড়ী স্বীয় স্থানচ্যুতা হইয়া বহে অথবা বহেনা হৃদয়ে অতিশয় জ্বালা হয় সেই জ্বালা স্থিতি পর্য্যন্ত জীবন থাকে। ৯৫

অঙ্গুষ্ঠ মূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলাদ্ যদি না-
ড়িকা। প্রহরার্দ্ধে ভবেন্মৃত্যু র্জানীয়াচ্চ
বিচক্ষণঃ॥ ৯৬

যাহার অঙ্গুষ্ঠ মূলের বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে অর্থাৎ মধ্যমা অনামিকাতে যদি নাড়ী বহে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহার অর্দ্ধ প্রহরে মৃত্যু জানেন। ৯৬

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠ্যতি না-

ড়িকা। প্রহরৈ কাব্বহির্ম্মৃত্যুংজানী য়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৯৭

যাহার অনামিকার অর্দ্ধেকেতে নাড়ী থাকে তাহার এক প্রহরে মৃত্যু হইবে। ৯৭

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যতে নাড়ী মধ্যে রেখা বহির্যদা। সার্দ্ধ প্রহরকা মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৮

দুই অঙ্গুলির বাহেতে নাড়ীর মধ্যেতে ও কখন বাহেতে রেখা হয় তাহার অর্দ্ধ প্রহরের সময় মৃত্যু হয়। ৯৮

মধ্যে রেখা সমা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা। ষড়্‌ভিশ্চ প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুর্জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥ ৯৯

অঙ্গুলির মধ্যেতে রেখা সমান যাহার নাড়ী নিশ্চলা থাকে বিজ্ঞেরা জানেন যে তাহার ছয় প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৯৯

পাদাঙ্গুল গতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি। ত্রিভিশ্চ দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ১০০

যাহার অঙ্গুলিপাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী চঞ্চলা হইয়া গমন করে তাহার তিন দিবসে মৃত্যু হয়। ১০০

পাদাঙ্গুল গতা নাড়ী কোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। চতুর্ভির্দ্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ১০১

যাহার অঙ্গুলির পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী ঈষদুষ্ণ বেগবিশিষ্টা হয় চতুর্থ দিবসে তাহার মৃত্যু হয়। ১০১

পাদাঙ্গুল গতানাড়ী মন্দং মন্দং যদা ভবেৎ। পঞ্চভির্দ্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা॥ ১০২

যদি অঙ্গুলির পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী মন্দ মন্দ গতি হয় পঞ্চম দিবসে মৃত্যুর অন্যথা হয় না। ১০২

দুর্ব্বলে জ্বররোগেচ অতিসারে প্রবাহিকে। দুর্ব্বলা ক্ষীণদা নাড়ী প্রবলা প্রাণঘাতিকা॥ ১০৩

দুর্ব্বল জ্বরে অতিসারে ও আমাশয়ে নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল গতি হয় সেই দুর্ব্বল নাড়ী প্রবল হইলে প্রাণ ঘাতিকা হয়। ১০৩

ভারপ্রবাহ মূর্চ্ছা ভয়শোক প্রমুখকারণ নাড়ী। সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে। ১০৪

ভারবহন, কুন্তন, মূর্চ্ছা, ভয়, ও শোকাদি কারণ হইতে

নাড়ী অতিশয় সংমূর্চ্ছিতা স্তম্ভের ন্যায় হয় ও পুনর্ব্বার জীবিত ধারণ করে অর্থাৎ স্বাভাবিক গতি হয় । ১০৪

পতিতো সন্ধিতোভেদী নষ্ট শুক্রশ্চযো ভবেৎ । শাম্যতে বিস্ময়ন্তস্য নকিঞ্চিন্মৃ-ত্যুকারণং । ১০৫

পতীত ব্যক্তির সন্ধিস্থানে সন্ধিস্থান ভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি ও যে ব্যক্তির শুক্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে সে সমতা প্রাপ্ত হয় তার বিস্ময় নাই । ১০৫

তথা ভূতাভিসঙ্গেহি ত্রিদোষবদুপ-স্থিতা । সমাঙ্গা বহতে নাড়ী তথা ন চক্রমঙ্গতা ॥ ১০৬

ভূতাভি সঙ্গতে * ত্রিদোষের ন্যায় নাড়ী উপস্থিত হয় ও যেমন সমান অঙ্গ বহে তাদৃশ ক্রম প্রাপ্তা নহে । ১০৬

অপমৃত্যুর্নরোগাশ্চ নাড়ীতৎ সন্নিপাতবৎ । বহুকালাগতারোগা সা নাড়ী ধীরগামিনী ॥ ১০৭

যাহাতে অপমৃত্যু হয় রোগ নহে সেই নাড়ী সন্নিপাত সদৃশ। রোগ বহুকাল গত হইলে সে নাড়ী ধীর গমন করে । ১০৭

স্বস্থানহীনাঃ শোকেচ হিমাক্রান্তেচ নি-র্গদাঃ । ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো নকিঞ্চিত্ত-ত্রদূষণং ১০৮

---

* অর্থাৎ বিবিধ প্রকার ভয় পাইয়া বিকৃত্যাচরণ করে ।

শোকেতে নাড়ী সকল স্বকীয় স্থানচ্যুতা হিমাক্রান্তে নির্ব্যধি নিশ্চলা হয় তাহাতে কিছু আশঙ্কা নাই। ১০৮

স্তোকং বাতকফং দুষ্টং পিত্তং বহতি দারুণং। পিত্তস্থানং বিজানীয়াৎ ভেষজন্তস্য কারয়েৎ ॥১০৯

যাহার বায়ু কফ অল্প দুষ্ট ও পিত্ত অত্যন্ত বহে তাহার পিত্ত জ্বরাধি জানিয়া ঔষধ দিবেক। ১০৯

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ধমন্যা নোপজায়তে। তৎস্থ চিহ্নস্যসত্বেপি নাসাধ্যত্ব মিতিস্থিতিঃ॥১১০

নাড়ী স্বস্থানে যে পর্য্যন্ত না হয় স্বীয় স্থানের চিহ্ন থাকিলেও অসাধ্য হয় না। ১১০

যদাযং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ। তথাহি সুখসাধ্যত্বং নাড়ী জ্ঞানেন বোধ্যতে॥ ১১১

যেকালে নাড়ী যে ধাতু প্রাপ্ত হয় সেই কালে সেই প্রকার গতি হয় তাদৃশ সুখসাধ্যত্বে নাড়ী জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবে। ১১১

পুষ্টিস্তৈলে গুড়াহারে মাষেচ লগুড়াকৃতিঃ। ক্ষীরেচ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ॥ ১১২

তৈল ও গুড় আহারে নাড়ী পুষ্টি হয়, মাষকলাইতে লাঠীর

ন্যায়, দুগ্ধে স্নিগ্ধ গতি কিম্বা মন্দ গতি ও মধুর দ্রব্যে ভেকের ন্যায় গতি হয়। ১১২

**মধুরে বর্হিগমনা তিক্তেস্যাৎ স্থূলতাগতিঃ।
অম্লে কোষ্ণাপ্লবগতিঃ কটুকৈর্ভুজঙ্গ সন্নি-
ভা॥ ১১৩**

মধুর দ্রব্য ভক্ষণে নাড়ীর গতি ময়ূরবৎ, তিক্তেতে স্থূল-গতি, অম্লেতে ঈষদুষ্ণ ভেকগতি ও কটুতে ভুজঙ্গের সদৃশা গতি হয়। ১৩

**কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রু-
তা। এবং দ্বিত্রি চতুর্যোগে নানা ধর্ম্ম-
বতী ধরা॥ ১৪**

কষায় রসে কঠিনাগতি অথচ ম্লানা, লবণেতে সরলা এবং দ্রুতগতি এই প্রকার দুই তিন চারি দ্রব্যযোগেতে নানা গতি ধারণ করে। ১১৪

**দ্রবেতি কঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনা-
শনে। দ্রব্য দ্রবস্য কাঠিন্যে কোমলা
কঠিনাপিচ॥ ১১৫**

দ্রবেতে অতি কঠিনা নাড়ী, কঠিনাশনে কোমলানাড়ী, দ্রবদ্রব্যেতে কাঠিন্যতে কোমলা, উভয় গতি বিশিষ্টা হয়। ১১৫

অম্লৈশ্চ মধুরৈশ্চৈব নাড়ী শীতা বিশে-
ষতঃ। চিপিটৈ ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা ম-
ন্দতরা ভবেৎ ॥ ১১৬

অম্লভক্ষণে ও মধুরাম্লভক্ষণে নাড়ী শীতল হয়, চিঁড়া ও ভাজাদ্রব্য ভক্ষণেতে নাড়ী স্থিরা এবং মন্দগতি হয়। ১১৬

কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দাচ নাড়ীকা।
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণৈব নাড়ী-
কা ॥ ১১৭

কুষ্মাণ্ডে ও মূল ভক্ষণে নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ হয় শাক ও কদলী খাইলে রক্তপূর্ণের ন্যায় হয়। ১১৭

মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধেশীতা বলী-
য়সী। গুড়ৈঃক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা
মন্দবহা ভবেৎ ॥ ১১৮

মাংস ভক্ষণে নাড়ী স্থিরবহা হয়, দুগ্ধে শীতলা ও বলবতী হয়, গুড়, ক্ষীর ও পিষ্টকে স্থিরা ও মন্দবহা হয়। ১১৮

গুড়রম্ভা মাংসরুক্ষ শুষ্ক তীক্ষ্ণাদি ভোজ-
নাৎ। বাত পিত্তাদি রূপেণ নাড়ী বহতি
নিশ্চিতা ॥ ১১৯

গুড়, রম্ভা, মাংস, রুক্ষ, শুষ্ক ও তীক্ষ্ণাদি দ্রব্য খাইলে নাড়ী বাতপিত্ত পীড়ার ন্যায় বহে। ১১৯

**প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেপ্যুষ্ণতান্বি-
তা। সায়াহ্নে ধাবমানাচ রাত্রৌরোগ
বিবর্জ্জিতা ॥ ১২০**

বহুকাল রোগবর্জ্জিত নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা, সায়ংকালে বেগবতী ও রাত্রিতে রোগশূন্যা থাকে। ১২০

**প্রকৃতিস্থাতু সা নাড়ী সদাজ্ঞেয়া ভিষ-
গ্বরৈঃ। অঙ্গগ্রহণনাড়ীনাং ভবন্তি মন্থ-
রপ্লবাঃ ॥ ১২১**

প্রাতঃকালাবধি যে নাড়ী নিয়মানুসারিণী গতিবিশিষ্টা হয় সেই নাড়ী প্রকৃতিস্থা হয়, অঙ্গগ্রহণ দ্বারা নাড়ী সকলের স্থূলা অথচ অল্প গতি ও ভেকের ন্যায় গতি হয়। ১২১

**প্লব প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে।
সান্নিপাতিকরূপেণ ভবন্তি সর্ব্ববেদনা ॥১২২**

জলপ্লাবী ও প্রবলত্ব প্রাপ্ত নাড়ী জ্বরদাহাভিভূত ও হয় সান্নিপাতিক রূপদ্বারা সকল বেদনা বিশিষ্টা হয়। ১২২

জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী

ভবেৎ । রক্তোষ্ণ শীঘ্রগা নাড়ী জ্বরেচ চঞ্চলা ভবেৎ ॥ ১২৩

রক্ত উষ্ণ হইলে নাড়ী শীঘ্র গতি হয়, জ্বররোগেও তদ্রূপ চলে, জ্বরকোপে নাড়ী উষ্ণতা ও বেগবতী হয় । ১২৩

জ্বরেচ বক্রং ধাবন্তী তথাচ মারুতপ্লবে । রমণান্তে নিশিপ্রাত র্ভবেৎতপ্ত শিখোপমা ॥ ১২৪

জ্বরেতে নাড়ী বক্ররূপে ধাবমানা হয় আর বায়ুপ্লবে রমণান্তে রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে নাড়ী তপ্ত শিখার তুল্য হয় । ১২৪

দ্রুতাচ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রপিত্ত জ্বরে ভবেৎ । শীঘ্রমাহননং নাড়ী কাঠিন্যাচ্চলতে তথা ॥ ১২৫

পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগতি, সরলা, দীর্ঘা ও শীঘ্র গতি হয়, কেহ কাহাকে হননার্থ যেমন ত্বরিত গমন করে সেইরূপ কাঠিন্য হইতে নাড়ী দ্রুত চলে । ১২৫

মলাজীর্ণেন নিতরাং স্পন্দনং পরিকীর্ত্তিতং । নাড়ীতন্তু সমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মদোষজা ॥ ১২৬

মলের অজীর্ণে নিয়ত নাড়ীর স্পন্দন হয় আর নাড়ীশ্লেষ্মা দোষ পূর্ণহইলে সুতার ন্যায় মন্দগতি, ও শীতলা হয়। ১২৬

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা। ঈষচ্চ দৃশ্যতে তূষ্ণা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা॥ ১২৭

বাতপিত্ত সম্ভবা নাড়ী চঞ্চল ও তরলগতি স্থূলা ও কঠিনা হয় ও বাত শ্লেষ্মার নাড়ী অল্প উষ্ণা, ও মন্দগতি হয়। ১২৭

নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দ শ্লেষ্মাতিবাতলং। রুক্ষবাত ভবেত্তস্য নাড়ীস্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা॥ ১২৮

অল্প শ্লেষ্মাতে ও প্রবল বায়ুতে নাড়ী নিরন্তর খর ও রুক্ষ বহে। রুক্ষবায়ুতে নাড়ী পিণ্ডাকার হয়। ১২৮

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা। স্থূলাচ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে॥ ১২৯

স্বাভাবিক বায়ুতে নাড়ীর গতি সূক্ষ্মা, স্থিরা মন্দা হয়। তীব্রমারুতে অর্থাৎ স্বভাবের বিপরিত বায়ুপ্রকোপে নাড়ী স্থূলা, অকোমলা ও দ্রুতগমনা হয়। ১২৯

মধ্যেকরে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা

ধ্রুবং। তদানূনং মনুষ্যাণাং রুধিরা পূরিতা মলাৎ॥ ১৩০

মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী সন্তাপিতা হইয়া বহিতে থাকে তবে তাহার দুষ্ট রুধিরের কোপ হয়। ১৩০

ঐকাহিকেনৈবচ নপ্রদূরে ক্ষণান্তগামা"বি-ষম জ্বরেণ। দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যে গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ॥ ১৩১

বিষম জ্বরে ও ঐকাহিক জ্বরে নাড়ী কোন স্থানে ক্ষণান্ত গামী হয় অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ব গতি করে আর যে দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চতুর্থকজ্বরে নাড়ী তপ্তা হইয়া ক্রমেতে ভ্রমপ্রায় ভ্রমণ করে। ১৩১

ক্রোধজে সঙ্গলগ্নাজ্ঞা সসঙ্গা কামজে জ্বরে। উষ্ণাবেগ ধরানাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে॥ ১৩২

ক্রোধজজ্বরে কোন কোন সময়ে আবর্জ্জিত দেহা নাড়ী অর্থাৎ শরীর ছাড়ার ন্যায় গতি করে কিন্তু কামজ জ্বরে যেন অন্য আর একটী নাড়ী যুক্তা হইয়া গতি করে ও বিষম জ্বরে নাড়ী উষ্ণা হইয়া শীঘ্র গমন বিশিষ্টা হয়। ১৩২

উদ্বেগক্রোধকামেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষুচ।

ভাবক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্য সত্ত-
মৈঃ ॥ ১৩৩

উদ্বেগ অর্থাৎ কাম, বৈরাগ্য, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা ও শ্রমেতে নাড়ীর ভাব ক্ষীণ হয় অর্থাৎ স্বভাবাবস্থা হইতে ক্ষীণ হইয়া গতি করে এই ক্ষীণতা কেবল কৃশতা দ্বারা হয় । ১৩৩

জ্বরেচ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী ।
জ্বরে কামার্ত্তরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শি-
রাঃ ॥ ১৩৪

জ্বরেতে স্ত্রীগমন করিলে নাড়ী ক্ষীণা অথচ মন্দ গমনা হয় এবং জ্বরেতে কামাতুর হইলে নাড়ী ইতস্ততঃ চপলা হয় । ১৩৪

ব্যায়ামে ভ্রমণেচৈব চিন্তয়া ধনশোক-
তঃ । নানা প্রকারগমনং শিরা গচ্ছতি
বিজ্বরে । ১৩৫

শ্রমে, ভ্রমণে, শাস্ত্রাদি চিন্তনে, ধনশোকে ও বিজ্বরে নানা প্রকার নাড়ীর গতি হয় যথা ক্ষণে ক্ষণে এক এক রূপে গতি করে । ১৩৫

অজীর্ণেন ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতোজ-
ড়া । প্রসন্নাতু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতাচ প্র-
বর্ত্ততে ॥ ১৩৬

অম্লাজীর্ণ পক্কাজীর্ণ উভয়েতেই নাড়ী কঠিনা আর দুই পার্শ্বে জড়া অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূতা ও প্রসন্না অথচ সময়ে সময়ে সুস্থির গতি হয় এবং কোন কোন সময় দ্রুতগতি আর কোন কোন সময় শুদ্ধা দোষ রহিতা ও অতি শীঘ্রা হইয়া গতি করে। ১৩৬

পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহে-
ত্তুযা। অসৃক্‌পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বী
নামা গরীয়সী॥ ১৩৭

পক্কাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীনা হইয়া মন্দ মন্দ গতি করে, রক্ত পূর্ণা হইলে ঈষদুষ্ণ, অন্নাজীর্ণ হইলে গুরুতরা ও স্থূল হয়। ১৩৭

সুখিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া চপলা ক্ষুধিত-
স্যচ। মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণ ধাতোশ্চ নাড়ী ম-
ন্দতরা ভবেৎ॥ ১৩৮

ভোজনাদি দ্বারা সুখিতনের নাড়ীর গতি স্থির ভাবে হয়, আর ভোজনাজীর্ণ সম্বন্ধে স্থূলা হয় ও ক্ষুধার্ত্তের নাড়ীচপলা হয়। ১৩৮

যাম্যনাসাপুটে যস্য বায়ুর্যাতি দিবা-
নিশং। তথাস্তমেবং তস্যায়ুঃ ক্ষিবে-
দব্দত্রয়েণহি॥ ১৩৯

যাহার দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি বায়ু বহে তাহার আয়ু ক্ষয় হইয়া তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ১৩৯

দ্ব্যহোরাত্রং ত্র্যহোরাত্রং বায়ুর্ব্বহতি সন্ততঃ। সার্দ্ধৈক মাসাত্তস্যাপি জীবিতং কিলহীয়তে॥ ১৪০

যাহার নাসাদি পুটদ্বারা দুই কিম্বা তিন দিবারাত্রি পর্য্যন্ত নিরন্তর বায়ু প্রবলরূপে বহে তাহার পঞ্চ চত্বারিংশদহোরাত্র থাকিয়া তদনন্তর মৃত্যু হয়। ১৪০

নরনাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরং। বায়ুশ্চেৎ সহসাক্রান্তি স জীবেদ্দিবসত্রয়ং॥ ১৪১

যে লোকের নাসিকা পুটদ্বয় দ্বারা নিরন্তর দশ দিবস বায়ু খরতররূপে বহে তাহার ত্রিদিবসান্তরে মৃত্যু হইবে। ১৪১

নাসাবর্ত্তদ্বয়ং হিত্বা বায়ুরুষ্মো মুখাদ্বহেৎ। সংশেদ্দিনদ্বয়াদর্ব্বাক্ জীবিতং তস্য নিশ্চিতং॥ ১৪২

নাসা পথদ্বয় ত্যাগ করিয়া উষ্মাযুক্ত বায়ু যদি মুখ প্রাপ্ত হইয়া বহে তবে দুই দিনের মধ্যে প্রাণনাশ হয়। ১৪২

সূর্য্যে সপ্তমরাশিস্থে জন্মসংস্থে নিশাকরে।

দংষ্টারস্তং পূর্ণকালেপ্যকালে তস্য না-
শিতাঃ ॥ ১৪৩

যেব্যক্তির জন্মরাশির সপ্তম স্থানে সূর্য্য অবস্থিতি করেন ও জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকেন তবে তার সেই অকালে কাল প্রাপ্ত হয়। ১৪৩

অকস্মাৎ বীক্ষিতে যজ্ঞে পুরুষং কৃষ্ণপি-
ঙ্গলং। তস্মিন ক্ষণে তদরুণাৎ স জী-
বেৎ বৎসরদ্বয়ং ॥ ১৪৪

অকস্মাৎ যজ্ঞ সময়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা উভয় বর্ণযুক্ত পুরুষ যথা অৰ্দ্ধ নারীশ্বর ও নৃসিংহাদি মূৰ্ত্তি দর্শন হয় তবে সে মৃত্যুমুখে নিপতীত হয়। ১৪৪

যস্য রেতো মলং মূত্রং ক্ষুতং যুক্তং মল-
স্তবা। ইহৈকদা ভবেৎ যস্য অব্দং ত-
স্যায়ু রিষ্যতে ॥ ১৪৫

যাহার বীর্য্যে, বিষ্ঠাতে, মূত্রে ও হাঁচির সহিত মলযুক্ত হয় অর্থাৎ স্বভাবের অন্যথা হইয়া এক কালে নানাপ্রকার দর্শন হয় সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ১৪৫

ইন্দুংনীলনিভং ব্যোম্নি নাগবৃন্দং যদী-
ক্ষতে। ইতস্ততঃ প্রসরণং যন্মাসং সতু
জীবতি ॥ ১৪৬

যেব্যক্তি আকাশে নীল আভাবিশিষ্ট চন্দ্রকে এবং ইতস্ততঃ বিস্তৃত সর্পসমূহকে দর্শন করে তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাস জীবিত থাকে। ১৪৬

সদাচোদর পূর্ণশ্চ বারীচ্ছাচ দিবানিশং।
প্রত্যক্তশ্চ চতুঃপঞ্চে পশ্চাৎ ষন্মাস জীবতি॥ ১৪৭

সর্ব্বদা জলাহারে উদর পরিপূর্ণ থাকে অথচ দিবারাত্রি জলপানে ইচ্ছা হয় সেই ব্যক্তির যদি মাস অতীত হয় তথাপি ষন্মাসে মৃত্যু হয়। ১৪৭

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণো স্ত্রীণি পদানিচ। আসন্ন মৃত্যুর্ণোপশ্যেৎ চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং॥ ১৪৮

অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুর পদত্রয় ও মাতৃমণ্ডল এই চারি প্রকার গতায়ু ব্যক্তি দর্শন পায় না। ১৪৮

বেত্তি নীলানি বর্ণস্য কট্বম্লল-বণস্যচ।
অকস্মাদন্যথাভাবং ষন্মাসেন হিমৃত্যুভাক্॥ ১৪৯

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্যের আস্বাদনের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ষন্মাসে মৃত্যু হয়। ১৪৯

সামর্থেবা নিধুবনে ধ্বান্তান্তে ক্ষোভি-
চেন্মনঃ । নিশ্চিতং পঞ্চমে মাসি ধর্ম্ম-
রাজাতিথির্ভবেৎ ॥ ১৫০

স্ব সামর্থে রমণী রমণান্তে যদি অন্ধকার দেখিয়া মনের ক্ষোভ হয় তবে সেই ব্যক্তি পঞ্চম মাসে ধর্ম্মরাজের অতিথি হয় । ১৫০

দ্রুতমারুহ্য শকটং স্ত্রীবৎ যস্যচ মস্তকং ।
প্রয়াতি যাতি তস্যায়ুষণ্মাসাচ্চ পরি-
ক্ষয়ং ॥১৫১

যাহার সন্মুখে অতি সত্বর গতিতে শকটারোহণে স্ত্রী-চিহ্নযুক্ত মস্তক বিশিষ্টা ব্যক্তি আইসে তাহার ষন্মাসে মৃত্যু হয় । ১৫১

প্রত্যূষেষ্বপি যস্যাশু হৃদয়ং যস্য শু-
ষ্যতি । চরণেচ করৌবাপি ত্রিমাসং তস্য
জীবনং ॥ ১৫২

প্রাতঃকালে যাহার হৃদয়, চরণ ও হস্ত শুষ্ক হয় সেই ব্যক্তি তিন মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । ১৫২

পৃথিবী দ্বি ভবেৎ যস্য পদং খণ্ডপদা-
কৃতিঃ । পার্শ্বেচ কুণ্ডমা বাপি পঞ্চ
মাসং স জীবতি ॥ ১৫৩

অকস্মাৎ বা স্বপ্নে যেব্যক্তি পৃথিবীকে দ্বিখণ্ড বা চতুর্থাংশের এক অংশ অথবা পার্শ্বদেশে কুণ্ডাকৃতি দেখে সে ব্যক্তি পাঁচ মাস জীবিত থাকে। ১৫৩

দেহঃ প্রকম্পতে দেবি দেহরন্ধ্রেপি নিশ্চলে। কৃতান্তদূতো বধ্বাচ চতুর্থেমাসিতং ব্রজেৎ ॥ ১৫৪

দেবি! যাহার অকস্মাৎ দেহ কম্পিত হয় করেন তাহাকে কৃতান্ত দূতে ধৃত করিয়া চতুর্থ মাসে লইয়া যায়। ১৫৪

নিজস্য প্রতিবিম্বং খনীরদাম্বুদবাদিষু। উত্তমাঙ্গং যো ন পশ্যেৎ ষণ্মাসেন বিনশ্যতি ।॥৫৫

যে নিজ প্রতিমূর্ত্তি ও মস্তক জলে দেখিতে না পায় তাহার ছয় মাসে মৃত্যু হয়। ১৫৫

দিবা বা তারকাশ্চন্দ্রং রাত্রৌ ব্যোম্নি বিতারকং। মতিভ্রংশেৎ স্খলেৎ বাণী ধনুরন্ধ্রং নবীক্ষতে। রাত্রৌ চন্দ্রদ্বয়ং বাপি রাত্রৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৫৬

যে দিবাতে আকাশে নক্ষত্র, রাত্রিতে আকাশ নক্ষত্রবিহীন দেখে যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ ও বাক্য স্খলিত হয়, আর

ধনু ও ছিদ্র দৃষ্ট হয় না, নিশাতে দুই চন্দ্র অথবা চন্দ্র সূর্য্য উভয়ই দেখিতে পায়। ১৫৬
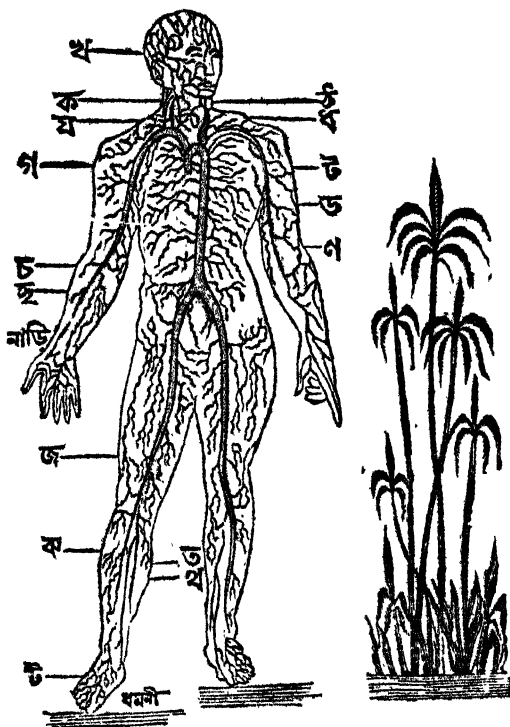
ইংরাজী মতে নাড়ী পরীক্ষা।

ডাক্তর গাই নামক জনৈক চিকিৎসক পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সুস্থ যুবার প্রতি মিনিটের নাড়ী স্পন্দনের সংখ্যার মধ্যম পরিমাণ দণ্ডায়মানাবস্থায় ৭৯,

যুগপচ্চ চতুর্দ্দিক্ষু শক্রকোদণ্ড মণ্ডলং ।
ভূধরো ভূধরাগ্রোবা গন্ধর্ব্বনগরালয়ং ।
দিবানিশি চন্দ্রশম্ভু এভ্যঃ পঞ্চত্বহে-
তবঃ ॥ ১৫৭

চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুমণ্ডল সহিত পর্ব্বত ও পর্ব্বতাগ্রে গন্ধর্ব্বগণের নগরালয়, দিবাতে চন্দ্র ও রাত্রে শম্ভুর আকৃতি দেখে তবে পঞ্চত্বের এই সকল কারণ হয় । ১৫৭

কারাবরুদ্ধশ্রবণং ন শৃণোতি নচধ্ব-
নিং । স্থূলং কৃশং কৃশং স্থূলং তদা
মাসানুবর্ত্ততে ॥ ১৫৮

যাহার অকস্মাৎ হস্ত অবরোধ হয় ও শ্রবণে শব্দ শ্রবণ হয় না এবং স্থূল ব্যক্তি কৃশ ও কৃশ ব্যক্তি স্থূল হয় তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে পঞ্চত্ব পায় । ১৫৮

উপবেশনাবস্থায় ৭০, শয়নাবস্থায় ৬৭, এবং সুস্থ যুবতী স্ত্রীলোকের দণ্ডায়মানাবস্থায় ৮৯, উপবেশনাবস্থায় ৮২, শয়নাবস্থায় ৮০ । ডাং গ্রেভ কহেন যে, সংস্থান পরিবর্ত্তনে যদি কোন দুর্ব্বল ব্যক্তির নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাহার হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ডের বামোদরের হাইপার্ট্রফি হইয়াছে জানিবেন ।

প্রত্যেক মিনিটে নাড়ীর গতি সংখ্যা ।

ভূমিষ্ঠকালীন ১৪০, শৈশবাবস্থায় ১২০-১৩০ বাল্যাবস্থায়

যো ন পশ্যেন্নিজচ্ছায়াং দক্ষিণাশাসমা-
শ্রিতাং। দিনানি পঞ্চ জীবাত্মা পঞ্চত্ব
ক্ষপয়াতি স ॥ ১৫৯

যে ব্যক্তি আপন ছায়া দক্ষিণদিকে সম্যক প্রকারে দেখিতে পায়না সে পাঁচ দিবস জীবিত থাকিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। ১৫৯

১০০, যৌবনাবস্থায় ৯০, প্রৌঢ়াবস্থায় (পুরুষ) ৭০-৭৫, প্রৌঢ়াবস্থায় (স্ত্রী) ৭৫-৮০, বৃদ্ধাবস্থায় ৭০, অতিবৃদ্ধাবস্থায় ৭৫-৮০।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই দুই জাতির পরস্পর নাড়ীর গতির কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। জীবনের প্রথমাবস্থায় উহাদিগের নাড়ীর গতির পরস্পর বিভিন্নতা তাদৃশ অনুভূত হয় না, কিন্তু প্রায় ১৮ বৎসর বয়সের পর পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে প্রায় ৬ হইতে ১৪ বার অধিক স্পন্দন হয়। গর্ভাবস্থায় সচরাচর নাড়ী কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল ও দ্রুতগতি হয়।

বয়সানুসারে প্রতি মিনিটে স্ত্রী পুরুষের নাড়ীর প্রভেদ।

পুরুষের ২-৭ বৎসর ৯৭। ৭-১৪,৮৩। ১৪-২১,৭৬। ২১-২৮,৭৩। ২৮-৩৫,৭০। ৩৫-৪২,৬৮। ৪২-৪৯,৭০। ৪৯-৫৬,৬৭। ৫৭-৬৩,৬৮। ৬৩-৭০,৭০। ৭০-৭৭,৬৭। ৭৭-৮৪,৭১ বার হয়।

স্ত্রীর ২-৭ বৎসর ৯৮। ৭-১৪,৯৪। ১৪-২১,৮২। ২১-২৮,৮০। ২৮-৩৮,৭৮। ৩৫-৪২,৭৮। ৪২-৪৯,৭৭। ৪৯-৫৬,৭৩। ৫৬-৬৩,৭৭। ৬৩-৭০,৭৮। ৭০-৭৭,৮১। ৭৭-৮৪,৮২ বার স্পন্দন হয়।

সপ্তম দিবসে উভয় লিঙ্গের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ১২৮।

প্রক্ষতে ভক্ষতে বাপি পিশাচ খররাক্ষসৈঃ। ভূতৈঃ প্রেতৈঃশ্বভিঃ খরৈর্গোমায়ু গৃধ্রশূকরৈঃ। শরভৈঃ শলভৈঃ শ্বেনৈরশ্বৈরশ্বতরৈর্ব্বকৈঃ। স্বপ্নে সংজীবিতং ত্যক্ত্বা বর্ষান্তে যমমীক্ষতে॥ ১৬০

যে বৃক্ষেতে ভক্ষা করে, অথবা পিশাচ, রাক্ষস, খরগস, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গাধা, শৃগাল, শূকর, উট, ফড়িঙ্গ, সচান পক্ষি, ঘোটক, অশ্বতর ও বক এই সকল স্বপ্নে দেখে সে জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসরান্তে যম দর্শন করে। ১৬০

গন্ধপুষ্পাংশুকৈঃশৌনৌ সংতনুভূষিতং নরং। যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে সোঽষ্টৌমাসনুজীবতি॥ ১৬১

চন্দনপুষ্প, বস্ত্র ও মাংসযুক্ত নিজশরীর ভূষিত স্বপ্ন সময়ে যে দর্শন করে সে অষ্ট মাসাবধি জীবিত থাকিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। ১৬১

প্রায় অন্য কোন কারণ অপেক্ষা শারীরিক শ্রম দ্বারা নাড়ী অধিক দ্রুতগতি হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে শারীরিক শ্রম দ্বারা নাড়ী অধিক দ্রুতগতি হইয়া থাকে, যেহেতু স্বভাবতঃ নাড়ী সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিক দ্রুতগতি থাকে।

পাংশুরাশিঞ্চ বল্মীকং যূপদণ্ড মথা-
পিবা। যোহবরোহতি নৌ স্বপ্নে স ষষ্ঠ
মাসি নশ্যতি॥ ১৬২

যাহার ধূলিসমূহ, উইপোকাকৃত মৃত্তিকাস্তম্ভ, যাগস্তম্ভ
ও যষ্টি এই সকল বস্তু স্বপ্নে দর্শন হয় তবে তাহার ছয় মাসে
মৃত্যু হয়। ১৬২

রাশভারূঢ় মাত্মানাং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ খণ্ডি-
তং। নিয়মানাং স্বমালয়ে স্বপ্নে প-
শ্যেৎ সপূর্ব্বষান্। স্বমনৌ সুতনৌ বা-
পি যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নগোচরে। হনানি
শুষ্ককাষ্ঠানি ষষ্ঠ মাসি ন তিষ্ঠতি॥ ১৬৩

যে লোক আপন আত্মাকে গর্দ্দভারোহণে, তৈলভ্যাঙ্গ
ও ছিন্নাঙ্গ এই নিয়মে স্বালয়ে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করে ও পূর্ব্বোক্ত

পিত্ত প্রধান ধাতু অপেক্ষা রক্ত ও স্নায়ু প্রধান লোক-
দিগের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা অধিক, পেশী চালনার সময়ে
প্রথমে নাড়ীর সংখ্যা অধিক হইয়া পরে কম হয়, তামাক
বা মদ্য পানে নাড়ী চঞ্চল হয়, ক্রোধ ও ভয়ে নাড়ীর সংখ্যা
অধিক হয় ও মানসিক নিস্তেজস্কতায় অল্প হয় এবং শয়না-
বস্থায় ৬৭, দণ্ডায়মানাবস্থায় ৭৯ এবং উপবেশনে স্পন্দন
সংখ্যা ৭০ বার হয়।

গাধারোহণে শমন কিম্বা শমন পুত্রকে ও ছিন্নকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ স্বপ্নে দেখে তবে সেই লোকের ছয় মাসে মৃত্যু হয়। ১৬৩

লৌহ দণ্ডধরং কৃষ্ণং পুরুষং কৃষ্ণপিন্ধনং। স্বয়ং অগ্রস্থিতে পশ্যেৎ সোপি মৃত্যুঃ প্রজায়তে ॥ ১৬৪

যে বেক্তি লৌহ দণ্ডধারি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান ও স্বয়ং অগ্রস্থিত স্বপ্নে দেখিতে পায় তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়। ১৬৪

কালীং কুমারীং যঃ স্বপ্নে বন্ধীয়াৎ বহুপাশকৈঃ। সমাসেন সমীক্ষাত নগরী শমনোষিতাং ॥ ১৬৫

যে ব্যক্তি বহু রজ্জুতে বন্ধন কৃষ্ণাঙ্গ কুমারিকে স্বপ্নে দর্শন করে সে এক মাসের মধ্যে শমন নগরে গমন করে। ১৬৫

নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ধামনিক উত্তেজনা বা প্রদাহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধমনির স্পন্দন সংখ্যা পর্য্যায়ক্রমে সুসম্পন্ন না হইয়া মধ্যে২।১বার বিলুপ্ত থাকে তবে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে কোন প্রকার শোণিতের রুদ্ধ, এয়োয়ারটিক য়্যানিউরিজম, এবং মস্তিষ্কীয় পীড়া ইত্যাদি প্রকাশ পায়, ও কখন কখন অজীর্ণ ব্যাধি, উদরাধ্মান এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দুর্ব্বলতা ইত্যাদি সামান্য কারণেও প্রকাশ পায়, নাড়ীর দ্রুতগতী হইতে স্নায়ু ঘটিত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, যখন

নরো যো বানরারূঢ়ে প্রয়াতে প্রতীচিদি-
শং । স্বপ্নোঽহ্নেন পঞ্চমেন পশ্যেৎ সং-
যমনীপুরী ॥ ১৬৬

যে মনুষ্য স্বপ্নে বানরারূঢ় হইয়া পশ্চিমদিকে গমন করে সে পঞ্চম দিবসে সঞ্জীবনীপুরে গমন করে । ১৬৬

কুপনোঽপিবেদান্যপি বদান্য কুপনা
যদি । প্রযাতি বিকৃতিস্যাত্তু পঞ্চত্বমুপ-
তিষ্ঠতি ॥ ১৬৭

কেহ কুপোদক পান ও অন্যকে দান অথবা পবিত্র স্থানে বিকৃত দর্শন করে তবে তাহা পঞ্চত্বের কারণ হয় । ১৬৭

নাড়ীর স্পন্দনতা ও বেগ পর্য্যায়ক্রমে সমান থাকে না তখন নাড়ীর,রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের, শ্বাসপ্রশ্বাসের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিকার অনুভূত হয় । যখন নাড়ী স্থূলতা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা প্লিথরা বা রক্তাধিক্যাবস্থায় দেখা যায়, সূত্রবৎ নাড়ী রক্তস্রাব ও নানা প্রকার দৌর্ব্বল্য রোগে দেখা যায় । তারবৎ নাড়ী পেরিটোনাইটিশ রোগে প্রকাশ পায়,কোমল নাড়ী অর্থাৎ যাহা অঙ্গুলিতে চাপিত হয় তাহা শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রবল লক্ষণ এবং যদি নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা দ্বিগুণতর ও কঠিন হয় এবং যদি জ্বরে ইহা প্রকাশ পাইয়া ২৪ ঘণ্টা সমভাবে থাকে তবে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই কিন্তু যদি ঐ সময়ে নাসিকাদি হইতে রক্ত স্রাব হয় তবে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে ।

দেবমধ্যে করং শুক্র সোমচ্ছায়া মলি-
নতা। যোহি পশ্যেৎ যদি দৈবাৎ ন
জীবেদ্বৎসরাৎ পরং॥ ১৬৮

দেবতার মধ্যে শুক্র চন্দ্রের ছায়াকে মলিনতা করেন ইহা যে ব্যক্তি দর্শন করে সে এক বৎসরের উর্দ্ধ প্রাণ ধারণ করেনা। ১৬৮

অরশ্মি বিম্ব সূর্য্যস্য বহ্নিচৈবং সুমলিনঃ।
জাতকা দশমাসস্তু নচোর্দ্ধং নতু জী-
বতি॥ ১৬৯

রশ্মিহীন নানা বিম্বযুক্ত সূর্য্য ও মলিনতাযুক্ত অগ্নি দেখিলে দশ মাসের উর্দ্ধ বাঁচে না। ১৬৯

কৈশিক নাড়ী।—চর্ম্ম অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া ছাড়িলে ঐ স্থান যদি প্রথমে শ্বেতবর্ণ পরে শীঘ্র পূর্ব্ববৎ হয় তবে জানিবে যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুস্থ ও বলবতী আছে। কিন্তু যদি ঐ শ্বেতবর্ণ শীঘ্র বিলুপ্ত না হয় তবে রক্ত সঞ্চালনের স্বাস্থ্যতার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু যদি ঐ চাপিত স্থানের রক্ত তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করে ও সেই স্থান অধিক লাল হয় তবে তথায় রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু যদি ঐ চাপিত স্থানের কিছু মাত্র প্রভেদ না হইয়া পূর্ব্বমত থাকে তবে জানিবে যে কৈশিক নাড়ীর রক্ত নির্গত হইয়া ত্বকের নীচে সঞ্চিত হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকদিগের

হন্যত্যে কাকপোত্তিভিঃ পাংশুবর্ষেণবা পুনঃ। স্বচ্ছায়া মন্যথা দৃষ্টা যস্ত প-ঞ্চম জীবতি ॥ ১৭০

কাকের বিষ্ঠার ন্যায় ও ধুলি বর্ষণের ন্যায় যে লোক বিষ্ঠা ত্যাগ করে অথবা স্বচ্ছায়ার অন্যথা দেখে সে পাঁচ মাসের অধিক জীবিত থাকেনা। ১৭০

অনিদ্রাং বিদ্যুতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দি-শিনাং স্থিতাং। তদেকোপি ধনুর্ব্বাপি জীবিতঞ্চ ত্রিমাসকং ॥ ১৭১

অনিদ্রাতে দক্ষিণাংশে বিদ্যুৎ দর্শন ও একটি ধনুক দর্শন করিলে তিন মাস জীবিত থাকিয়া মৃত্যু হয়। ১৭১

কৈশিক নাড়ীর রক্ত সঞ্চালন। রীতিমত না হওয়াতে ত্বকস্পর্শে শীতল ও দৃশ্যে কেঁকাসেবর্ণ হয়।

দৌর্ব্বল্যকর রোগ যথা এনিমিয়া ও ক্লোরাসিস রোগে ইহা দেখা যায়।

শিরা—শিরার রক্ত সঞ্চালনের দিকে চাপিলে যদি সেই শিরা শীঘ্র অতি স্ফীত হয় তবে শরীরে অধিক রক্ত আছে জানা যায়। কোনং শিরা কখন ধমনীর ন্যায় স্পন্দন হয়।

ঘৃতংতৈলং দর্পণঞ্চ তোয়েবা তনুবা-
নরীং। যঃ পশ্যেৎ শিরসস্কন্ধং মাসা-
দূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ১৭২

যে ঘৃত, তৈল, দর্পণ ও জলে বানরীর শরীর অথবা শিরোহীন স্কন্ধ দর্শন করে সে এক মাসের উর্দ্ধ বাঁচে না। ১৭২

যস্য বস্ত্রে স্বরেগন্ধং গাত্রে বাননয়োরপি।
তস্যার্দ্ধ মাসিকং জ্ঞেয়ং যোগীনাং নিজ
জীবনং॥ ১৭৩

যাহার বস্ত্রে কণ্ঠস্বরে গাত্রে ও মুখাদিতে গন্ধযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি যোগী হইলেও অর্দ্ধ মাস জীবিত থাকিয়া পরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ১৭৩

যস্যবৈম্লান মূর্দ্ধস্য কূপোপম বিশুষ্যতি।
পতীতস্য জলং পেয়ং দশাহং সোপি
জীবতি॥ ১৭৪

যে ব্যক্তির অবসাদ হইয়া ক্রমে কূপের ন্যায় মুখ শুষ্ক হয় ও পতীত হইয়া জল পান করে সে ব্যক্তি দশ দিবস পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে। ১৭৪

শক্য বানরোযানস্থো যোগস্তু দক্ষিণা-
দিশাং। স্বপ্নে প্রয়াতি তস্যাপি ন মৃ-
ত্যু মুহুর্ঃমুঞ্চতি॥ ১৭৫

স্বক্ষমতায় বানর আরোহণে দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিতেছে যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে তাহার মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যু হয়। ১৭৫

লগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে দৃশ্যমানং মহাবলং।
একদ্বাবহ্নিবদন্তং বিদ্যাৎমৃত্যু উপস্থিতং ॥১৭৬

মহাদেব আয়ুস তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে যে ব্যক্তি স্বপ্নে উলঙ্গ, লজ্জাহীন মহাবলী পুরুষকে দেখে তাহার এক বা দুই দিবসে মৃত্যু হয়। ১৭৬

কেশাঙ্গারাস্তথা ভস্ম শুষ্ক গান তথা নদী। দৃষ্টা স্বপ্নে দশাহেতু মৃত্বৈকাদশকেদিনে ॥ ১৭৭

চুল অঙ্গারভস্ম শুষ্ক গামিনী নদী স্বপ্নে দেখিলে দশ-দিবস অতীত হইয়া একাদশ দিবসে মৃত্যু হয়। ১৭৭

সূর্যোদয়ে শিবা যস্যাক্রোশমায়াতি সন্মুখং। বিপরীতং পুরীষংবা সদ্য মৃত্যু সগচ্ছতি ॥ ১৭৮

সূর্যোদয় কালে শৃগাল সন্মুখে আইসে অথবা যাহার অতিশয় বিষ্ঠা নির্গত তাহার সদ্য মৃত্যু হয়। ১৭৮

যস্যবৈভুক্তমাত্রস্য জাঠরে বর্দ্ধতেক্ষুধা।
যায়তে দন্তবর্ষশ্চ স গতায়ুর্নসংশয়ঃ ॥ ১৭৯

আহারান্তে যাহার অত্যন্ত ক্ষুধা হয় তাহার বৎসরান্ত না হইতে মৃত্যু হয় । ১৭৯ ।

শক্রায়ুধং চার্দ্ধরাত্রে দিবা গ্রহণকন্তথা ।
দৃষ্টমন্যেতঃ সংক্ষীণমায়ুর্জ্জীবিত মাত্ম-
বিৎ ॥ ১৮০

অর্দ্ধরাত্রে ইন্দ্রধনু দর্শন দিবাতে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন এই প্রকার দেখিলে আয়ুক্ষয় হয় । ১৮০

নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োরপি উন্নতিঃ।
নেত্রে বাস্পসরেং যস্য তস্মৈবমেব
উন্নতিঃ ॥ আরক্তমেতিমুখঞ্চ জিহ্বা কূপ-
নয়ো যদা । তদা প্রাজ্ঞ বিজানীয়াৎ
মৃত্যুমাসকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮১

নাসিকার বক্রতা, কর্ণের উন্নতি, নয়নে বাস্প নিঃসরণ ও উন্নতি, রক্তবর্ণ মুখ ও জিহ্বার হ্রাসতা যাহার এই সকল চিহ্ন হয় তাহার মৃত্যু একমাসের মধ্যে হয় । ১৮১

পিধায় কর্ণনির্ঘোব ন শৃণুত্ব নিরন্তরং ।
নশ্যয়ে চক্ষুষোর্জ্জ্যোতি যস্য আসন্ন
জীবতি ॥ ১৮২

কর্ণে সর্ব্বদা শব্দ বোধ হইয়া নিরন্তর শুনিতে পায় না ও চক্ষুর্জ্যোতি নাশ হইলে মৃত্যু হয় । ১৮২

দীপনির্ব্বাণ গন্ধস্য সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীং।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥ ১৮৩

দীপ নির্ব্বাণ, গন্ধ, সুহৃদ্ব্যক্তির বাক্য ও অরুন্ধতী নক্ষত্র এই কএকটী দ্রব্য যে ব্যক্তি আঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন না পায় তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে। ১৮৩

এবং সংখ্যাদিভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। স্বর্গেপি দুর্ল্লভাবিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ১৮৪

এইরূপে সংখ্যা ভেদাদিতে পণ্ডিতেরা নাড়ী জানিয়াছেন, এই বিদ্যা স্বর্গেও দুর্ল্লভ ও অত্যন্ত গোপনীয়। ১৮৪

জিহ্বা পরিক্ষাম ব্যাখ্যাস্যামঃ।

জিহ্বাপীতা খরস্পর্শা স্ফুটিতামারুতাহধিকা। রক্তাশ্যাবা ভবেৎ পিত্তে কফে-

---

ইংরাজী মতে জিহ্বা পরীক্ষা।

জিহ্বাতে যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায় তাহার দ্বারাও রোগ নির্ণয় করা যায়।

বর্ণ—শরীরে অধিক রক্ত হইলে জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়, এনিমিয়া, অধিক রক্ত ক্ষয়, প্লীহারোগ ও অন্যান্য পুরাতন দৌর্ব্বল্যজনক রোগে জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ হয়, তালু, টনসিল, ফ্যারিংসের প্রদাহ ও অন্যান্য এক্জ্যান-

শুক্লাঘনাদ্রবা ॥ কৃষ্ণাবিশা কটাসূক্ষ্মা
সান্নিপাতাত্মিকা তুসা । মিশ্রিতে মিশ্রিতং

থিমেটা রোগে সমস্ত জিহ্বা অতিশয় রক্ত বর্ণ হয়, পাকস্থলী সম্বন্ধীয় পৈত্তিকজ্বরে ও কঠিন অজীর্ণ রোগে কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ ও ধার রক্তবর্ণ হয় । • পাকস্থলী বা অন্ত্রের প্রদাহে জিহ্বার সমস্ত অংশ বা অগ্রভাগ এবং পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল বর্ণ হয়, উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের উত্তেজনায় উহা কাঁচের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গলাভ্যন্তরের প্রদাহে গাঢ় রক্তবর্ণ হয় । ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাতে অল্প নীলী বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, বালকদিগের থ্রস (Thrush) নামক রোগে, যুবা দিগের ক্ষয়কাশির ও অন্যান্য প্রকার পীড়ার শেষাবস্থায় জিহ্বায় য়্যাপথী (Apthae) নামক এক প্রকার ক্ষত হয় ।

প্রদাহ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনা, মস্তিষ্ক ও তাহার আবরক সম্বন্ধীয় পীড়া, নানাবিধ জ্বর ও একিউট এবং সাংঘাতিক রোগে জিহ্বার উপর এক প্রকার পর্দ্দা (Fur) পড়ে যাহা সকল সময় সমান থাকে না । জ্বরের য়্যাকিউট্‌ অবস্থায় কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে কোন প্রদাহ না থাকিলে সেই ফর শ্বেতবর্ণ, স্থূল, আর্দ্র ও সমরূপ বিস্তৃত হয় ।

জ্বরের শেষাবস্থায় ঐ ক্লেদপুরু ও কটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, জ্বরের টাইফয়েড অবস্থায় পুরু ও শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বামল, ও দন্তমূলের নিকট কৃষ্ণবর্ণ সরডিস জন্মায় ।

কিন্তু যকৃতের পীড়া ও তদানুসঙ্গিক রক্তে অধিক

জ্ঞেয়ং লিপ্তা লক্ষণবর্জ্জিতা। মনুষ্যাণাং
ভবেদ্ঘোরা জিহ্বাবিষ বিসর্পিণী॥ ১৮৫

পিত্ত সঞ্চিত হইলে উহা পীতবর্ণ হয়। শারীরিক জীবনী শক্তির অত্যন্ত হ্রাস ও তৎসঙ্গে রক্ত বিকৃত হইলে সেই ফর কটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। কখন কখন শ্বেতবর্ণ ফরের নীচে রক্ত বর্ণ ও স্ফীত প্যাপিলি সকল উচ্চ হইয়া উঠে, এবং যতই ফর দূরীভূত হয় ততই সেই প্যাপিলি স্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং জিহ্বা সকণ্টক ও দেখিতে তুতফলের ন্যায় হইয়া থাকে। স্কার্লেট্ ফিবারে জিহ্বা সচরাচর এই রূপ হয়।

অপরিমিত মদ্যপায়ীদিগের জিহ্বা সদা অতিশয় ফাটাযুক্ত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ হেতু জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ লেপযুক্ত হয়।

ফর বিশিষ্ট জিহ্বা কিরূপে পরিষ্কার হয় তাহা দেখিয়া রোগের ভাবিফল অনেক স্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফর্ অল্পে অল্পে জিহ্বার অগ্রভাগ ও ধার হইতে দূরীভূত ও ক্রমশঃ পাতলা হওয়া শীঘ্র আরোগ্য হইবার লক্ষণ। কিন্তু যদি জিহ্বার মধ্যস্থল বা মূল হইতে সেই ফর্ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয় ও ঐ পর্দ্দার কিয়ৎপরিমাণ একেবারে উঠিয়া যায়-তবে সেই স্থান মসৃণ ও রক্তবর্ণ দেখায় তাহা হইলে সেই রোগ প্রায় শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

কখন কখন জিহ্বা একেবারে সংপূর্ণরূপে পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বে সেই ফর্ পুনঃ পুনঃ উঠে ও সঞ্চিত হয়। এইরূপ হইলে রোগীর ভাবিফল নির্ণয় করা অত্যন্ত সুকঠিন। কিন্তু

বাতজ্বর রোগে জিহ্বা পাতলা ও গোজিহ্বাবৎ হয় এবং রোগী বোধ করে যেন তাহার জিহ্বা স্ফুটিত হইতেছে।

যদি সেই জ্বর শীঘ্র দূরীভূত হওয়াতে জিহ্বা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল, ফাটা বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে রোগী প্রায় রোগ হইতে মুক্ত হয় না।

আর্দ্রতা-সুস্থাবস্থায় জিহ্বা সদা আর্দ্র থাকে, প্রদাহ এবং জ্বরে জিহ্বা প্রায় সর্ব্বদা নীরস থাকে। জ্বরাদি রোগে শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইতে আরম্ভ হইলে পীড়ার উপশম হইতেছে বলিতে হইবেক।

আস্বাদন—আস্বাদন শক্তি কখন কখন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। হিসটীরিয়া হিপোক ন্ড্রিয়েসিস্, প্রভৃতি স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল। জ্বর, গ্যাষ্ট্রাইটীস্, গ্যাষ্ট্রোএণ্টনাইটীস, অজীর্ণতা, কেটার ও ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা, প্রভৃতি পীড়াতে আস্বাদন শক্তির ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু ঐ সকল রোগে উহা শীঘ্র পুনঃ প্রকৃতিস্থ হওয়া অতি সুলক্ষণ জানিবে। সংন্যাস্ ও কোন কোন মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় রোগে এই শক্তির একবারে অভাব হইলে আরোগ্য হইবার সময় যদি উহার পুনরাগমন না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল রোগ পুনর্ব্বার হইবার সম্ভাবনা। পরিপাক যন্ত্র, জরায়ু, ফুসফুস্, স্নায়ু মণ্ডল সম্বন্ধীয় অনেক পীড়ায় বিকৃত আস্বাদন একটী অতি সাধারণ লক্ষণ। কোন কোন রোগে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য আস্বাদন হীন বোধ হয়, যথা কেটার।

পিত্তজ্বরোগে জিহ্বা রক্ত বর্ণ হয়। কফজরোগে জিহ্বা শুক্ল বর্ণ ঘোটা ও জলযুক্ত হয় সান্নিপাতিক রোগে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত হয়া টাকরায় যায় আর কটাবর্ণ ও সূক্ষ্ম হয়।

কখন বা আস্বাদন তিক্ত হয়, যথা যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় যেমন পাণ্ডুরোগে হইয়া থাকে। কখন বা আস্বাদন লবণাক্ত হয়, যথা ক্ষয়কাশে। কখন বা উহা পিউট্রীড্ বা গলিত হয়, যথা ফুস্ ফুসে গ্যাংগ্রিন হইলে। কখন কখন আস্বাদন আম্রবৎ ধাতব হয় যথা, পারদ প্রভৃতি ব্যবহারে হইয়া থাকে। যে কারণবশ-তই হউক জিহ্বা শুষ্ক এবং লেপযুক্ত হইলেই আস্বাদের স্বল্পতা হয়। জ্বরে, অজীর্ণে এবং অত্যন্ত মান-সিক চিন্তায়, ও কখনং বিনা কারণে প্রত্যুষে মুখে তিক্তাস্বাদ হয়। কখন কখন অজীর্ণে গলিত ডিম্ববৎ, আস্বাদ হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলের, পরিপাক যন্ত্রের, ফুস্ফুসের, এবং জরায়ুর পীড়ায় বিকৃতাস্বাদ একটি সাধারণ লক্ষণ বলিতে হইবে।

আয়তন—জিহ্বার প্রদাহে, মুখমণ্ডলের কোন দুরূহ পীড়ায়, এবং পারদ সেবনে লালা নির্গমন কালে জিহ্বার আয়তন বৃদ্ধি হয়। দৌর্ব্বল্যকর পীড়া প্রযুক্ত শরীর শীর্ণ হইলে উহা খর্ব্ব হইয়া থাকে। কোন কারণ বশতঃ স্ফীত হইলে উহার গাত্রে দন্তচিহ্ন থাকিতে পারে।

আকৃতি—কোন প্রকার উত্তেজনা হেতু জিহ্বা ক্ষুদ্র এবং উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ন হয়। দৌর্ব্বল্যকর পীড়ায় উহা প্র-শস্ত এবং কোমল হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ্বরোগে এই সকল মিশ্রিত লক্ষণ হয় ও জিহ্বা ভয়ানক লম্বা হয় মুখ হইতে বহির্গত বা উল্টীয়া যায় অথবা বিকার হয় তাহাতে প্রায় রক্ষা পায় না । ১৮৫

অথাতো মূত্র পরীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

রোগার্থমূত্রে মুচিভাজনস্থে তৈলং নি-
ষিক্তং কিল বিন্দুমাত্রং । বিষারি বি-
স্ফোটি ঘনং নিমগ্নং বাতেতি পৈত্তেতি
কফে ত্রিদোষে ॥

বাতেন পাণ্ডু বিণ্মূত্রং সফেনং কফরো-
গিণাং । রক্তবর্ণ ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে
তত্র মিশ্রিতে । কৃষ্ণাভং সন্নিপাতেস্যাৎ
মূত্র বর্ণমিতিস্মৃতং ॥

পূর্ব্বস্যাং বর্দ্ধতে বিন্দু রচিরাৎ সুখমে-
ধতে । দক্ষিণস্যাং তথাজ্ঞেয়ং আরো-
গ্যঞ্চ ক্রমাদ্ভবেৎ ॥

পশ্চিমে ভ্রমতে বিন্দুঃ সুখারোগ্যং প্রচ-
ক্ষতে । উত্তরেচ তথারোগ্যং জানী-

সন্তাপ—মূর্চ্ছনা, এপ্‌নিয়া, বা ওলাউঠা পীড়ায় জিহ্বা সচরাচর অতি শীতল হয় । রক্তাধিক্য বা প্রদাহে উহার সন্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

য়াং ব্যাধি পীড়িতং ॥
ঐশান্যাং বর্দ্ধতে বিন্দুঃ জ্বরী মাসি বিন-শ্যতি। আগ্নেয়াঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং নৈঋ-ত্যাং প্রসরেদযদা ॥

মূত্র পরীক্ষা।

মূত্রের স্বাভাবিক বিশেষ গুরুত্ব ১০০৩ হইতে১০৩০ কারণ জলীয় দ্রব্য পানে ইহা১০০৩হইতে১০০৯হয় এবং অন্ন*ভোজ-নের পর ১০৩০ হয়। প্রাতঃকালের প্রস্রাবের গুরুত্ব ১০১৫-১০২৫এবং২৪ঘণ্টার একত্রের১০১৫-১০২০। এক জনসুস্থ যুবার প্রস্রাব সমস্ত দিনে প্রায়২০-৫০ঔন্স অর্থাৎ১০ হইতে ২৫ ছটাক হয়। যে যন্ত্র দ্বারা ইহার বিশেষ গুরুত্বের (Specific) পরিমাণ জানা যায় তাহাকে মূত্রমান যন্ত্র। (Urino-meter) কহে।

মূত্রে অধিক ইউরিয়া থাকিলে উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, এবং ইহাতে সমানাংশ নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে নাই ট্রেট অব ইউরিয়ার ঘন বিষম চতুরস্র অস্থ সকল দৃষ্ট হয়। জ্বরাদি রোগে ইউরিয়া বৃদ্ধি হয়।

মূত্রে ইউরিক য়্যাসিড থাকিলে নীলবর্ণ কাগজ অধিক লাল হয় এবং অল্প নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিলে অধিক পরিমাণে ইউরিক য়্যাসিডের অস্থ নিম্নস্থ হয়।

মূত্রে য়্যালবুমেন থাকিলে উহাতে১৭0ডিগ্রি বা অধিক সন্তাপ দিলে য়্যালবুমেন শীন হইয়া অধঃস্থ হয়। মূত্রেআর্থি ফস্ফেট

বিচিত্রঞ্চ ভবেৎ পশ্চাৎ ধ্রুবং মরণ মা-দিশেৎ। বায়ব্যাং প্রসরেদ্বিন্দুঃ সুধারিতং বিনশ্যতি ॥

থাকিলেও উষ্ণতা দ্বারা তাহা অধঃস্থ হয় কিন্তু উহাতে যবক্ষার দ্রাবক দিলে কেবল অধঃপাতিত ফস্ফেট দ্রবীভূত হয়।

মূত্রে নাইট্রেট অব মার্করির সলিউসন দিয়া উত্তাপ দিলে য়্যালবুমেন থাকিলে তাহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে মিলন্স টেষ্ট (Millon's Test) কহে।

মূত্রে পিত্তের পরীক্ষা—মূত্রে য়্যালবুমেন থাকিলে তাহা অগ্রে পৃথক করিবে। মূত্রে ২। ৩ গ্রে। চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঐ মূত্রে দুই তৃতীয়াংশ নির্জ্জল গন্ধক দ্রাবক দিলে যদি ঐ মূত্র পিত্ত মিশ্রিত থাকে তবে ঐ মূত্র ভাইয়লেট রেডবর্ণ হয়, এবং উহাতে উষ্ণতা সংলগ্ন করিলে অধিক রক্ত বর্ণ হয়। অথবা মূত্রে ১ বিন্দু জল মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক (১ অংশ দ্রাবক ৪ অংশ জল) ও চিনির পানা। (চিনি ১০জল ১০০অংশ) মিশ্রিত করিয়া সন্তাপ দিলে পিত্তযুক্ত মূত্র ভাইয়লেট বর্ণ হয়। ইহাদের পেটেনককার্স টেষ্ট (Patten kofer's Test) কহে। মূত্রে ২।৪ বিন্দু রক্তের সিরম, অণ্ডেরশুভ্রাংশ বা অন্য কোন য়্যালবুমেন যুক্ত বস্তু দিয়া পরে কিছু যবক্ষার দ্রাবক দিলে য়্যালবুমেন অধঃস্থ হয়, এবং পিত্ত থাকিলে ঐ অধঃপাতিত দ্রব্য হরিত বা নীল বর্ণ হয়। ইহাকে হ্যালার্স টেষ্ট (Haller's Test) বলে।

ভাষতে মজ্জতে বিন্দুর্দ্রবতে যঃ পুনঃ পুনঃ। মৃতবদপি রোগীতু জীবতি নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮৬

নূতন সরাতে রোগীর মূত্র ধরিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। রোগীর বায়ুজ ব্যাধি হইলে তৈল সরিয়া

একটী চ্যাপটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মূত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে ৫।৬ ফোঁটা যবক্ষার দ্রাবক দিলে যদি ঐ মূত্র পিত্ত মিশ্রিত থাকে তবে ইহা পর্য্যয়ক্রমে হরিৎ, হরিদ্রা, ভাইয়লেট ও গোলাপী বর্ণ হয়। ইহাকে মেলিনসটেষ্ট Meline's Test বলে।

মূত্রে ক্লোরাইড পরীক্ষা-মূত্র একটী কাঁচের নলে রাখিয়া তাহাতে উহার এক ছয় অংশ নির্জ্জল নাই ট্রীক য়্যাসিড মিশ্রিত করিয়া পরে ৮।১০ বিন্দু নাইট্রেট অব সিলভর সোলিউসন প্রক্ষেপ করিবেক, যদি উহাতে কোন দ্রবশীল ক্লোরাইড থাকে তবে তাহার ক্লোরিন্ সিলভারের সহিত যোগ হইয়া ক্লোরাইড্ অব সিলভার রূপে অধঃপতিত হয়, কিন্তু ক্লোরাইড না থাকিলে, ঐ মূত্র পরিকার থাকে।

জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়ায় মূত্রের এক্সট্র্যাক্টিব ও কলারিং ম্যাটারের আধিক্য হয়। এরূপ হইলে ঐ মূত্র স্বভাবিক অপেক্ষা গাঢ় য়্যাম্বার কলার হয় এবং উহাকে অধিক উষ্ণ করিয়া উহাতে অল্প হাইড্রক্লোরিক য়্যাসিডমিশ্রিত করিলে, রক্ত বর্ণ হয় এবং পরে ঐ মূত্র শীতল হইলে উহার নিচে, নীলের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ সেডিমেণ্ট পড়ে।

বেড়ায়, পিত্তজ ব্যাধি হইলে বিন্দু বিন্দু হইয়া ছড়িয়া পড়ে, কফজ রোগে তৈলবিন্দু ঘন হইয়া স্থির থাকে, সন্নিপাত রোগে তৈলবিন্দু ডুবিয়া পড়ে ও ভাসিয়া উঠে, বায়ুরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তরোগে রক্তবর্ণ, কফরোগে ফেনযুক্ত, দ্বন্দ্বজে

শর্করা পরীক্ষা-(১) পটাস পরীক্ষা-যে নলীতে মূত্র পরীক্ষা করা যায় তাহাতে অর্দ্ধেক মূত্র ও অর্দ্ধেক লাইকর-পটাস মিশ্রিত করিয়া ফোটাইলে উহা ঘোর পিঙ্গল বর্ণ হয়, কিন্তু শর্করা না থাকিলে উহা অল্প ঘোর হয়। ইহাকে মুরস টেষ্ট (Moore's Test) কহে। (২) তাম্র পরীক্ষা—পরীক্ষা নলীতে অল্প পরিমাণে মূত্র লইয়া উহাতে ৩।৪ বিন্দু তুঁতেরজল মিশ্রিত করিলে যখন ঐ মূত্র ঈষৎ নীলবর্ণ হয় তখন উহাতে অল্প ২ করিয়া অর্দ্ধেক পরিমাণে লাইকর পটাসী দিলে ঈষৎ নীলবর্ণ অকসাইড্‌ অব কপার অধঃ পতিত হইবে, যদি উহাতে শর্করা থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার দ্রব হইয়া নীল বেগুণে বর্ণ হইবে। ঐ মিশ্রিত মূত্রে সন্তাপদিলে ঈষৎ পীত পিঙ্গল বর্ণ সব অকসাইড্‌ অব কপার অধঃ পতিত হয়, কিন্তু যদি শর্করা থাকে তবে কৃষ্ণবর্ণ অকসাইড অব কপার অধঃ পতিত হয়। ৩। *অন্তরুৎসেক পরীক্ষা (Fermentation Test) পরীক্ষানলী মূত্রে পরীপূর্ণ করিয়া উহাতে কয়েক বিন্দু ইয়েষ্ট বা সুরামণ্ড মিশ্রিত করত কোন পাত্রে মূত্র রাখিয়া তাহাতে ঐ নলী উপুড় করিয়া রাখিবেক, পরে ঐ নলী সহিত পাত্র কোন উষ্ণ স্থানে (৭০ বা ৮০ ডিগ্রি উষ্ণ) ২৪ ঘণ্টা সুস্থির ভাবে রাখিলে ঐ

মিশ্রিত বর্ণ, ও সন্নিপাতে কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তৈলবিন্দু যদি মূত্র হইতে পূর্ব্বদিকে যায় তবে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়, দক্ষিণে যাইলে ক্রমশঃ আরোগ্য হয়, পশ্চিমে গমনে অল্প

মূত্রের শর্করা য়্যালকহল ও কারবনিক এসিডে পরিণত হইবে এবং উক্ত এসিড বিম্বরূপে উপরে উঠিবে এবং ঐ সময় উহার উপর সরের ন্যায় যে এক পদার্থ থাকে তাহা অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য ইউরিটলি দেখা যায়।

৪।—মনিনেজটেষ্ট (Maumene's Test) বাইক্লোরাইড্ অব টিনের সোলিউস্যনে (বাইক্লোরাইড্ এক অংশ, জল দুই অংশ) মেরুণো,ফ্ল্যানেল বা অন্য কোন ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্রের টুকরা ভিজাইয়া সেই বস্ত্র অল্প উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিবেক; এই বস্ত্র মূত্রে ভিজাইয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত (২৭০ বা ৩০০ ডিগ্রি) করিলে যদি ঐ মূত্রে দ্রাক্ষাশর্করা থাকে তাহা হইলে ঐ বস্ত্র তৎক্ষণাৎ ঈষৎ কটাকৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পরীক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মূত্রে দ্রাক্ষাশর্করা থাকিলে তাহার পরীক্ষার্থ সচরাচর নিম্নলিখিত মিক্‌শ্চর ব্যবহৃত হয়।

বাইটার্ট্রেট অব পটাস	১৫০ অংশ
ক্রিষ্ট্যালাইজড্ কারবনেট্ অব সোডা ...	১৫০ অংশ
কষ্টিক্ পটাস	৮০ অংশ
সল্‌ফেট অব কপার	৫০ অংশ
জল	১০০০ অংশ

চিকিৎসাতে রোগ আরোগ্য হয়, উত্তরে যাইলেও ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি তৈলবিন্দু ঈশান কোনে বা অগ্নি কোণে যায়, তাহা হইলে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। বায়ুকোণে যাইলেও ঐরূপ হয়, যদি তৈলবিন্দু পুনঃ পুনঃ ডুবে ও ভাসে অথবা মিশাইয়া যায় তাহাতে মৃত্যুবৎ হইয়াও বাঁচে। ১৮৬

প্রথমে অল্প জলে (উষ্ণ) সোডা ও পটাস দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে সল্‌ফেট্ অব কপার চূর্ণ মিশ্রিত করিবেক ; অনন্তর উহাতে বাইটারট্রেট্ অব পটাস্ মিশ্রিত করিয়া ঐ লবণ উত্তম রূপে দ্রবীভূত হইলে পর অবশিষ্ট জল মিশ্রিত করত সমস্ত মিক্‌শ্চর ছাকিয়া লইবে। এই মিক্‌শ্চরের ২। ৪ বিন্দু মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই মূত্রকে উষ্ণ করিলে যদি উহাতে দ্রাক্ষাশর্করা থাকে তাহা হইলে হরিত বা পীত বর্ণ সব্ অক্‌সাইড অব্ কপার অধঃস্থ হয়।

জ্বরাধিকারং ব্যাখ্যাস্যামঃ ।

যতঃ সমস্ত রোগাণাং জ্বরোরাজেতি বিশ্রুতঃ । অতোজ্বরাধিকারোঽত্র প্রথমং বক্ষতে ময়া ॥ ১৮৭

সকল রোগের জ্বরই রাজা এই হেতু প্রথমেই জ্বরাধিকার কথিত হইতেছে । ১৮৭

দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধঃ রুদ্রনিশ্বাস সম্ভবঃ। জ্বরোঽষ্টধা পৃথগদ্বন্দ্ব সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮৮

দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবকে অপমান করাতে তিনি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহাতে অষ্ট প্রকার জ্বরের উৎপত্তি হয় যথা বাতিক, পৈত্তিক, বাত-পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, ত্রৈদোষিক ও আগন্তুজ । ১৮৮

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী। জ্বরঃপ্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা ॥ ১৮৯

পূর্ব্বকালে ভগবান কহিয়াছেন যে, জ্বর মন, দেহ, ও সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে তাপিত করে আর সকল রোগের

অগ্রেই জন্মায় এবং সমস্ত রোগাপেক্ষা অধিকতর বলবান স্নুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ১৮৯

জন্মাদৌ নিধনেচৈব প্রায়োবিশতি দে-
হিনঃ। ঋতেদেব মনুষ্যেভ্যো নান্যো
বিষহতে ভুতং ॥ ১৯০

জন্মের আদিতে ও মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহিদের দেহে প্রবেশ করে। মনুষ্য বতিত অন্যকোন স্থাবর জঙ্গমে ইহার উত্তাপ সহিতে পারেনা। ১৯০

মিথ্যাহার বিহারাভ্যাম দোষাহ্যামাশয়া-
শ্রয়াঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদা-
স্যু রসানুগাঃ ॥ ১৯১

অনুচিত আহার ও বিহারে বায়ু, পিত্ত, কফ, পক্কাশয়ে অর্থাৎ আমাশয়ে গিয়া তথা হইতে জঠরাগ্নিকে দেহের বাহ্য প্রদেশে নির্গত করত সকল শরীরকে তাপিত করে আর বায়ু, পিত্ত ও কফ বিরুদ্ধ হইয়া জ্বরের কারণ হয়। ১৯১

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণন্তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগেচ স জ্বরোব্যপদি-
শ্যতে ॥ ১৯২

ঘর্ম্ম রহিত, শরীর সন্তাপ ও সকল শরীর বেদনা এই সকল লক্ষণ এককালে যে রোগে হয় তাহাকে জ্বর কহে সন্তাপ দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সকলেরই হয়, স্বেদাবরোধ অর্থাৎ ঘর্ম্মা-

ভাব ও অগ্নির অবরোধ এই সমুদায় লক্ষণ একত্রে হইলে জ্বর কহিতে পারা যায় নতুবা ইহার কেবল এক লক্ষণে জ্বর কহিতে পারা যায় না। ১৯২

শ্রমোহরতি র্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপা-
দিষু॥ জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোগুরুতা, রোম হর্ষোহ-
রুচিস্তমঃ। অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎ
পংস্যতি জ্বরে॥

তৈর্ব্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্ভ্রান্তৈ বিমার্গগৈঃ।
বিক্ষিপ্যমাণোহন্তরাগ্নি র্ভবত্যাশু বহিশ্চ-
রঃ॥

রুণদ্ধি চাপ্যপাং ধাতুং যস্মাত্তস্মাজ্জ্বরা-
তুরঃ। ভবত্যতুষ্ণ গাত্রশ্চ নচ স্বিদ্যতি
সর্ব্বশঃ॥

দৌর্ব্বল্যমবিপাকশ্চ প্রলাপশ্চ ভ্রমঃ
ক্লমঃ। শীলবৈকৃতমপ্যঞ্চ শরীরস্যাব
সন্নতা। প্রদ্বেষো মধুরেভ্যশ্চ স্বধর্ম্মেষু
ন চিন্তনং। গুরুবাক্যেহভ্যসূয়াচ বালেষু
দ্বেষ এবচ। পরিক্লেশনমত্যর্থং ভোজ্যে
মাল্যেহনুলেপনে। কটম্লুলবণোষ্ণেষু

প্রিয়ত্বং দীর্ঘসূত্রতা। যুক্তস্য কর্ম্মণোহানিস্তথা কার্য্যে প্রতীপতা। নিদ্রাধিক্যমনিদ্রাচ বিনামো দন্তহর্ষণং। ভবন্ত্যেতানি লিঙ্গানি নরাণাং ভাবিনি জ্বরে॥ ১৯৩

জ্বরের উদ্ভবে শ্রম করিতে পারেনা, অথবা বিনা শ্রমে শ্রমবোধ, মুখের বিরস, চক্ষুনজল, শীত বায়ু ও রৌদ্রাদিতে কখন ইচ্ছা কখন দ্বেষ হয়, অথবা অগ্নিতে ও জলেতে বাঞ্ছাশূন্য, হাই উঠে, অঙ্গগ্রহ, শরীরভার ও লোমাঞ্চ, ভোজনদ্রব্যে স্পৃহা শূন্য, হর্ষাভাব, শীত বোধ, অন্য পথাবলম্বী, বেগযুক্ত উর্দ্ধগামী, বায়বাদি কর্তৃক বিক্ষিপ্যমান, উষ্ণাগ্নি শরীরে বহির্দেশে গমন করে এবং জলকে বদ্ধ করে। এজন্য জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির শরীর উষ্ণ অথচ সর্ব্বাঙ্গেতে স্বেদ বাহির হয়, দেহের দুর্ব্বলতা ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, বিনা কারণে বাক্যবিন্যাস, কার্য্য করণেতে ভ্রম, ভাবের অল্প বিপরীত ভাব, কার্য্যকরণে অপ্রবৃত্তি, মধুর দ্রব্যেতে ইচ্ছাভাব, স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও স্বজাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনিচ্ছা, গুরুজনের হিত বাক্য শ্রবণে অপ্রবৃত্তি, বালকের জনতা বিষয়ে অসহ্যতা, নিয়মিত ভোজনে, মাল্য ধারণে ও চন্দনাদি লেপনে, অতিশয় বিরাগ ঝাল, অম্ল, লবণ দ্রব্যে ও গরম দ্রব্যে রুচি হয়, আশু কর্ত্তব্য কর্ম্মে বহু বিলম্বে প্রবৃত্তি, নিযুক্ত কার্য্যের হানি, কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রতিবন্ধকতা, অতিশয় নিদ্রা অথবা অনিদ্রা, মস্তকোত্তলনে অক্ষমতা ও দন্তকড়মড়ানি, ভবিষ্যৎ জ্বরেতে এইসকল লক্ষণ হয়। ১৯৩

বেপথু র্বিষমোবেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠ পরিশো-
ষণং। নিদ্রা নাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রা-
ণাং রৌক্ষমেবচ। শিরোহৃদগাত্র রুথ-
স্তুবৈরস্যং গাঢ় বিট্‌কতা। শূলাধ্মানে
জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে। ভবন্তি
বিবিধা বাতবেদনাঃ পাদসুপ্ততা। পি-
ণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্‌কষায়তা।
উরুসাদোহনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজা-
নুনোঃ। শুষ্ককাসবমী লোমদন্ত হর্ষঃ
শ্রমভ্রমৌ। অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্-
প্রলাপোষ্ণকামিতা। নৃণামেতানি লি-
ঙ্গানি জানীয়াদ্বাতিকে জ্বরে॥ ১৯৪

বাতবাহী নাড়ীতে শৈত্যাধিক হইলে শরীরে কম্প হয়, রক্তের শৈত্যোষ্ণসংযোগবশতঃ রক্তবাহিনাড়ী অতিশয় বাহিত হয়, হৃৎপদ্ম স্থানে ঊর্দ্ধ জনের অধঃপতনাভাবে কণ্ঠ এবং ওষ্ঠের শুষ্কাবস্থা হয়, জলেতে বিষ সংযোগ দ্বারা নিদ্রা হয় না, বায়ুর ঊর্দ্ধগতিবশতঃ হাঁচি হয় না, সর্ব্বশরীরে বায়ুর বল, রক্তপ্রযুক্ত গাত্রেতে কর্কশ ভাব হয়, মস্তক, হৃদয় ও গাত্রেতে যষ্ট্যাঘাতের ন্যায় পীড়া, মুখেতে দ্রব্য-স্বাদাভাব মনের কঠিনতা, উদরে শূলবিদ্ধের ন্যায় পীড়া এবং কাঁপ হয় স-র্ব্বদা হাই উঠে, বায়ুজন্য জ্বরেতে এই সকল লক্ষণ হয়। নানা-প্রকার বেদনা হয়, পাদদেশে স্পর্শজ্ঞানাভাব, জঙ্ঘাদেশস্থ

মাংসপিণ্ডের ঊর্দ্ধগতি, কর্ণে গম্ভীর শব্দ বোধ হয়, মুখেতে কষায় রসের স্বাদ বোধ, ঊরুদেশে বল হানি, হনুদেশে মুখ-ব্যাদনে শক্তির অভাব, সন্ধিস্থানে এবং জানুদ্বয়ে সন্দিবাহী-তের ন্যায় ভাব, শুষ্ককাসি এবং বমি হয়, লোম সকল সোজা হয়, অম্লসংযোগে যার দন্তের ভাব কার্য্যাভাবে শ্রমবোধ কার্য্যবিষয়ে মনোযোগাভাবও মূত্র, নেত্র বিষ্ঠাদিবর্ণ হয়, তৃষ্ণা হয়, অনর্থক বাক্যকথন, উষ্ণ বস্তু বাসনা এই সকল লক্ষণ বা-তিক জ্বরে জানিবে। ১৯৪

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠ মুখনাশানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥ প্রলাপো বক্তৃ কটুতা মূর্চ্ছাদাহৌ মদস্তৃষা। পীত বিন্মূত্র নেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রমএবচ॥ তীব্রোষ্মা রক্তকোঠাশ্চ শীতেচ্ছারুচিরেবচ। পি-ত্তোদ্ভবে জ্বরে লিঙ্গং প্রাহুরেতন্মনী-ষিণঃ॥ ১৯৫

নাড়ীতে বেগের তীক্ষ্ণতা, ভেদ, বমন, নিদ্রাভাব, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকা দগ্ধ প্রায় হয়, প্রলাপ, মুখ তিক্তরস, মূর্চ্ছা, শরীর দাহ এবং বমনেচ্ছা, পিপাসা, মল, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ, গাত্র ঘূর্ণায়মান, গাত্র অতিশয় উষ্ণ হয়, কাহা-রও বা গাত্রে রক্তবর্ণ চাকা চাকা বাহির হয়, মহর্ষিরা পিত্ত-জ্বরে এই সকল লক্ষণ কহেন। ১৯৫

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগঃ আলস্যং মধু-
রাস্যতা। শুক্লমূত্র পুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তি-
রথাপিচ॥ গৌরবংশীতমুৎক্লেদো
রোমহর্ষোঽতি নিদ্রতা। প্রতিশ্যায়ো
ঽরুচিঃকাসঃ কফজেক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥ অ-
ত্যর্থং পিডকাদেহে প্রসেকঃ শ্লেষ্মনো
বমিঃ। শ্বসনং মৃদুতা বহ্নের্নথাস্যাক্ষিযু
শুক্লতা। উষ্ণাভিলাষিতা চোপলেপো
হৃদি কফজ্বরে॥ ১৯৬

কফজ্বরে রোগী এরূপ বোধ করে যেন কেহ জলযুক্ত বস্ত্র বেষ্টন করিয়া দিয়াছে, নাড়ীর বেগ অল্প, অলসতা, মুখ সরস শুক্র, মূত্র ও মল স্তম্ভিত হয় এবং ভোজন না করিয়াই আহার তৃপ্তি বোধ, শরীর ভার, শীত, বমন, গাত্র রোমাঞ্চ, অতিশয় নিদ্রা, মুখ ও নাসিকা হইতে জল নির্গত হয়, অরুচি, কাসি, চক্ষু শুক্লবর্ণ, দেহেতে ঘাম রুদ্ধের ন্যায় অতিশয় পীড়া চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল পড়ে মুখ হইতে শ্লেষ্মা বমন হয়, না-সিকাদ্বার হইতে অতিশয় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে জঠরের অগ্নি মান্দতা, মুখ ও নক্ষত্রে শ্বেতবর্ণ আভা প্রকাশ পায় ও ভর্জ্জিত দ্রব্যেতে অভিলাষ, শ্লেষ্মা অধিক জন্মিয়া হৃদয়ে অচলের ন্যায় থাকে এই সকল লক্ষন থাকিলে কফজ্বর কহে। ১৯৬

তৃষ্ণামূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শি-
রোরুজা। কণ্ঠাস্য শোষবমথু রোম
হর্ষোরুচিস্তমঃ। পর্ব্বদেশ্চ জৃম্ভাচ বাত
পিত্ত জ্বরাকৃতিঃ। অতি প্রবৃত্তির্বাক্যা-
নাং বাত পিত্ত জ্বরে ভবেৎ॥ ১৯৭

তৃষ্ণা, মুর্চ্ছা, ভ্রম ও দাহ হয়, নিদ্রা হয় না মস্তক বেদনা করে, গাল ও হস্তপদাদির গ্রন্থি সকল যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এরূপ বোধ আর হাইউঠে, অতিশয় বাচালতা হয়, বাতপিত্ত জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ১৯৭

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাস্তেদো নিদ্রা গৌরব
এবচ। শিরোগ্রহ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ-
স্বেদা প্রবর্ত্তনং। সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ
বাত-শ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ॥ ১৯৮

নাড়ীতে অল্প বেগবোধ, পর্ব্বসকল ভাঙ্গিয়া গেল এমত বোধ, নিদ্রা অধিক, মস্তক বেদনা করে, মুখ ও নাসিকা হইতে জল পড়ে, কাসি ও ঘর্ম্ম অধিক হয় না শরীরের তাপ অধিক হয় না এই সকল লক্ষণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মা জ্বর নিরূপণ হয়। ১৯৮

কফপিত্ত প্রবৃত্তিশ্চ স্বেদস্তম্ভো মুহুর্মুহুঃ।
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে চিহ্নান্যেতান্যপি ভব-
ন্তিহি॥ লিপ্ত তিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহাঃ

কাসোঽরুচি স্তৃষা। মুহুর্দ্দাহো মুহুঃ-
শীতং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ ॥ ১৯৯

মুখ হইতে বারম্বার কফ ও পিত্ত নিসৃত হয় ঘর্ম্ম হয় না পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের এই সকল চিহ্ন এবং মুখ তিক্তরস, তন্দ্রা, মোহ, কাসি, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্মুহু শরীরের দাহ ও শীত আর কখ কখন রোগীর নাড়ী স্তম্ভিতা হয়, কফপিত্তের পারিবর্ত্তন অর্থাৎ কোন সময়ে শ্লেষ্মা অধিক বোধ কখন বা পিত্ত অধিক বোধে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ১৯৯

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থি সন্ধি শিরো-
রুজা। সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে
চাপি লোচনে। সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ
কণ্ঠঃশূকৈরিবাবৃতঃ ॥

তন্দ্রামোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽ-
রুচিভ্রমঃ। পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা
স্রস্তাঙ্গতাপরং। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য
কফেনোম্মিশ্রিতস্যচ। শিরসো লোঠনং
তৃষ্ণা নিদ্রা নাশো হৃদিব্যথা। স্বেদমূত্র
পুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ। কৃশত্বং
নাতি গাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনং।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ-
দর্শনং। মূকত্বং স্রোতসাং পাকো

গুরুত্বমুদরস্যচ । চিরাৎ পাকশ্চ দোষা-
ণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ । দোষে বি-
দগ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্ব সংপূর্ণ লক্ষণঃ ।
সন্নিপাত জ্বরোঽসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য স্ততো-
ঽন্যথা । সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে
দ্বাদশেঽপিবা ॥

পূর্ণঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তিবা ।
সপ্তমী দ্বিগুণাচৈব নবম্যেকাদশী তথা ।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায়চ বধায়চ ।
সন্নিপাত জ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ ।
শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমু-
চ্যতে । এয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃ-
শ্রোতোঽনুগামিনঃ ॥

তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং
নিশি । সদাবা নৈববা নিদ্রা মহান্
স্বেদোঽথবা নবা । গীতনর্ত্তন হাস্যাদি
বিকৃতেহা প্রবর্ত্তনং । লিঙ্গান্যে তানি
মুনয়ঃ সন্নিপাতজ্বরে বিদুঃ । দ্ব্যুলৈণ
কোল্বৈণঃষট সুহীন মধ্যাধিকৈশ্চষট ।
সমশ্চৈকো বিকারান্তে সন্নিপাতা স্ত্রয়ো-

দশঃ। ভ্রমঃপিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোব্যথা। বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে। শৈত্যং কাসোহরুচিস্তন্দ্রা পিপাসা দাহরুগ্ব্যথাঃ। বাতশ্লেষ্মোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং পিত্তাবরে বিদুঃ। ছর্দ্দিঃশৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থি বেদনা। মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্ত কফোল্বণে। সন্ধ্যস্থি শিরসঃ শূলং প্রলেপো গৌরবং ভ্রমঃ। বাতোল্বণে স্যাদ্দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশুষ্কতা। রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃট্ বলসংক্ষয়ঃ। মূর্চ্ছাচেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি॥

আলস্যারুচি হৃল্লাস দাহবম্যরতি ভ্রমৈঃ। কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রা কাসেন চাদিশেৎ॥

প্রতি শ্যাচ্ছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দ্দবং। হীন বাতে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকেমতং॥

শিরোরুক্ বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপশ্ছর্দ্দ্য-

রোচকৌ। হীন পিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকেমতং ॥

শীতকো গৌরবং তন্দ্রা প্রলাপোঽস্থি শিরোঽতিরুক্। হীন পিত্তে বাত মধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকেমতং ॥

বাত বর্চ্চোঽগ্নি দৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণা দাহোঽরুচিভ্রমঃ। কফহীনে বাতমধ্যে লিঙ্গং পিত্তাধিকেমতং ॥

শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যায়ো মুখশোষোঽতি পার্শ্বরুক্। কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকেমতং ॥

এতন্ত্বালুকিতন্ত্রাদাবন্যথা পঠিতং যথা ॥ বাতপিত্তাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। তস্য জ্বরে ঽঙ্গমর্দ্দস্তৃট্ তালুশোষ প্রমীলকাঃ ॥ আধ্মান তন্দ্রা রুচয়ঃ শ্বাসকাস ভ্রমশ্রমাঃ ॥ পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। অন্তর্দাহো বহিঃশীতং তস্য তন্দ্রাচ বর্ত্ততে ॥ তুদ্যতে দক্ষিণং পার্শ্বমুরঃশীর্ষ গলগ্রহাঃ। নিষ্ঠীবেৎ কফপিত্তঞ্চ তৃষ্ণা

কণ্ঠশ্চ দূয়তে ॥ বিড্ভেদশ্বাস হিক্কাশ্চ বাধন্তে সপ্রমীলকাঃ ॥ বক্ষুকন্ধূচতৌ নাম্না সন্নিপাতা বুদাহৃতৌ ॥ শ্লেষ্মানিলাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি । তস্য শীতজ্বরো নিদ্রা ক্ষুত্তৃষ্ণা পার্শ্বসংগ্রহঃ । শিরোগৌরবমালস্য মন্যাস্তম্ভ প্রমীলকাঃ ॥ উদরং দহ্যতে চান্য কটীবস্তিশ্চ দূয়তে । সন্নিপাতঃ সবিজ্ঞেয়ো মকরীতি সুদারুণঃ ॥ বাতোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি । তস্য তৃষ্ণাজ্বরগ্লানিপার্শ্বরুগদৃষ্টিবলক্ষয়াঃ । পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনংদাহ উরুসাদো বলক্ষয়ঃ । সরক্তঞ্চাস্য বিণ্মূত্রং শূলং নিদ্রা বিপর্য্যয়ঃ । নির্ভিদ্যতে গুদঞ্চাস্য বস্তিশ্চ পরিশুষ্যতি । আযম্যতে ভিদ্যতেচ হিক্কতে বিলপত্যতি । মূর্চ্ছতি ক্ষায়তে রৌতি নাম্না বিস্ফুরকঃস্মৃতঃ । পিত্তোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি । তস্য দাহ জ্বরো ঘোরো বহিরন্তশ্চ বর্দ্ধ-

তে । শীতঞ্চ সেবমানস্য কুপ্যতঃ কফমারুতৌ । ততশ্চৈনং প্রবাধন্তে হিক্কাশ্বাস প্রমীলকাঃ । বিসূচিকা পর্ব্বভেদঃ প্রলাপো গৌরবংক্লমঃ । নাতি পার্শ্বরুজা তস্য স্বিন্নস্যাশু প্রবর্দ্ধতে । স্বিদ্যমানস্য রক্তঞ্চ স্রোতোভ্যঃ সংপ্রবর্ত্ততে । অসাধ্যঃ সন্নিপা[illegible]হয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে । নহি জীবত্যহোরাত্রমেতেনারিষ্টবিগ্রহঃ ॥ ককোল্লণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃপ্রকুপ্যতি । তস্য শীতজ্বর স্বপ্ন গৌরবালস্য তন্দ্রয়ঃ । ছর্দ্দিমূর্চ্ছা তৃষা দাহ তৃপ্ত্যরোচক হৃদ্গ্রহাঃ । ষ্ঠীবনং মুখমাধুর্য্যং শ্রোত্রেবাক্ষ্ণুদৃষ্টিনিগ্রহঃ । শ্লেষ্মণো নিগ্রহশ্চাস্য যদা প্রকুরুতেভিষকং । তদা তস্য ভৃশং পিত্তং কুর্য্যাৎ সোপদ্রবং জ্বরং । নিগৃহীতেচ পিত্তেতু ভৃশং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি । নিরাহারস্য সোহত্যর্থং মেদো মজ্জাস্থি ধাবতি । অথাত্র স্নাতি ভুঙক্তেবা ত্রিরাত্রং ন স জীবতি ॥ মেদোগতঃ সন্নিপা-

তঃ কফণঃ সমুদাহৃতঃ । কামান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ ভয়াচ্চৈবং প্রপদ্যতে ॥ হীন-মধ্যাধিকৈর্দোষৈঃ সন্নিপাতো যদা ভ-বেৎ । তস্য রোগাস্ত এবোক্তাঃ প্রায়ো দোষবলাশ্রয়াঃ ॥ ওজোবিস্রংসতে য-স্য পিত্তানিল সমুচ্চয়াৎ । স গাত্রস্তম্ভ-সীতাভ্যাং শয়নে স্যাদচেতনঃ । অপি-জাগ্রৎ স্বপন্ জন্তু স্তন্দ্রালুশ্চ প্রলাপবান্ । সংহৃষ্ঠরোমা স্তব্ধাঙ্গো মন্দ সন্তাপ বে-দনঃ । ওজো নিরোধজং তস্য জানী-য়াৎ কুশলোভিষক । সন্নিপাত জ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্য মপরে বিদুঃ ॥ ২০০

সন্নিপাত ।

কখন কখন দাহ, কখন কখন শীত, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, মস্তক বেদনা, চক্ষু বসিয়া যায় ও চক্ষুর কোন হইতে রক্ত নির্গত হয়, কর্ণের ভিতর বিবিধ প্রকার শব্দ বোধ, কণ্ঠ-দেশে কাঁটা কাঁটা বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অনর্থক বাক্যব্যয়, কাসি, অত্যন্ত ঘন ঘন নিশ্বাস, অরুচি, ভ্রান্তি, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ অর্থাৎ জিহ্বাতে অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলে কাঁটা কাঁটা বোধ হয়, সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়, আর মুখ হইতে জল, রক্ত ও কফমিশ্রিত পিত্ত নির্গত হয়, শিরোলুণ্ঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, নিদ্রা রহিত, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মলের অবরোধ

অনাহারে কৃশ হয়না, গ্রীবামধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ, তলপেটে লাল কিম্বা কাল চক্রাকৃতি দাগ হয়, বাক্য রহিত, স্রোত পথে ক্ষুদ্র স্ফোটক হয়, পেট ভার বোধ ও দীর্ঘকালে দোষপাক ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে সন্নিপাত জ্বর কহে।

অগ্নিনষ্ট ও দোষবদ্ধ হয় এজন্যই সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য, অন্য প্রকার জ্বর ক্লেশে আরোগ্য হয়, ইহার বৃদ্ধিকাল সপ্তম, নবম, একাদশ, চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত। এই ত্রৈদোষিক জ্বরে কেহবা রক্ষা পায় কাহারও বা মৃত্যু হয়।

সন্নিপাত জ্বরে কর্ণমূলে ভয়ানক শোথ হয় তাহাতে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়, আরো গাত্রেশীত হয়, দিবসে ঘোরতর নিদ্রা হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয়না কিম্বা সর্ব্বদাই নিদ্রা হয় অথবা একেবারেই নিদ্রা হয়না, কখন অনেক ঘর্ম্ম হয় কখন কখন একেবারেই ঘর্ম্ম হয় না। বিকৃতরূপ গান, নৃত্য ও হাস্যেতে প্রবৃত্তি ও বিকার বর্দ্ধন দ্রব্যেতে ইচ্ছা। মুনিরা সন্নিপাত জ্বরে এই সকল লক্ষণ কহেন।

এক প্রধানে তিন প্রকার, দ্বন্দ্বেতে তিন প্রকার, অর্দ্ধাংশে হীন তিন প্রকার, অর্দ্ধাংশে অধিক তিন প্রকার ও সমভাবে এক প্রকার এইরূপ সন্নিপাত বিকার ত্রয়োদশ প্রকার যথা বাতোল্বন, পিত্তোল্বন, কফোল্বন, বাতপৈত্তিকোল্বন, বাতশ্লৈষ্মিকোল্বন, পিত্তশ্লৈষ্মিকোল্বন, বায়ুপ্রধান, বাতপৈত্তিকোল্বন, শ্লেষ্মা প্রধান বাতশ্লৈষ্মিকোল্বন, পিত্তপ্রধান পিত্তশ্লৈষ্মিকোল্বন, বায়ু পিত্ত সমান উল্বন, বায়ু কফ সমান উল্বন, পিত্তশ্লেষ্মা সমান উল্বন, বায়ু পিত্ত সমান উল্বন, এই ত্রয়োদশ উল্বন কালস্বরূপ ভ্রান্তি,

জলেচ্ছা, গাত্র দাহ, মস্তকের গুরুতা ও বেদনা, বাত, পিত্ত প্রধান অল্প কফবিশিষ্ট জ্বরে এই লক্ষণ হয়।

গাত্রের শীতলতা, কাসি, ভোজনদ্রব্যে ইচ্ছাভাব, চক্ষে ক্ষণিক সুপ্তের ন্যায় অবস্থা, পুনঃ পুনঃ জলপানেচ্ছা, মরী-চাদি ঝাল দ্রব্য লেপনে জ্বালাবৎ পীড়া, যষ্ট্যাঘাতবৎ পীড়াও শরীরের সর্ব্বাঙ্গ কামড়ায়। অল্প পিত্ত বাতশ্লেষ্ম প্রধান জ্বরের এই লক্ষণ।

উদরস্থ পদার্থের উদ্গীরণ, গাত্রে পুনঃ পুনঃ জ্বালা, অতি-শয় জলপানেচ্ছা, ইন্দ্রিয় বৃত্তির জ্ঞানশূন্যতা ওষ্ঠাড়েতে চর্ব্বিত দ্রব্যের ন্যায় কামড়ায়। অল্প বায়ুপিত্তকফ প্রধান জ্বরের এই লক্ষণ।

শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলন স্থানে, অস্থিতে মস্তকে, ত্রিশূল বিদ্ধের ন্যায় কামড়ায়, সর্ব্বাঙ্গ জললিপ্তের ন্যায় বোধ, শরী-রের গুরুতা, অতিশয় জল পানেচ্ছা, গলদেশে ও জল মুখে শূন্যতা। হীনপিত্তকফবাত প্রধান জ্বরের এই সকল লক্ষণ।

মল ও মূত্র রক্ত বর্ণ হয়, শরীরের জ্বলনবৎ পীড়া, জল পানেচ্ছা, লোমকূপ হইতে শরীরস্থ জল নিঃসরণ ও জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের আবরণতা পিত্ত প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা বায়ুর উৎপাতি হইয়া শরীরকে পীড়িতকরে ভোজ্য বিষয়ে অনিচ্ছা উপস্থিত, বমনেচ্ছা, গাত্র জ্বলন, বমন ক-রণে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত, ব্যক্তবিষয়ে স্মৃতিরঅভাব, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাবস্থা, ফুসফুস অপরিপক্ব শ্লেষ্মা দ্বারা আ-

বৃত থাকাতে গতি রোধের ন্যায় প্রাণবায়ুর পুনঃ পুনরূর্দ্ধ গমনে প্রকাশ। শ্লেষ্মা প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই লক্ষণ।

চক্ষু ও নাসিকা দ্বারা জলস্রাব, ছর্দ্দি, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি ও উদরস্থ অগ্নির পাচকতাভাব ও অল্প বায়ু মধ্যম পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রধান ত্রিদোষ জ্বরের এই লক্ষণ।

অন্তর্দাহে দেহের বাহ্য প্রদেশে শীত বোধ, তন্দ্রা ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা এবং উরস্থল, মস্তক ও গলদেশ অবরোধ। বব্ধু সন্নিপাতের এই লক্ষণ হয়।

কফ, পিত্ত বমন হয়, জল পানেচ্ছা, কণ্ঠ বেদনা, মলভঙ্গ, শ্বাস, হিক্কা ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ থাকিলে কক্কূক সন্নিপাত কহে।

বাত শ্লেষ্মা সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ হয় যথা কম্প হইয়া জ্বর হয়, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পার্শ্ববেদনা, মস্তকের গুরুতা, আলস্য, ঘাড় নাড়িতে অসমর্থ হয়, তন্দ্রা, আমাশয়ে জ্বালা এবং কটিদেশে ও বস্তিদেশে বেদনা করে ইহাকে মকরীও কহে।

বাতোল্বন সন্নিপাতের লক্ষণে তৃষ্ণা, অতিশয় গ্লানি, পরিবর্ত্তন, পার্শ্ববেদনা ও দৃষ্টিন্যূনতা, পায়ের দুই ডিম কামড়ায়, দাহ, উরুদ্বয়ে অবসন্নতা ও বলহানি, মল মূত্ররক্তবর্ণ, স্থানে স্থানে বেদনা, অসময়ে নিদ্রা ও মলদ্বার টাটায়, বস্তিদেশ চুপসিয়া যায়, আলস্য ভাঙ্গে, হিক্কা হয়, প্রলাপ হয়, কখন মূর্চ্ছা হয় কখন রোদন করে ইহাকেও বিস্ফুরক কহে।

আলস্য, অরুচি, কফ বদ্ধতা, দাহ, বমি, অনিচ্ছা, ভ্রান্তি, তন্দ্রা ও কাসি। কফোল্বন সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হয়।

শীরঃপীড়া ও কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, ছর্দ্দি, অরুচি, ভোজ্য

দ্রব্যে অনিচ্ছা। বায়ুপ্রধান পিত্তহীন কফমধ্যম সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ।

কফ হীন ও বায়ু মধ্যম, পিত্তাধিক্য হইলে এই সকল লক্ষণ হয়, বাতবর্ত্ত অর্থাৎ বায়ু ও মল নিঃসরণ হয়, অগ্নিমান্দ্য, জল পানেচ্ছা, দাহ, অরুচি ও ভ্রান্তি।

শ্বাস কাসি ও চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, মুখশোষ, পার্শ্ববেদনা, এই সকল লক্ষণ কফহীন, পিত্তমধ্যম ও বাতাধিক্য জ্বরে হইয়া থাকে।

ভল্লুকী তন্ত্রে অন্য প্রকার পাঠ আছে যথা বাতপিত্তাধিক অঙ্গমর্দ্দন, তৃষ্ণা, তালুশোষ, আধ্মান, তন্দ্রা, অরুচি, শ্বাসকাসি, ভ্রান্তি ও শ্রমবোধ। পিত্তশ্লেষ্মাধিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণ সন্নিপাতের এই লক্ষণ, শরীরে বাহ্য প্রদেশে ও অভ্যন্তরে প্রদাহ হইয়া ঘোরতর জ্বর হয়, তাহাতে শীতল করিলে কফ ও বায়ু কুপিত হয়, তারপর রোগীর হিক্কা, শ্বাস, তন্দ্রা ও বিসূচিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় যথা-হাতে ও পায়ে খিল ধরে, প্রলাপ, দেহের ভার, ক্লান্তি, নাভির পার্শ্বে বেদনা করে, রক্ত সকল জলবৎ হইয়া শীঘ্র অতিশয় ঘর্ম্মবৃদ্ধি হওয়াতে রক্তস্রোতের অবরোধ হয়। এই সন্নিপাত অসাধ্য এই নিমিত্ত ইহাকে শীঘ্রকারী কহে। ইহা দ্বারা সমস্ত দিবা রাত্রি মধ্যে শরীরে মৃত্যুচিহ্ন উপস্থিত রহইয়া রোগী মৃত্যু হয়।

যাহার কফোল্বন সন্নিপাত হয় তাহার শীতবোধ হইয়া জ্বর হয়, স্বপ্ন, দেহভার, আলস্য, তন্দ্রা, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অনাহারে তৃপ্তিবোধ, অরুচি, বক্ষঃস্থলে বেদনা, হাই

উঠে, মুখের মিষ্টতা, শ্রবণ রহিত, দৃষ্টি রহিত ও বাকরোধ হয়, ইহাতে শ্লেষ্মা দমন করিলে পিত্ত অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া অনাহারী ব্যক্তির মেদ, অস্থি ও মজ্জাকে অনুধাবন করে। ইহাতে স্নান করুক বা অনাহারই করুক ত্রিরাত্রি মাত্র জীবিত থাকে।

সন্নিপাত মেদগত হইলে তাহাকে কপল্বন কহে। ইহা কামেতে, মোহেতে, লোভেতে ও ভয়েতে উৎপন্ন হয়। হীন, মধ্য ও অধিক দোষেতে যে সকল সন্নিপাত উৎপন্ন হয় উহারা প্রায় দোষ আশ্রয় করিয়াই হয়, তাহাতে বাত পিত্তের বৃদ্ধি হওয়াতে যাহার বল ক্ষয় হয় সেই রোগীর গাত্র স্তব্ধ ও শীতে শয্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, জাগ্রত অবস্থায় তন্দ্রালু ও সুষুপ্তাবস্থায় প্রলাপ আর সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হয়, শরীরে অবসন্নতা ও দেহের উত্তাপ অতি অল্প থাকে এই প্রকার হইলে চিকিৎসকেরা বলহীন জানিবেন।

সন্নিপাত জ্বর কখন অসাধ্য ও কখন কখন কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ২০০

নিদ্রাপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌ-
জসং। সংন্যস্তগাত্রং সংন্যাসং বি-
দ্যাৎ সর্ব্বাত্মকে জ্বরে॥ ২০১

যে জ্বরে অতিশয় নিদ্রা হয় তাহাকে অভিন্যাস কহে। অতিশয়দুর্ব্বল হইলে, হতৌজস কহে। আর সকল গাত্র অবসন্ন হইলে সংন্যাস কহে। ২০১

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃ শ্রোতোহ-
নুগামিনঃ। আমাতিবৃদ্ধ্যা গ্রথিতা ধু-
দ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ॥ জনয়ন্তি মহাঘো-
র মভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ং। শ্রুতৌ নে-
ত্রে প্রসুপ্তিঃস্যান্নচেষ্টাং কাঞ্চিদীহতে।
নচদৃষ্টির্ভবেত্তস্য সমর্থা রূপদর্শনে॥
নঘ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বু-
ধ্যতে। শিরোলোঠয়তেহভীক্ষ্ণ মাহারং
নাভিনন্দতি। কুজতি তুদ্যতে চৈব প-
রিবর্ত্তনমীহতে। অল্পং প্রভাসতে কি-
ঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে॥

নাতূষ্ণশীতোহল্পসংজ্ঞো। ভ্রান্তপ্রেক্ষী হত
প্রভঃ। সাশ্রুনির্ভুগ্নহৃদয়ো ভক্তদ্বেষী
হতস্বরঃ। খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবি-
ণ্মূত্র বর্জ্জিতঃ। শ্বসনঃপতিতঃ শেতে
প্রলাপোপদ্রবৈযতঃ। তমভিন্যাসমি-
ত্যাহুর্হতৌজস যথাপরে॥২০২

তিন প্রকার দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যথা। ফুসফুস, যকৃত ও সমুদায় স্নায়ুমণ্ডল স্বস্বকার্য্য করণে অসমর্থ হওয়াতে স্রোত সকল বন্ধ হয়, তাহাতে আমের বৃদ্ধি হইয়া

ইন্দ্রিয় ও মনের বিকার জন্মায় চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয় অসাড়, ঘ্রাণ ও স্পর্শন করিতে অসমর্থ, সর্ব্বদা মস্তক চালে, আহার দিলে খাইতে পারেনা, ঈষদ শীতোষ্ণ, অল্প সংজ্ঞা, সর্ব্বদা ভ্রান্তি বোধ, দেহ লাবণ্যের হ্রাস, অশ্রু সহিত, হৃদয় নিভুগ্ন বোধ, অন্নে অরুচি, স্বরভঙ্গ, খরজিহ্বা অর্থাৎ শুষ্ক, কণ্ঠাশুষ্ক, ঘর্ম্ম, মল ও মূত্র রহিত, শুকাইয়া থাকে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে প্রলাপ ও পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব থাকিলে তাহাকে কেহ অভিন্যাস ও কোন চিকিৎসকেরা হতৌজস কহে। ২০২

বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগোত্থানাৎপ্রপাকতঃ।
শ্রমাৎ ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাৎ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যায়াৎ। তত্রাভিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্। সব্যথা শোথবৈবর্ণং কুর্য্যাৎ সরুজ্বরম্। স্বমারপাদয়েদ্ভৃশং ॥ ২০৩

বিবিধ প্রকার অভিঘাত হইতে অর্থাৎ লগুড় কিম্বা কোন অস্ত্রদ্বারা আঘাতি হইলে অথবা অতিশয় শ্রম, বলক্ষয়, অজীর্ণ, বিষ পানাদি হইতে যে জ্বর হয় তাহাকে অভিঘাত জ্বর কহে। আরও অভিঘাত জ্বরে বায়ু কুপিত ও রক্তদূষিত ও সর্ব্ব শরীর শোথ হইয়া দেহ বিবর্ন হয়। ২০৪

আগন্তু জায়তে দোষো যথাস্বংতংবিভাবয়েৎ।
শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এবচ ॥
ভক্তারুচিঃ পিপাসাচ তোদশ্চ সহমূর্চ্ছয়া।
ওষধি পুষ্পগন্ধাচ্চ শোকান্নক্ষত্র পীড়নাৎ ;

অভিচারাভিশাপাভ্যাংমনোভূতাভিশঙ্কয়া ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবাপ্রজাতানাংপ্রজাতানাং তথাহিতৈঃ।
স্তন্যাবতরণেচৈব জ্বর দোষৈঃ প্রবর্ত্ততে ॥
কামজে চিত্ত বিভ্রংশ স্তন্দ্রালস্য মভোজনং।
ভয়াৎ প্রলাপঃ কোপাচ্চ শোকাচ্চভবেৎবেপথু
অভিচারাভিশপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণাচ জায়তে।
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্য রোদন কম্পনং২॥০৪

আগন্তুক জ্বরের তিন দোষ যথা, বায়ু, পিত্ত, কফের কোপ অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য্য না হওয়া, বিষপানে মুখ কৃষ্ণবর্ণ, জল বৎ ভেদ, অন্নেঅরুচি, পিপাসা, মূর্চ্ছার সহিত বেদনা* ওষধি অর্থাৎ কোন প্রকার বিষাক্ত তৃণের ও বিষাক্ত পুষ্পের আ ঘ্রাণে শোকে নক্ষত্র পীড়ন হেতু অগম্যাগমন, দুষ্ট ব্যক্তি কোন কারণে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে মন্দ স্বস্ত্যয়নাদি করিলে যে জ্বর হয় তাহাকে অভিশাপ জ্বর কহে। মন মধ্যে ভূতাদির শঙ্কা।

কাম জ্বরে মনের ব্যাকুলতা, তন্দ্রা, আলস্য, আহারে অনিচ্ছা হয়, ভয়জ্বরে প্রলাপ হয়, শোকজ্বরে ও ভয়জ্বরে কম্প হয় অভিচার ও অভিশাপ জন্য হইলে মোহ ও তৃষ্ণা হয়, ভূতোপ-হতচিত্ত হইলে মনের চাঞ্চল্য, হাস্য, রোদন ও কম্প হয়।২০৪

---

* ওষধি অর্থাৎ শস্য সকল পক্ক হইয়া প্রথম ফসলে যে সকল উদ্ভিদ মরিয়া যায় তাদের ওষধি কহে।

কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং এয়ো-হমলাঃ। ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূত সামান্য লক্ষণঃ ॥২০৫

কাম, শোক ও ভয়জ্বরে বায়ু প্রকুপিত হয়, ক্রোধে পিত্ত প্রকুপিত সামান্য ভূতাদির সঙ্গজ্বরের এই লক্ষণ হয়। ২০৫

দোষোঽল্পোহিত সংভূতোঃ জরোৎসৃষ্টাস্যব পুনঃ। ধাতুমন্য তমংপ্রাপ্য করোতি বিষম জ্বরং ॥ সর্ব্বাঙ্গদহনঞ্চৈব হ্রীনিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ ধ্যানং নিশ্বাস বহুলং লিঙ্গংকামজ্বরে স্মৃতং। শোকজে বাষ্পবহুলং ত্রাস প্রায়ং ভয়জ্বরে। ক্রোধজে বহু সংরম্ভং ভূতাবেশে ভ্রমানুষং। যঃস্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈবচ। বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ সৃতঃ ॥ ২০৬

অহিত জন্য জাত অল্প প্রকুপিত দোষ প্রশমাবস্থ, তেই হউক বা জ্বরা মুক্ত হইয়াই হউক অন্য কোন ধাতুকে প্রাপ্ত হইলে বিষম জ্বর হয়। কামজ্বরে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা, অনিদ্রা, বুদ্ধি ও ধৈর্য্যভাব ক্ষয় হয়। জ্বরজন্য চিন্তা অর্থাৎ যে বিষয় ভাবিয়া জ্বর হইয়াছে সর্ব্বদাই তচ্চিন্তা ও অত্যন্ত নিশ্বাস বাহুল্য এই সকল থাকিলে কামজ্বর কহে। শোকজ্বরে অনবরত অশ্রু নির্গত হয়। ভয়জ্বরে অত্যন্ত

ত্রাস ও অমানুষ অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিকৃত্যাকার বিভীষিকা দর্শন করে। ক্রোধজ্বরে রোগী কখন গালি দিতে থাকে ও কখন বা প্রহার করিতে উদ্যত হয়। অনিয়ত কাল শীত ও উষ্ণ হইয়া নাড়ীরবেগ বিষম হইলে, অল্প রোগে বৃহৎরোগের চিকিৎসা করণ,সান্নিপাতিক জ্বরের দ্বাবিংশতি দিবসের স্থিতি করণ অথবা জ্বরকালিন বীর্য্য স্খলন স্ত্রীসঙ্গ ও স্বপ্নদোষ এই সকল কারণে জ্বর বিষমতা প্রাপ্ত হয়। ২০৬

সন্তত সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকান্। সন্ততো রসরক্তস্থঃ সোন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ॥ মেদোগত স্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃপুনঃ। কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোর মন্তকং রোগ সঙ্করং॥২০৭

সন্তত জ্বর রস ও রক্তাশ্রয় করিয়া হয়, অন্যেদ্যু মাংসাশ্রয় করিয়া হয়, তৃতীয়ক মেদগত হইয়া হয় ও চতুর্থক জ্বর অস্থি ও মর্জ্জা গত হয়। ২০৭

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপিবা। সন্ততং য়োঽবিসর্গীস্যাৎ [illegible] সনিগদ্যতে ॥২০৮

সপ্তম দিবস অন্তর, দশ [illegible] দ্বাদশ দিবস অন্তর যে জ্বর হয় তাহাকে [illegible]

অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।
অন্যেদ্যুস্কস্ত্বহোরাত্র এককালং প্রবর্ত্ততে॥২০৯

যে জ্বর হইয়া একবার মগ্ন না হয় অথচ দিবারাত্রি অষ্ট প্রহর সমানে ভোগ হয়, দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার হয়, তাহাকে দ্বৌকালিন জ্বর কহে। আর অন্যেদুঃ নামক জ্বর অহোরাত্র একই ভাবে ভোগ হয়। ২০৯

তৃতীয়কস্তৃতীয়েহহ্নি চতুর্থেহহ্নি চতুর্থকঃ।
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরং॥২১০

তৃতীয়ক জ্বর এক দিবস অন্তর হয়, চতুর্থক জ্বর দুই দিবস অন্তর হয় আর ভূতাভিসঙ্গ জ্বরকেও কেহ বিষম জ্বর কহে।২১০

কফপিত্তা ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাত্তৃতী-
য়কঃ॥২১১

তৃতীয়কজ্বর তিন প্রকার। যথা-কফপিত্ত জন্য হইলে ত্রিকাস্থি বেদনা করে। বাতশ্লৈষ্মিক জন্য হইলে পৃষ্ঠদেশ বেদনা করে ও বাতপিত্ত জন্য হইলে মস্তক বেদনা করে। ২১১

চাতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্ব-

---

* মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে ও গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে যে চারিখানি ক্ষুদ্র,অস্থি একত্রে ত্রিকোণবৎ হইয়াছে, তাহার নাম ত্রিকাস্থি ইংরাজীতে অসককসিস (Coccyx) কহে।

রঃ। জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকং পূর্ব্বং শি-
রাপোঽনিলসম্ভবঃ ॥২১২

চাতুর্থক জ্বর দুই প্রকার। যথা-শ্লৈষ্মিক চাতুর্থক ও বায়ুজ চাতুর্থক,শ্লৈষ্মিক চাতুর্থকে জঙ্ঘা বেদনা ও বায়ুর নিমিত্ত হইলে মস্তক বেদনা করে। ২১২

বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থক বিপর্য্যয়ঃ।
ত্রিবিধো ধাতুরেকৈকো দ্বিধাস্থঞ্চ করো-
তিষৎ ॥ অস্থিমজ্জাগতো দোষশ্চতুর্থক
বিপর্যয়ঃ। মধ্যেঽহনি জ্বরয়ত্যাদাবন্তে
চমুঞ্চতি ॥ ২১৩

বিপরীত চতুর্থজ্বরকে ও বিষমজ্বর কহে। যথা- দুই দিন জ্বর হয়, এক দিবস হয় না, পুনর্ব্বার দুই দিবস জ্বর হইয়া একদিবস বিশ্রাম থাকে। মজ্জাগত হইলে বিপরীত চাতুর্থক কহে। ২১৩

নিত্যং মন্দজ্বরোরুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরোবাত বলাং
শকী ॥ ২১৪

যে ব্যক্তির বাতশ্লেষ্মিকে ধাতু তাহার শ্লেষ্মা প্রধান হইয়া যে জ্বর হয় তাহার লক্ষণ। অল্পা অল্প জ্বর, দেহ শুষ্ক ও অঙ্গ সকল শৈথিল্য হইয়া অবসন্ন হয়, ইহার নাম শূলক জ্বর। ২১৪

প্রলিম্পান্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেনবা।

মন্দজ্বর বিলেপীচ স শীতঃ স্যাৎ প্রলেপ-
কঃ ॥ ২১৫

দেহের ভার, অত্যন্ত ঘর্ম্মদ্বারা দেহ লিপ্তও সর্ব্বদা অল্পং জ্বরে শরীর শীতল থাকিলে তাহাকে প্রলেপক জ্বরকহে।২১৫

বিদগ্ধেহন্নরসে দেহেশ্লেষ্মপিত্তেব্যবস্থিতে।
তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্র-
জায়তে॥ কায়েদুষ্টং যদা পিত্তংশ্লে-
ষ্মাচান্তে ব্যবস্থিতঃ। তেনোষ্ণত্বং শরী-
রস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ॥ কায়ে-
শ্লেষ্মা যদা দুষ্টঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতং।
শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদ-
য়োঃ॥ ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমা-
দৌ জনয়তো জ্বরে। তয়োঃ প্রশান্ত-
য়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতিচ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থং দাহ-
মতীবচ। তস্মিন্ প্রশান্তেত্বিতরৌ কুরুতঃ
শীতমন্ততঃ॥ দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি
জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ। দাহ পূর্ব্ব-
স্তয়োঃকষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ॥ গুরু-
তাহৃদয়োৎক্লেদঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।

রসস্থেতু জ্বরেলিঙ্গং দৈন্যঞ্চাস্যোপজা-
য়তে॥ রক্তনিষ্ঠীবনংদাহো মোহশ্ছ-
র্দ্দন বিভ্রমৌ। প্রলাপঃ পীড়কাতৃষ্ণা-
রক্তপ্রাপ্তেজ্বরে নৃণাং॥ পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনা
তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্র পূরীষতা। উষ্মান্তর্দ্দাহ
বিক্ষেপৌগ্লানিঃ স্যান্মাসগে জ্বরে। ভৃ-
শংস্বেদস্তৃষামূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেবচ।
দৌর্গন্ধ্যারোচকৌগ্লানির্মেদস্থেচাসহিষ্ণুতা।
ভেদোস্থাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দি-
রেবচ॥ বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থি-
গতে জ্বরে। তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কা-
সংশৈত্যং বমিস্তথা। অন্তর্দ্দাহো মহ-
শ্বাসো মর্ম্মভেদশ্চ মজ্জগে। মরণং প্রা-
প্নুয়াত্তত্র শুক্রস্থান গতে জ্বরে। শে-
ফসঃ স্তব্ধতামোক্ষঃ শুক্রস্যতুবিশেষতঃ॥ ২১৬

অন্নরসে অন্ন পরিপাক হইলে অথবা শ্লেষ্মা ও পিত্ত এক-
ত্রে থাকিলে তদ্দ্বারা দেহের অধঃভাগ শীতল ও ঊর্দ্ধভাগ উষ্ণ
কিম্বা ঊর্দ্ধভাগ শীতল ও অধঃভাগ উষ্ণ হয়। পিত্ত যখন দেহ
রসাশ্রিত হয় তখন শ্লেষ্মা হস্ত ও পদাদিতে প্রবেশ করে
তখন দেহের উষ্ণত্ব ও হস্ত পদাদির শীতলত্ব সম্পন্ন
করে, আর যখন মধ্য দেহের শ্লেষ্মা দুষিত হয় এবং পিত্ত হস্ত

পদাদিতে প্রবিষ্ট হয় তখন দেহের শীতলত্ব ও হস্ত পদাদি শীতল হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বকস্থ হইয়া গাত্র শীতল হয় সেই শ্লেষ্মা ও বায়ুর শান্তি হইলে পরিশেষে পিত্ত জন্মায়। প্রথমে পিত্ত ত্বকস্থ হইলে দেহের অত্যন্ত দাহ হয়,সেই পিত্তের শান্তি হইলে বায়ু ওশ্লেষ্মা দেহকে শীতল করে। এই দুই দাহ ও শীতজ্বর উভয়ে পরস্পর মিলিত হয় তন্মধ্যে দাহ পূর্ব্বক যে জ্বর হয় তাহা কৃচ্ছ্র সাধ্য ইহাকে সংসর্গজ জ্বর কহে।

রসস্থ জ্বর হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। যথা—দেহের ভার, বমনেচ্ছা, বমন, অপ্রসন্নতা, ছর্দ্দি, অরুচি ও দৈন্য অর্থাৎ জীবনেরও আশঙ্কা বোধ করে।

রক্তস্থ জ্বর হইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ হয়। যথা—অত্যন্ত জ্বালা, মোহ, ছর্দ্দি, বমন, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি প্রলাপ ও সর্ব্ব শরীরে রসপিত্ত বাহির হয়।

মাংসস্থ জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। যথা—পায়ের ডিম বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের নিঃসর; পেশি সকলের আক্ষেপ, গ্লানি, দেহের আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রদেশ উষ্ণ হয়।

অতিশয় ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, ছর্দ্দি, দুর্গন্ধ, অরুচি ও দেহের গ্লানি ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে মেদস্থ জ্বর কহে।

অস্থিগত জ্বর হইলে অস্থি সকল ভগ্ন বোধ, অস্থির ভিতর শব্দ বোধ, শ্বাস, ভেদ, বমন, ও পেশি সকলের আক্ষেপ হয়।

জ্বর শুক্রস্থান গত হইলে লিঙ্গের স্তব্ধতা ও সর্ব্বদা শুক্র নির্গত হইয়া থাকে।

অন্ধকারে প্রবেশ বোধ, হিক্কা, কাসি, দেহের শীতলতা, বমন, অন্তর দাহ, অতিশয় শ্বাস বৃদ্ধি, মর্ম্মস্থান ভেদ বোধ মজ্জাগত জ্বর হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই জ্বর আরোগ্য হয় না ও ইহাতে প্রায় কেহই রক্ষা পায় না। ২১৬

বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যে প্রাকৃতঃ ক্র-
মাৎ। বৈকৃতোহন্যঃ স দুঃসাধ্যোপ্রা-
কৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ॥ বর্ষাসু মারুতোদু-
ষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতোজ্বরঃ। কুর্য্যাৎ
পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ॥
তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্রনানশনাদ্ভয়ং।
কফোবসন্তেতনপি বাতপিত্তং ভবেদনু॥
কালে যথাস্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তি বৃদ্ধি-
রেববা। নিদানোক্তানুপশয়ো বিপরী-
তোপশায়িতা॥ অন্তর্দ্দাহোহধিক স্তৃষ্ণা
প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। সন্ধ্যাস্থি শূল-
মস্বেদো দোষাবর্চ্চো বিনিগ্রহঃ॥ অন্ত-
র্ব্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরস্যৈতানি লক্ষয়েৎ।
সন্তাপোহ্যধিকোবাহ্য স্তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দ-
বং। বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্ব-
মেবচ॥ লালাপ্রসেকো হৃল্লাস হৃদয়া-

শুদ্ধ্যরোচকাঃ। তন্দ্রালস্যা বিপাকশ্চ বৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥ ক্ষুণ্ণাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি নদদ্যাত্তত্রভেষজং। ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরং॥ জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণং॥ ক্ষুৎ ক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং। দোষ প্রবৃত্তিরষ্টাহো বিরাম জ্বরলক্ষণং॥ শ্বাসোমূর্চ্ছাঽরুচিশ্ছর্দ্দি স্তৃষাতিসারবিড়গ্রহাঃ। হিক্কা কাসাঙ্গভেদাশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবাদশাঃ॥ বলবৎ স্বল্পদোষেষু জ্বরঃসাধ্যোঽনুপদ্রবঃ। হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ॥ জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ। জ্বরক্ষীণস্য শূণস্য গম্ভীরোদৈর্ঘরা রাত্রিকঃ॥ অসাধ্যো বলবান্‌যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জরঃ। গম্ভীরস্তু জ্বরো জ্ঞেয়োহ্যন্তর্দাহেন তৃষ্ণয়া॥ অনৌদ্ধত্বেন দোষাণাং শ্বাসকাসোদ্গমেনচ। আরম্ভাদ্বিষমো যস্তু যশ্চস্যাদ্দৈর্ঘ্যরা-

ত্রিকঃ॥ ক্ষীণস্যচাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো যস্য হন্তিতং। বিসংজ্ঞস্তাম্যতে যস্ত শেতে নিপতিতোঽপিবা॥ শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ। যোহৃষ্টরোমারক্তাক্ষো হৃদি সংঘাতশূলবান্॥ বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছসতি তং জ্বরো হন্তি মানবং। হিক্কা শ্বাস তৃষা যুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্ত লোচনং॥ সন্ততোচ্ছাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ। হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষীণ মরোচক নিপীড়িতং॥ গম্ভীর তীক্ষ্ণ বেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ। দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পাবিড় ভিদসংজ্ঞিতা॥ কুজনঞ্চাস্য বৈগন্ধ্য মাকৃতি জ্বরমোক্ষণে। স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডু পাকো মুখস্যচ॥ ক্ষবথু শ্চান্নলিপ্সাচ জ্বর মুক্তস্য লক্ষণং। দাহো লঘুব্যাপগতক্লমমোহতাপঃ। পাকোমুখে করণ সৌষ্ঠবম ব্যথত্বং। স্বেদঃক্ষবঃ প্রকৃতগামি মনোঽন্নলিপ্সা। কণ্ডুশ্চ মূর্দ্ধি বিগত জ্বরলক্ষণানি॥ ২১৭

ইতিজ্বরাঃ সমাখ্যাতা কর্ম্মেদানীং প্রবক্ষ্যতে॥

বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকজ্বর ইহারা ক্রমানুয়ে বর্ষা, শরদ, ও বসন্তকালে হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর, ও বসন্ত কালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হয়, ইহাদিগকে প্রাকৃত জ্বর কহে। যে সময় যে জ্বর হওয়া উচিত তাহার পরিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক। বসন্ত কালে পৈত্তিক ও শরৎকালে যদি বাতিক জ্বর হয় তাহা হইলে বৈকৃত জ্বর কহে। বর্ষাকালে প্রাকৃত বাতিক জ্বরও দুঃসাধ্য হয়, কারণ বর্ষাতে বায়ু দূষিত হইয়া পিত্তশ্লেষ্মা যুক্ত হইলে জ্বর হয়। শরৎকালে পিত্ত দূষিত হইয়া কফের অনুবল লইয়া জ্বর জন্মায়। তাহার স্বভাবেতে অনশন দিতে শঙ্কা নাই, ঐপ্রকার বসন্ত কালেও কফ দুষ্ট হইয়া বাত পিত্ত অনুবল করিয়া জ্বর জন্মায়। এইরূপ স্বস্ব কালে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, অন্তর্দ্দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, ঘন ঘন নিশ্বাস, ভ্রান্তি, ঘর্ম্মাবরোধ সন্ধি-স্থানে ও অস্থিতে বেদনা বোধ, অন্তরবেগ জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও মলের অবরোধ, বাহ্য প্রদেশে অ-ধিক সন্তাপ ও তৃষ্ণার লাঘব হইলে বহির্বেগ জ্বর কহে, কিন্তু ইহা সুখ সাধ্য, মুখ দিয়া জল উঠে, বমনেচ্ছা, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখ বিস্বাদ, দেহ ভার, ক্ষুধা রহিত, ঘনঘন মূত্র হয়, শরীরের জড়তা ও জ্বর প্রবল বেগে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধের ন্যায় শয্যাগত হইয়া থাকে। আম জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়, এ অবস্থায় বলকারক পাঁচন ও রসায়ন অর্থাৎ শক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে না। কারণ দোষ পক্ক না করিয়া ঔষধাদিতে জ্বর বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অষ্টাহের মধ্যে যদি

আম জ্বর বিকার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে রোগিকে ঔষধ দিতে হইবে, অষ্টাহ অপেক্ষা করিবে না, উত্তমরূপে নাড়ী পরীক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র বাহ্য লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বিকার বোধ করিবেক না। দোষ পরিপাক কালিন জ্বরের বেগ অধিক, তৃষ্ণা, প্রলাপ, ঘন ঘন নিশ্বাস, ভ্রান্তি, মলনিঃসরণ ও বমি হয়, দোষ পক্ক অর্থাৎ পুরাতন হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে সাধারণ জ্বরে এই দশ উপদ্রব হইয়া থাকে, যথা শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবন্ধ, হিক্কা, কাসি, ও অঙ্গ বেদনা ইত্যাদি।

অল্প দোষ ও অনুপদ্রব যে জ্বর তাহা সুসাধ্য নানা কারণে জন্মিয়াছে ও বহু চিহ্ন বিশিষ্ট যে জ্বর সে প্রাণ নাশ করে, আরও যে জ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে শীঘ্র অবশ করে সেও প্রাণান্তকারক হয়।

গম্ভীর জ্বরে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইলে ও ফুলিলে তাহার সে জ্বরকে গম্ভীর জ্বর কহে। সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ হইলে রোগী রক্ষা পায় না, আর যে জ্বরে কেশ সীমন্তকৃত অর্থাৎ কেশ উঠিয়া যায় সেই বলবান জ্বরও অসাধ্য।

যে জ্বরে অন্তর্দ্দাহ ও তৃষ্ণা হয় এবং দোষ সকল শীঘ্র পরিপাক হয় না, শ্বাস ও কাসের উপদ্রব হয়, আর যে জ্বর আরম্ভ পর্য্যন্ত বিষম ও সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়, অতিশয় রুক্ষ, ক্ষীণ ব্যক্তির গম্ভীর জ্বর হইলে সে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, নিঃশব্দ হইয়া যে রোগী দুঃখ করে ও পতিত হইয়া যে রোগী নিদ্রিত হয় অথবা যাহার বাহ্য প্রদেশ শীতল ও অভ্যন্তরে অতিশয় দাহ হয় সে রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু হয়।

যে রোগীর লোমাঞ্চগাত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে আঘাত জন্য বেদনা বোধ ওমুখ দিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে তাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট। হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, সজ্ঞারহিতও সর্ব্বদা ঘন ঘন শ্বাস এই সকল লক্ষণাক্রান্ত রোগী প্রায় বাঁচে না, ইন্দ্রিয় সকলের প্রভা রহিত, অতিশয় দুর্ব্বল, ভোজ্য দ্রব্যে স্পৃহা রহিত, নাড়ীর গতি গম্ভীর ও দ্রুত হয় তবে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেক। দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রান্তি, কম্প, বিটভেদ গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও মুখে দুর্গন্ধ জ্বর ত্যাগের এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ। দেহ শীতল সকল উপদ্রব নাশ, দেহ লঘু, আহার করিলে পূর্ব্ববৎ মলত্যাগ, মুখেরশ্রী, জ্বরজন্য মুখ বৈজাত দুর হইয়া পূর্ব্বের দ্রব্য সকলের রসবোধ, ঘর্ম্ম, হাঁচি, মনের স্বচ্ছন্দতা, অন্নে রুচি, মস্তক কণ্ডূয়ন, মুখে জ্বরঠুটা হয়, ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন হয় ও স্বাভাবিক কর্ম্মে মন নিবেশ এই সকল জ্বরত্যাগের লক্ষণ।

নাসা জ্বরলক্ষণ ।

বাতশ্লেষ্মা রক্তের সহিত যোগ হইয়া নাসিকা কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়, পরে জ্বর প্রকাশ হয়, ইহাতে নাসিকা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে নাসা জ্বর আরোগ্য হয় ।

জীর্ণ জ্বরলক্ষণ ।

একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত যদি জ্বর ত্যাগ না হয়, এবং যে জ্বর প্লীহাদির দ্বারা জীর্ণ ভাব হইয়া শরীরে থাকে তাহাকে জীর্ণ জ্বর কহে। এক্ষণে সমুদায় জ্বরের লক্ষণ, কারণ ও পূর্ব্ব রূপাদি সকল বলা হইয়াছে অধুনা চিকিৎসা কথিত হইবে ।২১৭

জ্বরের চিকিৎসা।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রেতু দশরাত্রেতু পৈত্তিকঃ।
শ্লৈষ্মিকোদ্বাদশাহেতুজ্বরঃপাকমুপৈতিহি ॥২১৮

বাতিক জ্বর সপ্ত রাত্রে পাক পায়, পৈত্তিক জ্বর দশ রাত্রে ও শ্লৈষ্মিক দ্বাদশ রাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়। ২১৮

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রস্তু জীর্ণজ্বর মতঃপরং। ২১৯

সপ্ত রাত্র পর্য্যন্ত তরুণ, দ্বাদশ রাত্র পর্য্যন্ত মধ্য, ইহার পর জীর্ণ জ্বর কথিত কিন্তু দোষের পক্কাপক্ক বিবেচনা দ্বারা তরুণত্ব ও জীর্ণত্ব বোধ করিবে। আমর্য্যাদা রাত্রি শব্দে দিবার উপলক্ষক। ২১৯

নবজ্বরীভবেদ্‌যত্নাৎ গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ।
যথর্ত্তুপক্কং পানীয়ংপিবেৎকিঞ্চিন্নিবারয়ন্ ॥২২০

নবজ্বরী ভারি অথচ উষ্ণ বস্ত্র অর্থাৎ কম্বল ও বনাতাদিতে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকিবে, এবং যে ঋতুতে যেরূপ জল পাকের বিধান আছে, তদ্রূপ জলসিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবে, কিঞ্চিৎ খাইবে অর্থাৎ জলপানের যেমন আকাঙ্ক্ষা সেরূপ পান করিবে না কিন্তু কিঞ্চিৎ পান করিবে। ২২০

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নিবাত নিলয়েবসেৎ ।
নিবাতমায়ুষোবৃদ্ধি মারোগ্যংকুরুতে যতঃ ।২২১

সামান্যতঃ জ্বরযুক্ত ব্যক্তির প্রথমেই বায়ুশূন্য স্থানে থাকা উচিত যেহেতু বায়ুশূন্য স্থান হইলে আয়ুর বৃদ্ধি ও রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে । ২২১

তরুণন্তু জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ ।
আমদোষমলিঙ্গাস্তা ল্লঙ্ঘয়ীত যথাবিধি ॥ ২২২

প্রথমে নবজ্বরকে লঙ্ঘন দ্বারা নাশ করিবে ও আমদোষের চিহ্নের অভাব প্রভৃতি যথাবিধি লঙ্ঘন করা উচিত । ২২২

আমাশয়স্থোহত্বাগ্নিং সামমার্গান্ পিধাপয়ন্ ।
বিদধাতি জ্বরন্দোষস্ত স্মাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ ॥ ২২৩

জ্বরী ব্যক্তি লঙ্ঘন করিবে, কারণ আমাশয়স্থ দোষ ও বাতাদি স্বীয় কারণে দুষ্ট হইয়া সামদোষ অর্থাৎ আম অপক্ক সংযুক্ত হয় ও অগ্নিনষ্ট করিয়া রস পথকে আচ্ছন্নকরত মলের দ্বার বিধান করে তন্নিমিত্ত জ্বরী লঙ্ঘন করিবেক । ২২৩

চতুষ্প্রকারাসংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনং ॥২২৪

বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচন এই চারি প্রকার শোধন । পিপাসা সহিষ্ণুতা, বায়ুস্পর্শ, রৌদ্রস্পর্শ, পাচন উপবাস ও ব্যায়াম এই সকল লঙ্ঘন দ্রব্য । ২২৪

আনন্দস্তিমিতৈর্দোষৈ র্যাবন্তং কালমাতুরঃ।
কুর্য্যাদনশনস্তাবৎ ততঃ সংসর্গমাচরেৎ ॥২২৫

যাবৎকাল পর্য্যন্ত রোগীর মলাদির শুদ্ধি না হয়, অর্থাৎ দোষ থাকে, তাবৎ কাল উপবাসরূপ লঙ্ঘন করিবে পরে মলাদি শুদ্ধি হইলে ভোজনাদির ব্যবহার করিবে। ২২৫

লঙ্ঘনেন ক্ষয়ংনীতে দোষে সন্ধুক্ষিতেঽনলে।
বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে ॥ ২২৬

লঙ্ঘন দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত, অগ্নিদীপ্ত শরীর বিজ্বর ও লঘুতা হইলে জ্বরির ক্ষুধা হয়। ২২৬

বাত মূত্র পুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য শুদ্ধৌতন্দ্রাক্লমেগতে
স্বেদেজাতে রুচৌচাপি ক্ষুৎপিপাসা সহো-
দয়ে। কৃতংলঙ্ঘনমাদিশ্যং নির্ব্যথে চোদ-
রাত্মনি ॥ ২২৭

বায়ু, মূত্র, বিষ্ঠার ত্যাগ ও শরীরে লঘুত্ব হইলে এবং হৃদয়ের শুদ্ধি উদ্গারের শুদ্ধি, কণ্ঠ ও মুখের প্রকৃত রসতা, নিদ্রার ন্যায় গ্লানি অভাব ক্লান্তি, চিন্তা, ঘর্ম্মাগম, ক্ষুধা ও পিপাসা এই সকল লক্ষণ একেকালে উদয়, মন ব্যথা শূন্য হয় এবং লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া শেষ হইলে আহারাদি প্রদান করিবে ॥ ২২৭

নবেজ্বরে লঘোদেহে প্রচলেষু মলেষু চ।

পক্কং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরেদেয়ং তদৌষধং ॥ ২২৮

মৃদু জ্বরে অর্থাৎ জ্বরের কোপ হ্রাস হইলে এবং মূত্র পুরীষ স্বস্থান হইতে প্রচলিত ও দেহ লঘু হইলে দোষ পক্ক জানিয়া জ্বরে ঔষধ দিবে। ২২৮

জ্বরোব্যতীতে ষড়হেজীর্ণইত্যুচ্যতেবুধৈঃ।
দশরাত্রাৎ পরংজীর্ণমাহুরন্যেমনীষিণঃ ॥ ২২৯

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন ছয় দিবস অতীত হইলে জ্বর জীর্ণ হয়. মতান্তর বাদীরা কহেন যে দশ রাত্রির পর জ্বরকে জীর্ণ জ্বর কহিতে হইবে। ২২৯

বাতিকে সপ্তরাত্রেতু দশরাত্রেতু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেতু জ্বরেযুঞ্জীত ভেষজং ॥ ২৩০

রাত্রি শব্দে দিবস বুঝিতে হইবে সপ্তম দিনে বাতিক জ্বরে ঔষধ দিবে, দশরাত্রির পর পৈত্তিক জ্বরে ভেষজ দিবে আর দ্বাদশ দিবসে কফ জ্বরে ঔষধ দিবে। ২৩০

সপ্তরাত্রেণ পচ্যন্তে সপ্তধাতু গতামলাঃ।
নিরামস্তুততঃপ্রক্তোজ্বরঃপ্রায়োষ্টমেহনি ॥ ২৩১

সপ্তম দিবসে সপ্ত ধাতু * প্রাপ্ত দোষ পরিপাক হয়, পরে

---

* সপ্ত ধাতু অর্থাৎ শুক্র, শোণিত, মেধ, মর্জ্জা. বায়ু, পিত্ত ও কফ এই সপ্ত ধাতুতে দেহ নির্ম্মিত হয়।

বিরাম হয়, অতএব প্রায় অষ্টা দিবসে জ্বর বিরাম হয় তা-হাতে ঔষধ দিবেক। ২৩১

পৈত্তিকেবা জ্বরেদেয়মল্পকাল সমুত্থিতে।
অচির জ্বরিতস্যাপিভৈষজ্যংদোষপাকতঃ ॥২৩২

অল্পকাল জনিত পৈত্তিক জ্বরে দোষ পাক করিয়া ঔষধ দিবেক সেই প্রকার দশ রাত্র অপেক্ষা না করিয়া অচির জ্বরিতের ও পৈত্তিকের দোষপাক দর্শনে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ২৩২

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুতঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং।
দোষ প্রবৃত্তিরুৎসাহো নিরাম জ্বরলক্ষণং ॥২৩৩

ক্ষুধা হয়, শরীরের ক্ষীণতা ও লঘুত্ব, জ্বর মৃদু, দোষের স্ব-মার্গে গমন ও উৎসাহ নিরাম জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়। ২৩৩

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চ বিধঃকালো ভৈষজ্য গ্রহণেনৃণাং।
তত্রানুক্তে প্রভাতংস্যাৎ কষায়েষু বিশেষতঃ ॥২৩৪

মনুষ্যদের ঔষধ সেবনের পাঁচ প্রকার কাল নিরূপিত হইয়াছে; তাহাতে নির্দ্ধারিত কাল অনুক্ত হেতু প্রাতঃকাল উত্তম সময় বিশেষত কষায় পানের, ভুক্ত পূর্ব্বে, কোন ঔষধ ভোজন সময়ে, কোন ঔষধ সায়ংকালেও কোন ভেষজ রাত্রিতে শয়ন সময়ে ইত্যাদি। ২৩৪

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনি র্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মমৃতংযথা ॥৩৫

যে প্রকার, বিষ আর যে প্রকার অস্ত্র, এবং যে প্রকার অগ্নি অথবা যে প্রকার বজ্র, ঔষধ অবিজ্ঞানে অর্থাৎ রোগের বিশেষ জ্ঞান না করিয়া এবং দ্রব্যের গুণাগুণ না জানিয়া যে ঔষধ প্রয়োগ করা তাহা সেই প্রকার হয়, কিন্তু জানিয়া ঔষধ প্রয়োগে যাদৃশ অমৃত তাদৃশ ঔষধ। ২৩৫

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তম ভেষজংভবেৎ।
ভেষজঞ্চাপি দুর্যুক্তং তীক্ষ্ণংসম্পদ্যতেবিষং॥২৩৬

যোগেতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রদান করিলেও উত্তম ঔষধ হয়, ঐরূ-প ঔষধ দুর্যুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ তুল্য হয় অতএব উত্তমরূপে রোগ জানিয়া দোষের ভাগ বিবেচনাপূর্ব্বক আর ঔষধ দ্রব্যের গুণাগুণ উত্তমরূপে বিবেচনা করিবে অর্থাৎ রোগানুযায়িক ঔষধ দিবেক। ২৩৬

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যেভক্তং সভক্তকং।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গংভক্তয়োরন্তরেপিচ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে বাপি মুহুর্মুহুরিতিস্মৃতঃ॥
কালাদশৈতেধীমদ্ভি রৌষধস্যপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥২৩৭

ভোজন রহিত করিয়া ঔষধ সেবন করিবে অর্থাৎ অনাহা-রী ঔষধ সেবন আর আহারের পূর্ব্বে ঔষধ ভক্ষণ করিবে, আর ভোজনের মধ্যে ভক্ষণ, ভোজনের সহিত ভক্ষণ, ভোজনোপরি ভক্ষণ, এবং কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া অর্দ্ধেক ভোজনের পর ঔষধ ভক্ষণ, তৎপরে অর্দ্ধেক ভোজন এবং গ্রাসে২ ভক্ষণ, মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে ভক্ষণ। ঔষধ ভক্ষণের এই দশ প্রকার সময় নিরূপিত হইয়াছে। ২৩৭

ভবতিচ বহুবীর্য্যং ভেষজং ভক্তহীনং
হ্যপনযতিচ রোগান্ক্ষিপ্রমাবদ্ধমূলান্।
মৃদুশিশুযুবতীনাং ক্ষীণবৃদ্ধা সহানাং
জনয়তি বলহানিংগ্লানি মঙ্গস্যখেদং॥ ২৩৮

আহার শূন্য ঔষধ ভক্ষণে ঔষধের বহুবীর্য্য হয়, এবং আবদ্ধমূল রোগ সকলকে শীঘ্র বিনাশ করে, মৃদু ব্যক্তি, শিশু ব্যক্তি, যুবতী স্ত্রী, ক্ষীণ ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, অসহনশীল ব্যক্তি ইহাদের বল হানি, গ্লানি, এবং দেহের দুঃখ হয়, অতএব ইহারা কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ঔষধ সেবন করিবে। ২৩৮

তদ্ধিমারুত ক্ষুত্তৃষ্ণা মুখশোষ সমন্বিতৈঃ।
নকার্য্যং গর্ভিনীবাল বৃদ্ধদুর্ব্বল ভীরুভিঃ॥
নক্ষয়াধ্ব শ্রমক্রোধ কামশোক ভয়জ্বরে॥ ২৩৯

অনশনরূপ লঙ্ঘন অতিবৃদ্ধ ও বায়ু প্রধান জ্বরির কর্ত্তব্য নহে বায়ু প্রধান এ স্থানে নিরাময় বায়ু, সামবায়ুতে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। তৃষিত, ক্ষুধিত, মুখশোষ বিশিষ্ট ও শ্রম যুক্ত জ্বরির কর্ত্তব্য নহে। গর্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভীরু, ক্ষয় প্রাপ্ত, পথশ্রম, ক্রোধ, কাম, শোক, ভয় প্রাপ্ত ও জ্বরির অনশন নিষেধ। ২৩৯।

কফপিত্ত দ্রব ধাতৌ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ।
আমক্ষয়াদূদ্ধমপি বায়ুনসহতে ক্ষণং॥ ২৪০

কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু প্রযুক্ত মহৎ লঙ্ঘন সহে কিন্তু বায়ু রস ক্ষয়ের পর ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহে না। ২৪০

অতি লঙ্ঘিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা তস্য সন্তর্পণং হিতং।
দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জুর পিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ
তর্পনার্হে তু কর্ত্তব্যং তর্পণ জ্বর সান্তয়ে। ২৪১

অতিশয় লঙ্ঘিত লোককে বিবেচনা পূর্ব্বক তৃপ্তি জনক দ্রব্য খাওয়াইবে; যথা—দ্রাক্ষা, দাড়িম, খেজুর, পিয়াল ও পালসা ফল এই কয়েক দ্রব্য সমভাগ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ একত্র করিয়া দিবে ইহাকে তর্পা। অর্থাৎ তৃপ্তিজনক কহে। তর্পা। যোগ্য ব্যক্তিকে জ্বর শান্তির নিমিত্ত তর্পা। অতি হিত জনক। ২৪১।

পর্ব্বভেদোহঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্যচ।
ক্ষুৎপ্রণাশোহরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ
মনসঃ সম্ভ্রম স্তীক্ষ্ণ মূর্দ্ধ্ব বাত স্তমো হৃদি।
দেহাগ্নি বলহানিশ্চ লঙ্ঘনেহতিক্রুতে ভবেৎ॥ ২৪২

অতিশয় লঙ্ঘন হইলে অর্থাৎ লঙ্ঘন প্রয়োজন অতিক্রম হইলে নিম্ন লিখিত উপদ্রব হয়; যথা—সকল পর্ব্বেতে ভঙ্গবৎ বেদনা বোধ, অঙ্গ বেদনা, কাস, মুখের শোষ, ক্ষুধার নাশ, অরুচি তৃষ্ণা, শরীরের দুর্ব্বলতা, কর্ণ ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, অর্থাৎ অল্প শ্রবণ ও অল্প দর্শন এবং অন্তকরণে নিরন্তর ভ্রম, ঊর্দ্ধগত বায়ু উদ্গার বাহুল্য, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, শরীর অগ্নিবর্ণ, বলের হানি, অতএব লঙ্ঘন প্রয়োজন পর্য্যন্ত বলের অবিরোধ করাইবে। ২৪২

তৃষ্ণা বলীয়সী ঘোরা সদ্যপ্রাণ বিনাশিনী ।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্থায় পানীয়ং প্রাণধারণং ॥ ২৪৩

হারীত মুনি বলেন, যে তৃষ্ণা অতিশয় বলবতী ভয়ানকা, ও সদ্য প্রাণ নাশিনী সেইহেতু তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণা-স্বরূপ জলপান করাইবে । ২৪৩

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ।
অতঃ স্বর্ব্বাস্ব বাস্থাসু নবারি বারয়েৎ ॥ ২৪৪

চরক কহেন যে তৃষ্ণায় মোহ হয়, মোহেতে প্রাণ বিনাশ হয়, অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জ্বরিই হউক বা না হউক, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলাবস্থাতে কেহই বারি বারণ করিবে না । ২৪৪

জ্বরে নেত্রাময়ে কুষ্ঠে মন্দাগ্নাবুদরে তথা ।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে স্বয়মৌক্ষয়ে ।
ব্রণেচমধুমেহেচ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥ ২৪৫

জ্বর রোগে, নেত্র রোগে, কুষ্ঠ রোগে, অর্থাৎ বোলতা দংশনের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলাকার অথচ রক্তিমা, মন্দাগ্নি ও উদরাগ্নিরোগে, অরুচিতে, প্রতিশ্যায় রোগে, প্রাসক রোগে, শোথে, ক্ষয়রোগে, ব্রণরোগে, এবং মধুমেহে জলপান করিবে । ২৪৫

অতিযোগেন সলিলংতৃষ্যতেঽপি প্রয়োজিতং ।
প্রয়াতি শ্লেষ্ম পিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ ॥ ২৪৬

তৃষ্ণাতুর জরী ব্যক্তি অতিশয় জলপান করিলে পিত্ত শ্লেষ্মা প্রাপ্ত হয়। ২৪৬

বাতশ্লেষ্ম জ্বরার্ত্তায় হিতমুষ্ণাম্বু তৃষ্যতে।
দীপনং স্যাৎ কফচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনং॥
তদ্ধিমার্দবকৃদ্দোষ শ্রোতসাং শীত মন্যথা। ২৪৭

বাতশ্লেষ্মা জ্বর যুক্তব্যক্তিকে উষ্ণজল পান করাইলে হিত হয় এবং তৃষিতের ও হিত হয়, অগ্নি দীপ্তকারক, কফ বিচ্ছেদ কারক, বায়ু পিত্তের অনুলোম কারক দোষ ও নাড়ী সকলের মৃদুতা কারক হয়, কিন্তু শীতল জলপানে তাহার বিপরীত হয়। ২৪৭

তৃষ্ণায়াং প্রাপ্ত মুষ্ণাম্বু পিবেদ্বাত কফজ্বরে।
তৎকফং বিলয়ং নীত্বা তৃষ্ণামাশু নিবর্ত্তয়েৎ॥
উদ্দীপ্য চাগ্নিং স্রোতাংসিমৃদুকৃত্যবিশোধয়েৎ।
বাতপিত্তকফস্বেদং সকৃন্মূত্রাণি সারয়েৎ॥ ২৪৮

পিপাসাতে ও বায়ু কফজনিত রোগে তপ্ত জল পান করিবে কারণ সেই কফকে লয় করিয়া তৃষ্ণা শীঘ্র নিবারণ করে আর অগ্নিকে উদ্দিপন করিয়া স্রোতোপথ সকলকে মৃদু করিয়া বিশেষ শোধন করে এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ঘর্ম্ম-মল ও মূত্রকে নিঃসরণ করে। ২৪৮

ত্রিপাদশেষং সলিলং গ্রীষ্মে শরদিশস্যতে।
হিমেহর্দ্ধশেষং শিশিরে তথা বর্ষাবসন্তয়োঃ॥ ২৪৯

ত্রিভাগাবশেষ জল গ্রীষ্মকালে আর শরৎকালে প্রশস্ত, হেমন্তে, শিশিরে, বর্ষাতে ও বসন্তে অর্দ্ধশেষ ভাল। ২৪৯

পাদশেষন্তু তৎতোয় মারোগ্যাম্বু তদুচ্যতে।
আরোগ্যাম্বু সদাপথ্যং কাসশ্বাস কফাবহং
সদ্যোজ্বরহরংগ্রাহি দীপনং পাচনং লঘু।
অনাহপাণ্ডুশূলার্শো গুল্মশোথোদরাপহং ॥২৫০

পাদাবশেষ সিদ্ধ জলকে আরোগ্য জল কহে, আরোগ্য জল সর্ব্বদা স্রোত নাড়ী পথে রহিত অর্থাৎ নাড়ী পরিস্কার থাকে ক্লেদ হয় না। শ্বাসকাস কফ নাশক, সদ্য জ্বর নাশক, গ্রাহক অগ্নিদীপক পাচক লঘু অনাহরোগ অর্থাৎ বাহ্যমূত্র নিষ্ঠ্যাবরোধ পাণ্ডুরোগ, শূল, অর্শ, গুল্ম, শোথ, উদররোগ ইত্যাদির নাশক হয়। ২৫০

হেমন্তে শিশিরে চাম্বু সারসং বাতড়াগজং।
বসন্তগ্রীষ্ময়োঃকৌপংবাপ্যম্বানির্ঝরংহিতং ॥২৫১

হেমন্তে আর শিশির ঋতুতে সরোবরের জল আর বড় দীর্ঘাকার অর্থাৎ যাহার উচ্চতট আছে তাহার জল, বসন্ত আর গ্রীষ্মে কূপের জল দীর্ঘিকার ও ঝরনার জল হিতকারি। ২৫১

নদেয়ং বারিনাদেয়ং বসন্ত গ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ।
বিষবৎপত্রপুষ্পাদি দুষ্টনির্ঝরয়োর্গতঃ ॥২৫২

নদের জল বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে দিবেক না। কারণ বিষতুল্য পত্র, পুষ্পাদি ও নির্ঝর যোগ হেতু নদের ঝর্ণার জলের সহিত পত্র পুষ্পাদি পড়িয়া পচে এহেতু পান নিষেধ। ২৫২

স্হৃতংশীতংপুনস্তপ্তং তোয়ংবিষসমংভবেৎ ৷
নির্যূহোপিতথাশীতঃপুনস্তপ্তবিষোপমঃ ॥২৫৩

শীতল পাকজল পুনরায় তপ্ত করিলে বিষতুল্য হয় ক্কাথাদি শীতল হইলে পুনর্ব্বার তপ্ত করিয়া গ্রহণ করিলে বিষতুল্য হয়। ২৫৩

মূর্চ্ছাপিত্তৌষ্ণদাহেষু বিষেরক্তেমদাত্যয়ে
ভ্রমশ্রমপরীতেষু তমকেবমথৌতথা
ধুমোদ্গার বিদগ্ধেহন্নে শোষেচমুখকণ্ঠয়োঃ ৷
উর্দ্ধগে রক্ত পিত্তেচ শীতমম্ভঃপ্রশস্যতে ॥ ২৫৪

মূর্চ্ছারোগে পিত্তকৃত উষ্ণতাতে, দাহ রোগে, বিষজনিত রোগে, রক্তদোষ মাত্রে মদাত্যয় রোগে,ভ্রম, শ্রমপ্রাপ্তে, তমক শ্বাসে, বমিতে, ধূমোদ্গার বিশিষ্টে, বিদ্ধ পাকপ্রাপ্ত অন্নে অর্থাৎ দরকচা, মুখকণ্ঠ শোষে ও ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে, শীতল জল প্রশস্ত অর্থাৎ কাঁচাজল, খাইবেক। ২৫৪

প্রাক্কর্ম্ম বমনং চাস্য কার্য্যমাস্থাপনং তথা
বিরেচনং তথা কুর্য্যাৎস্বেদ নিঃসরং তথা ॥ ২৫৫

জ্বরের প্রথমেই বিরেচন, কোন অবস্থায় বমন, স্বেদ নিঃসরন অর্থাৎ ঘর্ম্ম ও মূত্রাদির নিঃসরণ। ২৫৫

ক্রমেণ বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে ৷
পিত্তপ্রায়ে বিরেচন্ত কার্য্যংপ্রশিথিলাশয়ে ॥২৫৬

শ্লেষ্মাজ্বরে বমনকারক ঔষধ দিয়া জ্বরের প্রকোপ কমাইবে ও বিরেচক ঔষধ দিবেক। ২৫৬

বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং নতু বাময়েৎ ।
বমনং ক্লেশবাহুল্যাৎ হন্যাল্লঙ্ঘন কর্ষিতং ॥ ২৫৭

বিজ্ঞচিকিৎসক বমনকারি রোগীকে লঙ্ঘন করাইবে ও লঙ্ঘন কারিকে বমনকারক ঔষধ দিবেক না কারণ ক্লেশ বাহুল্য হেতু লঙ্ঘনকৃশিত ব্যক্তি বমনদ্বারা বিনাশ হয়। ২৫৭

স্নিগ্ধোষ্ণংমারুতে শস্তং কফেরুক্ষোষ্ণ মীষ্যতে ।
অনুপানং হিতংবারিপিত্তে মধুর শীতলং ॥ ২৫৮

বায়ুরোগে ঔষধের অনুপান স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, পিত্তেতে মধুর শীতল ও প্রশস্ত এবং কফরোগে রুক্ষ ও উষ্ণ দিবে। ২৫৮

যথা জলগতংতৈলং ক্ষণেনৈব প্রসর্পতি ।
তথাভৈষজ্যমঙ্গেষু প্রসর্পত্যনুপানতঃ ॥ ২৫৯

জলগত তৈল যেমন ক্ষণমাত্রে প্রসারিত হয়, অনুপান সংযোগে ঔষধ পান করিলে সেই প্রকার প্রসরণ হইয়া ব্যাপিত হয়। ২৫৯

ঔষধং খল্লিং নিক্ষিপ্তা দণ্ডেন গাঢ়মর্দ্দনাৎ ।
প্রসন্নবদনো ভুক্ত্বারোগো মুঞ্চতি নিশ্চিতং ॥ ২৬০

ঔষধ খলেতে নিঃক্ষেপ করিয়া দাঁটিতে উত্তমরূপে মাড়িয়া প্রসন্নবদনে ভক্ষণেতে নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হয়। ২৬০

দশরক্তিক মাষেণ গৃহীতং তোলকদ্বয়ং।
দত্বাম্বু ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশোষিতং২৬১

পাঁচন দ্রব্য সমুদায়ে দশরতি প্রমাণে মাষার হিসাবে ২ দুই তোলা লইবে জল তাহার ষোলগুণ অর্থাৎ ৩২ তোলা পাক শেষ ৮ তোলা সকল পাঁচন মাত্রেই এই বিধি। ২৬১

এভির্ম্মাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি যত্নতঃ পাচনাদিষু ॥
আরগ্বধ গ্রন্থিকমুস্ত তিক্তা হরীতকীভিঃ
ক্বথিতঃকষায়ঃ। সামে সশূলে কফবাত
পিত্তে জ্বরে হিতোরেচন পাচনঞ্চ॥ ২৬২

সোঁদালু আটা, পিপুল মূল, মুথা, কটকী ও হরীতকী ইহাদের প্রতি ৩২ রতি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে সিদ্ধ করিয়া ঐক্বাথে সোঁদালু আটা দিবেক। ২৬২

জীর্ণজ্বর গরচ্ছর্দ্দি গুল্ম প্লীহোদরিষুচ।
শূলে শোথে মূত্রঘাতে ক্রিমিরোগে
বিরেচয়েৎ ॥২৬৩

জীর্ণজ্বরে দূষীত, বিবপানে, গুল্মরোগে, প্লীহাতে, উদরীতে, শূলরোগে, শোথে, মূত্রাঘাতে ও ক্রিমি রোগে বিরেচন করাইবে ইহাতে সামজ্বর পিত্তজ্বর ও বেদনাযুক্ত জ্বরনিবারণ হয়। ২৬৩

অনন্তা বালকংমুস্তং নাগরং কটুরোহিণী
পিষ্টা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষ

সম্মিতং। কল্কঃ স্বল্পেনকালেন হন্যাৎ
সর্ব্বজ্বরাময়ং। বিদধ্যাৎ কোষ্ঠসংশুদ্ধি
দীপয়েচ্চ হুতাশনং॥ ২৬৪

অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠী ও কটকী এই কএক দ্রব্য ২ দুই তোলা জলে বাটিয়া পরে উষ্ণজলে গুলিয়া খাইলে শীঘ্র সকল জ্বর নষ্ট হয় ও কোষ্ঠ শুদ্ধি এবং অগ্নি দীপন হয়।২৬৪

গুড়ুচ্যাদি ক্বাথ।

গুড়ুচীধান্য কারিষ্ট পদ্মকং রক্তচন্দনং।
এষাং ক্বাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বর হরঃস্মৃতঃ।
দীপনোদাহহৃল্লাস তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দরুচীর্হরেৎ॥ ২৬৫

গুলঞ্চ, ধনে, নিম্বছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত ২তোলায় পাচনবৎ ক্বাথ পানে সর্ব্বজ্বর নাশ হয়। আর অগ্নি দীপনকারক, দাহ, হৃল্লাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও অরুচিহারক হয়। ২৬৫

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধ্যামকং বৃহতীদ্বয়ং
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যোজ্বরা-
পহং॥ ২৬৬

শুণ্ঠী, দেবদারু, বহেড়া তদাভাবে বেনারমূল, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী প্রমাণ প্রত্যেকে ৩২ রতি মিলিত ১৬০ রতি অশী-তি রক্তিক তোলক প্রমাণ জল ৩২তোলা পাদাব শেষ কর্ত্তব্য

পাঁচনের সর্ব্বত্র এই প্রমাণ। নাগরাদিক্বাথ সর্ব্বজ্বরে দেওয়া-যায়। ২৬৬

বৃশ্চীর বিল্ববর্ষাভু পয়ঃসোদক মেবচ
পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তু পেয়ংসর্ব্বজ্বরাপহং২৬৭

শ্বেত পুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, রক্ত পুনর্ণবা মিলিত ২ দুই তোলাও দুগ্ধ১৬ তোলা দুগ্ধবাশেষ জ্বরীপান করিলে বিবিধ প্রকার জ্বর নাশ হয়। ২৬৭

পথ্যাদি পাচন।

পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃশৃতংপেয়ং।
পাচন সারকযুক্তংমুনিভির্জীর্ণ জ্বরেসামে॥২৬৮

হরীতকী, সোঁদালুআটা, কটকী, তেউড়ী মূল ও আম-লকী সকলে ২ দুই তোলা এবং জল পুর্ব্বমত। ঐ ক্বাথে সারক যোগ করিবে অর্থাৎ এরণ্ড তৈল, তেউড়ি, চূর্ণ, রেউচিনি, শোনামুখি চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে সাম জীর্ণজ্বর ও নবজ্বরে প্রযোজ্য। ২৬৮

নারীচ রস।

সূতগন্ধকয়োস্তুল্যংসূত তুল্যঞ্চ তুত্থকং।
টঙ্কণং পিপ্পলীশুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বি-
মিশ্রিতৌ। সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তি
নাংচূর্ণমেবচ। স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্ত

মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ং॥ নারিকেলোদকেস্থাপ্যং
মন্দমন্দানলেনচ। তৎ কল্কং পাচয়েৎ
ক্ষিপ্তং তুল্যেনিধাপয়েদ্ভিষক্। অনেন
নাভিলেপেন রাজযোগ্য বিরেচনং॥ ব-
টিকা লেপমাত্রেণ দশবার বিরেচনং॥ ২৬৯

পারা১, গন্ধক১, তুঁতে১, সোহাগা২, পিপুল২ ও শুণ্ঠী দন্তী-
বীজ ৯ নয় মনসার আটাতে তিনদিবস মর্দ্দন করত পরে নারি-
কেল জলে স্থাপন করিয়া পাক করিবে পরে এই ঔষধ না-
ভির চরি পার্শ্বে লেপদিলে দশবার রেচন হইবেক।
ইহা রাজ যোগ্য ঔষধ। ২৬৯

নরাচরস।

জয়পালং সমংসূতং ব্যোষং টঙ্কণ গন্ধকং।
নরাচস্য রসোমাষা মাত্রা সর্পিঃ সিতাযুতং॥
হন্তি গৃহ্যমানং মামোদোষোদ্ভবং জ্বরং।
বিনাজ্বর বিরেকেণ শীতাম্বুনা নিষেবনং॥ ২৭০

জয়পালচূর্ণ১, পারা১, ত্রিকটু৩, সোহাগা১ ও গন্ধক১, জলে
মর্দ্দন করত এই নরাচরসনামক ঔষধ ২ দুই আনামাত্রা সেবনে
মল মূত্ররোধক রোগ এবং আমদোষোদ্ভব জ্বর নষ্ট হয়। জ্বর
ভিন্ন অন্য রোগে শীতল জল অনুপান। ২৭০

তৃষ্ণার্থে।

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফে জ্বরার্থে সশ্বাসকাশারুচৌ।
হিতংজলং দীপনঞ্চ পটোলশুণ্ঠী যবপিপ্পলীনাং॥ ২৭১

বাতশ্লেষ্মাজ্বরে তৃষ্ণার্থে পল্‌তা, শুঁট, যব ও পিপুল, এই কএক দ্রব্য সিদ্ধ জল অতি হিতকারী। ২৭১

বৃহৎপঞ্চমূলি।

বিল্বশোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
সৃতংশীতংজলং দদ্যাৎ তৃড়্‌দাহজ্বরশান্তয়ে॥২৭২

বেল ও শোণা, পারুল, গাম্ভারীও গণিয়ারী, এই সকলে মিলিত২দুই তোলা পাক ও জল৪ সের শেষ ২ সের থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা,দাহ, ও জ্বর শান্তি পায়। ২৭২

ভূনিম্বকরবী তিক্তা বচা কটফলজংরজঃ।
এষামুদ্ধর্ষণং গাত্রেং সন্ততে স্বেদসংস্রবে॥ ২৭৩

চিরেতা, কৃষ্ণজীরা, কটকী, বচ ও কটফল ইহাদের চূর্ণ ঘর্ম্মাগমে গাত্রে মাখাইবে। ২৭৩

গোস্তনীক্ষুরসং ক্ষীরং যষ্টিমধু মধুসহ।
পেষিতং ধারয়েদাস্যে তৃষ্ণাশাম্যতি দারুণা॥২৭৪

কিশ্‌মিস্‌, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও যষ্টিমধু একত্রে পেষণ করিয়া মুখে ধারণে দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ২৭৪

গুড়ুচ্যাদি পাচন।

গুড়ুচি নিম্ব ধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনং।
এষাং ক্বাথো জ্বরংহন্তি গুড়ুচ্যাদি সুদীপনং॥
হৃল্লাসারুচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনং।

দাহে তৃষে মধুক্ষেপং চন্দনং কটুকাদ্বয়ং
বদ্ধকোষ্ঠেহতিবান্তেচ পদ্মকো মধুযষ্ঠিকা॥ ২৭৫

গুলঞ্চ, নিম, ধন্যা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন প্রতি ৩২ রতি পূর্ব্ববৎ ক্বাথ সেবনে হৃল্লাস, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নাশ, কিন্তু দাহ এবং পিপাসাতে মধু ও রক্তচন্দন স্থানে কটকী পরিবর্ত্ত করিয়া দিবে এবং বদ্ধকোষ্ঠ ও অতিবমনে পদ্মকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে যষ্টি মধু দিবে। ২৭৫

করবীরস্য পত্রাণি চন্দনং শারিবাতিলং।
তৃষ্ণাদাহ শিরোলেপিচারনালেন পেষিতং। ২৭৬

রক্ত করবীর পত্র, রক্তচন্দন, অনন্ত মূল ও তিল কাঁজিতে বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয়। ২৭৬

রক্তং করবীরমূলংপুষ্পংকুষ্ঠধাত্রিফলংসধন্যম্।
কল্‌ককোষ্ণলেপাৎ জ্বরশিরোরুজাংজয়তি॥২৭৭

লাল করবীর মূল ও পুষ্পাকুড় আমলকীর কল, ধনে ও চাল, যথা বিধি পাচনবৎ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ শিরে লেপনে জ্বর ও শিরো ব্যথা আরোগ্য হয়। ২৭৭

কালীয় চন্দনানন্তা যষ্টিবদরকাঞ্জিকৈঃ।
সংযুক্তংস্যাৎশিরোলেপোস্তৃষ্ণাদাহোত্তশান্তয়েৎ॥ ২৭৮

অগুরু, কৃষ্ণচন্দন, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও কুল কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে লেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ নাশ হয়। ২৭৮

হন্যাৎগোতক্রসংসিদ্ধশীতলীকৃতবাসসা ।
দ্রাক্ষামালককল্কেন কবলোত্র হিতেমতং ২৭৯

তক্রে সংসিদ্ধ শীতল বস্ত্রে দাহ নষ্ট হয়। এবং দ্রাক্ষা ও আমলকী বাটিয়া কুল্লি করিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়। ২৭৯

পথ্যাতৈল ঘৃতক্ষৌদ্রৈর্নিহনদাহ জ্বরাপহং ।
কাশাসৃক্ পিত্তবিসর্পান্নি হন্তিচবমীনপি।২৮০

হরীতকী, তিল তৈল, ঘৃত ও মধু একত্র অবলেহ করিয়া সেবনে কাস, রক্তপিত্ত, বিসর্প ও বমনাদি রোগ নিবারণ হয়। ২৮০

উত্তান সুপ্তস্য গভীরতাম্রকাংস্যাদি পাত্রং
বিনিধায় নাভৌ। তত্রাম্বুধারা বহুলং
পতন্তী দাহং নিহন্যাৎত্বরিতং সুশীতলা॥ ২৮১

উত্থান শয়ান ব্যক্তি অর্থাৎ চিৎ হইয়া শুইয়া নাভিতে গভীর তাম্রপাত্র কিম্বা কাংশ অভাবে মৃত্তিকা পাত্রে অনেক জল ধারা পতন করিলে শীঘ্র দাহ ও জ্বর নিবারণ হয়।২৮১

বিদারীদাড়িমংলোধ্রংকপিত্থংবীজপুরকং
এভিঃ প্রদিহ্য মূর্দ্ধানং তৃড্ভংদাহার্ত্তশ্চদেহিনঃ২৮২

ভূমি কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, লোধ, কতবেল ও টাবা নেবু এই ক-এক দ্রব্য বাটিয়া শিরে লেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ

পটোল যবানীক্কাথো মধুনামাধুরীকৃতঃ।
তীব্র পিত্ত জ্বরচ্ছর্দ্দিদাহতৃষ্ণাবিনাশনং ॥ ২৮৩

পল্‌তা ১ যবের চাল ১ উভয়ে মিলিত করিয়া পাচনবৎ ক্বাথ মধু সংযোগে ভক্ষণে তীব্র. পিত্ত, জ্বর, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা ও দাহ নাশ হয়। ২৮৩

পিত্তার্থে জনয়েদ্দাহংলেপং তস্যপ্রদীয়তে
পলাশস্য বদর্য্যাবা বিম্বস্য মৃতুল্লানবৈঃ। অম্ল
পিষ্টপ্রলেপোয়ংহন্যাদ্দাহযুতংজ্বরং। ২৮৪

পলাশ বৃক্ষের কোমল পত্র, কুলের কচি পত্র ও নিমের মৃদু পত্র কোন অম্ল দ্বারা বাটিয়া গাত্রে মাখিলে দাহ যুক্ত জ্বর নাশ হয়। ২৮৪

অমৃতায়া হিমক্কাথঃসশীতঃপৈত্তিকংজ্বরং
বাসায়াস্ত তথা কাসরক্তপিত্ত জ্বরংজয়েৎ২৮৫

গুলঞ্চ ক্বাথ চিনি যুক্ত করিয়া রাখিয়া সেবন করিলে পৈ-ত্তিক জ্বর নাশ হয়। বাসকের ক্বাথে কাশ রক্ত যুক্ত জ্বর নাশ হয়। ২৮৫

হ্রীবের চন্দনোশীরঘনপর্পটসাধিতং।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারিতৃটছর্দ্দিজ্বর দাহহৃৎ২৮৬

বালা,রক্তচন্দন,বেনারমূল,ক্ষেতপাপড়া ও ইহাদের পাঁচন সুশীতল করিয়া খাইলে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও দাহযুক্ত জ্বর নাশ হইবেক। ২৮৬

**গুড়ূচ্যামলকীযুক্তা কেবলোবাপি পর্পটং
পিত্তজ্বরং হরেত্তূর্ণং দাহশোষভ্রমান্বিতং২৮৭**

কোমল ক্ষেতপাপড়া কিম্বা গুলঞ্চ ও আমলকী যুক্ত পাঁচন পিত্তজ্বর, দাহ, মুখশোষ ও ভ্রমযুক্ত ক্লেশ শীঘ্র নাশ করে । ২৮৭

**পটোলযবধান্যাকং কষায়ং মধুসং যুতং
হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীং২৮৮**

পলতা, যব, ধন্যা মিলিত ২ তোলা পাঁচন মধু ||০ তোলা দিয়া ভক্ষণে পিত্তজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা নাশ হয় । ২৮৮

**বিশ্বাম্বু পর্পটোশীরং ঘনচন্দন সাধিতং ।
দদ্যাৎ সুশীতলংবারিতৃটছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ ॥ ২৮৯**

শুণ্ঠী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধবেণা, শ্বেতচন্দন, এবাং প্রত্যেকে ৩২ রতি ও জল পূর্ব্ববৎ সৃত শীতল হইলে সেবন করিলে পিপাসা, দাহ ও ছর্দ্দি জ্বর নাশ হয় । ২৮৯

**কলিঙ্গং কটফলংপাঠা কটুক রোহিনী ।
পক্কসশর্করংপীতং পাচনংপৈত্তিকেজ্বরে॥২৯০**

ইন্দ্রযব, কটফল, মুথা, আকনাদি ও কটকী ইহার প্রত্যেক ৩২ রতি ও জল পূর্ব্ববৎ পিত্তজ্বর নষ্ট করে । ২৯০

**দ্রাক্ষা কুচন্দনংমুস্তাভয়া তিক্তা মৃতাপিচ ।
ধাত্রীবালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযবপর্পটী ॥
পদ্মকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসবাসকস্তথা ।**

মধুকং কুলকংচাপি কিরাতং ধান্যকংতথা ॥
এষাং ক্কাথোনিহন্তেব জ্বরং পিত্তসমন্বিতং ।
তৃষ্ণাদাহ প্রলাপঞ্চ রক্তপিতং ভ্রমং ক্লমং ॥
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিংতথাশূলং মুখশোষমরোচকং ।
কাশং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্রসংশয়ঃ২৯১

কিসমিস্, রক্তচন্দন, মুথা, হরীতকী, কটকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, লোধকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া পুন্নাস ফল, প্রিয়ঙ্গু দুল্লভা. বাকসমূল, যষ্টিমধু, পলতা, চিরেতা ও ধন্যা ইহাদের প্রতি মিলিত ২তোলা পাঁচনবৎ ক্কাথে পিত্তসম্ভব জ্বর নষ্ট হয়, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, বমি, বেদনা, মুখশোষ, অরুচি, কাশ, স্বাস ও উপস্থিত বমন, এই সকল নাশ করে ।২৯১

কটফলংপুষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ ।
শ্বাস কাসজ্বরহরোলেহঃ কফবিনাশকঃ ॥২৯২

কটকল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী ও পিপ্পল সমভাগ চূর্ণ মধুরসহ অবলেহ করিলে শ্বাসকাস ও কফযুক্ত জ্বর নাশ করে। ২৯২

কটফলং পুষ্করং শৃঙ্গী কটুকং মুস্তকস্তথা ।
শঠীসর্ব্বসমশ্চৈব সূক্ষ্মচূর্ণানিকারয়েৎ ॥
তৎসার্দ্রকংরসংক্ষৌদ্রংলেহ্যাৎ কফবিনাশনং২৯৩

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কটকী, মুথা ও শুঁঠ এই দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ আদার রস ও মধু অবলেহ করিলে কফ বিনাশ হয় । ২৯৩

কিরাত তিক্তমমৃতাং দ্রাক্ষা আমলকী নাবী
নিষ্পীড্য সত তংক্বাথংবাতপিত্তজ্বরে পিবেৎ ।২৯৪

চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী, শঠী এবাং প্রতি ৩২ রতি জল পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ চিনি ॥০ অর্দ্ধতোলা। বাতপিত্ত-জ্বরে পান করিবেক। ২৯৪

গুড়ুচি পর্পটংমুস্তং কিরাতংবিশ্বভেজং।
বাত পিত্তজ্বরেদেয়ং পঞ্চভদ্র মিদং শুভং২৯৫

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও শুণ্ঠী ইহাদের প্রতি ৩২ রতি ও জলাদি পূর্ব্ববৎ বাতপিত্তজ্বরে দিবেক।

এই পঞ্চ ভদ্র ক্বাথ অতি শুভদায়ক। ২৯৫

ত্রিফলা শাল্মলী রাস্না বাষবৃক্ষাটবাসকৈঃ
শৃতমম্বু হরত্যাশু বাতপিত্ত ভবংজ্বরং ॥২৯৬

হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, শিমুল ছাল, রাস্না, সোদাল ফলের সাঁশ ও বাকস এবাং প্রতি ২৩ রতি ও জলাদি পূর্ব্ববৎ এই ক্বাথ বাতপিত্তোদ্ভব জ্বরকে নাশ করে। ২৯৬

বিশ্বামৃতাব্দা ভূনিম্বৈ পঞ্চমূলী সমন্বিতং
কৃতংকষায়ং হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরং
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহ নাশনং ॥২৯৭

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, সালপানি, চাকল্যা, কণ্টিকারী ব্যাকুড় ও গোক্ষুরী এই নয় দ্রব্য প্রতি পৃথক ২০ রতি ও জলাদি পূর্ব্বমত ইহাতে বাত, পিত্ত জ্বর, হৃল্লাস, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট করে। ২৯৭

মধূকং শারিবা দ্রক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলং ।
কাশ্মরীফলকং লোধ্রংত্রিফলা পদ্মকেশরং ।
পরূষকং মৃণালঞ্চ ক্ষিপেৎ সংচূর্য্য বারিণা ।
নিষেবিতংসিতাক্ষৌদ্রোলাজ যুক্তন্ত তৎপিবেৎ ।
বাত পিত্তজ্বরংদাহং তৃষ্ণামূর্চ্ছা রুচি ভ্রমান্।
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতমিব মারুতঃ । ২৯৮

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মউল, পুষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গামার ফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মের কেশর, পলাশ ফল, বেনা মূল এযাং প্রতি ১১॥০ রতি ও জলাদি পূর্ব্ববৎ শেষ ১ পল জলে মধু ॥০ তোলা ও খই চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা দিয়া খাইবেক অথবা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু, চিনি ও খই চূর্ণ সকল একত্রে৮তোলা ও ৫৮তোলা জলে গুলিয়া খাইবেক । বাতপিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও ভ্রম নাশ করে । যেমন বায়ু মেঘকে নাশ করে ইহাও তদ্রূপ । ২৯৮

মুখশোষ প্রলাপান্তর্দাহমূর্চ্ছা ভ্রম প্রণুৎ ।
পিপাসা রক্তপিত্তানাং শমনোভেদকোমতঃ ২৯৯

দ্রাক্ষা, হরিতকী, মুথা, কটুকী, হাফরমালি মূল, ও ক্ষেত পাপড়া সকলে মিলিত ২ তোলা এই পাচন পিত্তজ্বর নাশক, মুখ শোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রমনাশক, পিপাসা, রক্ত-পিত্তের শমন কারক এবং ভেদক ।

ইহাকে দ্রাক্ষাদি পাচন কহে । ২৯৯ ।

দ্রাক্ষাভয়া পর্পটকাব্দ তিক্তাক্বাথঞ্চ সম্পাক-
ফলং বিদদ্যাৎ । প্রলাপ মূর্চ্ছা ভ্রম দাহশোষ
তৃষ্ণান্বিতে পিত্ত ভবেজ্বরে ॥৩০০

কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা ও কটুকী ইহারা প্রত্যেক ৩২ রতি, জল পূর্ব্ববৎ ও সোঁদালের ফলের শাঁস ৩২ রতি। প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, মুখশোষ ও তৃষ্ণার সহিত পিত্ত জ্বর নাশ হয়। ৩০০

পর্পটোবাসক স্তিক্তা কৈরাতং ধন্বয়াসকঃ ।
বিপক্বশ্চ কৃতঃক্বাথ এষাং শর্করয়াযুতঃ ।
পিপাসাদাহপিত্তাস্রযুক্তংপিত্তজ্বরংহরেৎ৩০১

ক্ষেতপাপড়া, বাসক, কটুকী, চিরতা, দুরালভা এষাং প্রত্যেক ৩২ রতি ও জল পূর্ব্ববৎ। অনুপান চিনি অর্দ্ধ তোলা। পিপাসা, দাহ ও রক্তপিত্ত যুক্ত জ্বর নাশ করে। ৩০১

সশীতোনিশিপর্য্যুষিতঃ প্রাতর্ধন্যাকতণ্ডুলক্বাথঃ
পীতসময়ত্যচিরাদন্তর্দাহং জ্বরংপৈত্তং॥ ৩০২

ধন্যার চালের ক্বাথ চিনি যুক্ত পর্য্যুষিত সেবন করিলে অন্ত দাহ যুক্ত জ্বর বিনাশ হয়। ৩০২

ভূনিম্বাতি বিষালোধ্র মুস্তকেন্দ্রযবামৃতাঃ ।
বালকংধান্যকং বিল্ব কষায়ো মাক্ষিকান্বিতঃ
বিড়্ভেদশ্বাসকাসাংশ্চ রক্তপিত্তজ্বরংহরেৎ৩০৩

আতইচ, শোধ, মুথা, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ, বালা, ধন্যে, বেল শুঁঠা মিলিত পাচন মধুযুক্ত খাইলে ভেদ, শ্বাসকাস, ও রক্তপিত্ত যুক্ত জ্বর নাশ হয়। ৩০৩

একঃ পর্পটকৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্ত জ্বরবিনাশনঃ।
কিংপুনর্যদিযুঞ্জেত চন্দনোশীর বালকৈঃ ।৩০৪

কেবল একমাত্র ক্ষেতপাপড়াই পিত্তজ্বর নাশক কিন্তু রক্ত চন্দন, বেণামূল ও বালাযুক্ত করিলে আর কথা কি। ৩০৪

যমানী পিপ্পলী বাসা তথাশ্বত্থস্য বল্কলং।
এষাংকাথংপিবেৎকাশেশ্বাসেসকফজেজ্বরে ॥৩০৫

যমানী, পিপুল, বাকস ও অশ্বত্থছাল সকলে মিলিত ২ তোলাও জলাদি পূর্ব্ববৎ কাস ও শ্বাস যুক্ত কফ জ্বর নষ্ট হয় ।৩০৫

সিন্ধুবার দলক্বাথং কণাদ্যং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘয়োশ্চ বলেক্ষীণে কর্ণেচ পিহিতে পিবেৎ ॥ ৩০৬

নিষিন্ধা পত্র ২ দুই তোলা ও পিপুল চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা ইহাদের পাচনবৎ ক্বাথ কফ জ্বরে, জঙ্ঘাদ্বয়ের বল হানিতে ও কর্ণ কুহরের রুদ্ধতা থাকিলে নাশ হয়। ৩০৬

মহানিম্ব পরগ্রাহী কষায়ো রুক্ষ এবচ।
কফপিত্ত জ্বরচ্ছর্দ্দি ব্রণহৃল্লাস কুষ্ঠনুৎ ॥ ৩০৭

ধারক কষায় রস অতি রুক্ষ তজ্জন্য কফজ্বর, পিত্তজ্বর ছর্দ্দি, ব্রণ, বক্ষ বেদনা ও গলিত কুষ্ঠ নাশ করে। ৩০৭

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।

নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলা যমানিকা॥
সর্ষপং হিঙ্গু ভার্গী চ পাঠেন্দ্রযব জীরকঃ
মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকং।
পিপ্পল্যাদি গণস্ত্বেষঃ কফমারুতনাশনং।
গুল্মশূলারুচিহরো দীপনশ্চাম পাচনঃ॥ ৩০৮

পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, গজ পিপুল, শুঁঠ, চই, চিতা রেণুকা, যমানী, সর্ষপ, হিঙ্গু, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম, মূরগা, আতইচ, কটকী ও বিড়ঙ্গ এই বিংশতি দ্রব্য প্রত্যেক প্রতি ৮ আটরতি ও জল ৩২ বত্রিশ তোলা শেষ ৮ তোলা কাত সেবনে বাত, শ্লেষ্মা, গুল্ম, বেদনা ও অরুচি নাশক, অগ্নিদীপক ও আমপাচক হয়। ৩০৮

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গি যমানী কারবিস্তথা।
কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ॥
আদ্রকস্য রসৈর্লিহ্য মধুনা চ কফজ্বরে।
শ্বাসকাশারুচিচ্ছর্দ্দিশ্লেষ্মাণি চ নিবর্ত্তয়েৎ। ৩০৯

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ আদার রস মধুসহ অবলেহ করিলে কফ জ্বর, শ্বাসকাস, অরুচি, বমি ও বাতশ্লেষ্মা আরোগ্য হয়। ৩০৯

দীপনং কফবিচ্ছেদী বাত পিত্তানুলোমনং।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদী শৃতং ধন্যা পটোলকং॥ ৩১০

ধন্যা ১ তোলা ও পল্‌তা ১ তোলা ইহার পাঁচন অগ্নি-দীপক, কফ, বিচ্ছেদ কারক বায়ু পিত্তের অনুলোম কারক, জ্বর নাশক এবং পাচক ও ভেদক। ৩১০

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠা মৃতাগণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মা রুচিচ্ছর্দ্দিবিষকণ্ডু জ্বরাপনিহঃ॥ ৩১১

পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূরগা, কটুকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলার ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মা ও অরুচিজনক জ্বর নাশক॥ ৩১১

নাগরোশীর বিশ্রাব্দ ধান্য মোচর সানুতিঃ।
কৃতক্বাথো ভবেৎদ্বল্কী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ ৩১২

শুণ্ঠী, গন্ধবেনা, বিল্ব, মুথা, ধন্যা ও মোচরস্ এই সকলে মিলিত ২ তোলা ক্বাথ করিয়া তাহাতে ঐ সিটি বাটিয়া গুলিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নাশ হয়॥ ৩১২

অমৃতা কটুকারিষ্ট পটোলং ঘন চন্দনং।
নাগরৈন্দ্র যবঞ্চৈ তদ মৃতাষ্টক মীরিতং॥
ক্বথিতং সকণাচূর্ণং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাপহং।
হৃল্লাসারোচ কচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা দাহ নিবারণং॥ ৩১৩

গুলঞ্চ, কটকী, নিম্ব, পলতা, মুথা, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব এবাং সকলে মিলিত ক্বাথ পিপুলচূর্ণ অনুপানে অগ্নি-দীপক, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, ছর্দ্দি ও পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট করে। ৩১৩

গুড়ুচী নিম্ব ধন্যা কশ্চন্দনং কটুরোহিণী ॥
গুড়ুচ্যাদি রয়ং ক্বাথঃ পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ।
তৃষ্ণাদাহা রুচি চ্ছর্দ্দিপিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরাপহং ॥ ৩১৪

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধন্যা, রক্তচন্দন ও কটকী এষাং মিলিত ক্বাথ ভক্ষণে তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি ও ছর্দ্দির সহিত পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর অপহরণ করে। ৩১৪

সয়োহাং পুষ্পা বাসায় রসং ক্ষৌদ্র সিতাযুতং
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরং হন্তিসাম্লপিত্তং সকামলং ॥ ৩১৫

বাসক পুষ্পরস ২ তোলা, মধু ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা মিলিত ভক্ষণে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর অম্লপিত্ত এবং কামলার সহিত নষ্ট করে। ৩১৫

ভার্গীগদং গোক্ষুরং পৃশ্নিপর্ণী উভে বৃহত্যৌ।
ঘননাগর ক্বাথং পিবেৎ পিত্তকফ জরঘ্নী শ্বাস
কাশারুচিপার্শ্ব শূলী ॥ ৩১৬

বামন হাটী, কুড়, গোক্ষুরি, চাকুল্যে, কণ্টিকারী, ব্যাকুড় মুথা ও শুণ্ঠী এষাং ক্বাথ পিত্ত ও কফজ্বর নাশক, শ্বাসকাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নাশ করে॥ ৩১৬

পিপ্পল্যাদিগণ কথাং পিবেৎ বাতকফজ্বরী।
নাতঃপরং কিঞ্চিদস্তি জ্বরে ভেষজ মুত্তমং ॥ ৩১৭

পিপ্পল্যাদির ক্বাথ বাতশ্লেষ্ম জ্বরী পান করিবেক ইহার পর ঔষধ বাতশ্লেষ্ম জ্বরে নাই॥ ৩১৭

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চৈব চিত্রকনাগরং।
বচাসা তিবিষাজাজী পাঠাবৎসকরেনুকং॥
কিরাত তিক্তকো মূর্ব্বাসর্ষপং মরিচা।
কট্‌ফলং পুষ্করং ভার্গী বিড়ঙ্গ পর্পটা হ্যয়ং॥
শুষ্কমুলং বৃহৎ সিংহা শ্রেয়সী স দুরালভা।
দীপকশ্চাজ মোদা চ কাকনাসা সহিঙ্গুকা।
এতানি সমভাগানি গণ এষোহষ্ট বিংশতি।
এষাং ক্বাথো নিপীতঃস্যা দ্বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহা।
হন্তি বাতং তথা শীতং প্রস্বেদ মতিবেপথুং।
প্রলাপঞ্চাতিতন্দ্রাঞ্চ রোমহর্ষেহরুচৌ তথা।
মহাবাতেহপতন্ত্রে চ শূলত্বে সর্ব্বগাত্রজে।
পিপ্পল্যাদি মহাক্বাথো জ্বরে সর্ব্বত্রপূজিতঃ॥৩১৮

পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বচ, আতইচ, জীরা, আকনাদি, কুরচি ছাল, রেণুকা, চিরতা, মূরগা, সর্ষে, মরিচ, কটফল, কুড়, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, বৃহতী কণ্টিকারী, গজপিপুল, দুরালভা, যমানি, বনয়মানি, কেকে-কড়া, হিঙ্গু ও শুষ্ক মূলা এই অষ্টাদশ দ্রব্য সকলে মিলিত ২ তোলা পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশক, বায়ু শীত এবং অম্ল ও অতিশয় কফনাশ করে এবং প্রলাপ ও অতিশয় তন্দ্রা নষ্ট করে। লোমাঞ্চ শরীরে, অরুচিতে, মহাবায়ুতে, অপ তন্ত্র বাত ব্যাধিতে, বেদনাশূলে, সকল শরীর প্রাপ্ত বেদনাতে ও সকল জ্বরেতেই প্রশস্ত হয়॥ ৩১৮

দশমূলী রসঃ পীতঃকর্ণাযুক্তকফানিলে
জ্বরেহ বিপাকে নিদ্রায়াং পার্শ্বরুক
শ্বাসকাসকে ॥ ৩১৯

দশমূলের ক্বাথ ও পিপুল চূর্ণ ৷৹ তোলা দিয়া খাইবেক, বাতশ্লেষ্মাজ্বরে, অবিপাকে, নিদ্রাধিকে, পার্শ্ব বেদনাতে এবং শ্বাসকাসে প্রশস্ত হয়। ৩১৯

কিরাত বিশ্বামৃত বল্লী সিংহিকা কণামূল
রসো নসিংহকৈঃ। কৃতঃ কষায়ো বিনিহন্তি
সত্বরং জ্বরং সমীরং সকফং সচিমুচ্ছ্রুতং ॥৩২০

চিরতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দুবালভা সকলে মিলিত ২ তোলা। পাঁচন বাতশ্লেষ্মাজ্বর, অরুচি, ছর্দ্দি, দাহ ও মুখশোষ নাশ করে। ৩২০

ভূনিম্বা মৃতদারুশ্চ কটফলং কটুকা বচা
কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্ম জ্বরাপহং ॥৩২১

দেবদারু, গুলঞ্চ, চিরতা, কটফল, কটকী ও বচ এষাং মিলিত পাঁচন বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশ করে। ৩২১

কফ বাতজ্বরে পীতং হিক্কাশ্বাস গল গ্রহান
শ্বাস কাশ ভ্রমৌ মোহন্যা হন্যাদ্বমনমেবচ
মাত্রাক্ষৌদ্র ঘৃতাদীনাং স্নেহে ক্বাথেষু
চূর্ণবৎ মাসৈকং হিঙ্গু সংচূর্ণং যবনাদ্যন্তু
শালিকা ॥ ৩২২

দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, বচ, ধন্যা, কটফল, হরীতকী, শুঁট ও বহেড়া এষাং ক্বাথ হিঙ্গু ও মধু সহিত ভক্ষণে কফ, বাতজ্বর, হিক্কা, শ্বাস, গলরোগ, শ্বাসকাশ, ভ্রম, মোহ ও বমি নাশকরে। এই পাঁচন চূর্ণ বাটিয়া মধু যুক্ত খাইবেক। ৩২২

কিরাতং তিক্তকং বিল্বং গুড়ূচী বিশ্বভেষজং। চতুর্ভদ্র মিদং খ্যাতং বাত শ্লেষ্ম জ্বরাপহং ॥ ৩২৩

চিরতা, কটকী, শ্রীফল, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী এষাং মিলিত ক্বাথ ২ তোলা, (চতুর্ভদ্র নাম) বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট করে। ৩২৩

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব প্রত্যেকং সমভাগিকং। দ্বিভাগং ধুস্তুবীজঞ্চ ত্রিকটু তদ্দ্বিভাগিকং ॥ জম্বীরাণাং রসৈর্মর্দ্দ্য বটীগুঞ্জাদ্বয় স্তথা। কণাচূর্ণং পিবেৎচানু বাত শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ ॥৩২৪

পারা ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্তুবীজ ২ ত্রিকটু তিন ভাগ গোড়ালেবুর রসে মাড়িয়া বটী ২ রতি অনুপান পিপ্পল চূর্ণ। বাতশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট করে। স্বল্পজ্বরাংকুশ। ৩২৪

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে পিত্তোৎ কটেচ মধুনা কণাযুক্তং কফোৎকটে ॥ ৩২৫

পঞ্চমূলী এবং কিরাতাদিগ। একত্রে এই নব অঙ্গ পাঁ-

চন ত্রিদোষে দিবেক কিন্তু পিত্তোৎকটে মধু ও কফোৎকটে পিপুল চূর্ণ অনুপান দিবেক। ৩২৫

কিরাততিক্ত বিশ্বঞ্চ গুড়ুচীমুস্তকস্তথা।
কিরাতাদিগণং যোজ্যং চিকিৎসাসু বি-
জানতা ॥ ৩২৬

চিরতা, শুঁট, গুলঞ্চ ও মুথা চিকিৎসক এই কিরাতাদিগণ জানিবেন। ৩২৬

চিরজ্বরে বাত কফোল্বণে বা ত্রিদোষ
জেবা দশমূলমিশ্রং। কিরাততিক্তাদি-
গণং প্রযোজ্যং শুন্ঠানি নেবা ত্রিবৃতাবি
মিশ্রং ॥ ৩২৭

চিরজ্বরে, বাত ও কফউল্বণে এবং ত্রিদোষে দশ মূল সহিত কিরাতাদিগণ অর্থাৎ দশমূলীর ১০ দশ দ্রব্য শুঁঠ চিরাতা গুলঞ্চ ও মুথা এই ১৪ চতুর্দ্দশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পাঁচনের জল অথবা তেউড়ি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ৩২৭

দশমূলী কষায়স্তু পৌষ্করেণাবচূর্ণিতং।
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ংকাশশ্বাসতৃষান্বিতে। ৩২৮

দশমূলী পাচন ও কুড় চূর্ণ ৪০ রতি সহিত সন্নিপাত জ্বরে ও কাশ শ্বাস তৃষ্ণাযুক্ত রোগিকে দিবেক। ৩২৮

দশমূলীকণাধান্যং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বংযমশুদ্ধংসনাগরৈঃ ॥৩২৯

দশমূলী শুঁঠ ও ধন্যা এই দ্বাদশ দ্রব্যের পাচন পিত্ত শ্লেষ্মোদ্ভব সন্নিপাতে দিবেক। ৩২৯

যাসকৈরাতঘননাগরকণ্টিকারী ভার্গী দুরালভা পর্প্পট রোহিণীচ। পথ্যাকণা গজবৃহতী কষায়ো দেয়স্ত্রিদোষ শমনে কণয়া বিমিশ্রং॥ ৩৩০

দুরালভা, চিরেতা, মুথা, শুঁঠ, কণ্টকারী, বামনহাটি, ক্ষেত পাপড়া, কটকী, হরীতকী, পিপুল, গজপিপুল ও ব্যাকুড় এই ১৩ ত্রয়োদশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা কষায় ত্রিদোষ নাশক প্রক্ষেপ করিয়া পিপুল চূর্ণ ৪০ চল্লিশ রতি দিবেক। ৩৩০

বিল্বশোণাকগাম্ভারী পাটলা গণিকারীকা দীপনং কফপিত্তঘ্নং পঞ্চমূলীমিদংমহৎ॥৩৩১

শ্রীফলমূল, শোণাকমূল, গাম্ভারীমূল, পারুল মূল ও গণিয়ারি মূল এই বৃহৎ পঞ্চমূলী অগ্নিদীপক ও কফপিত্ত রোগ নাশক। ৩৩১

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং বাতপিত্ত হরং বিশ্বং কণীয়ঃ পঞ্চমূলকং॥৩৩২

শালপানি, চাকুল্যা, কণ্টকারী, ব্যাকুড় ও গোক্ষুরি এই স্বল্প পঞ্চমূলী বাতপিত্ত রোগ নাশক। ৩৩২

উভয় দশমূলন্তু সন্নিপাত জ্বরাপহং।
কাশেশ্বাসেচ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ স-
শ্যতে॥ ৩৩৩

পিপ্‌পলী চূর্ণ সংযুক্ত কণ্ঠ, হৃদ, গল ও গ্রাহান এই দশ মূলী একত্রে পান করিলে সন্নিপাতজ্বর কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা ও পার্শ্ব শূল নাশ হয় কিন্তু পিপ্‌পলী চূর্ণ সংযোগ কণ্ঠ, হৃদ ও গল রোগ নাশ করে। ৩৩৩

দ্বিপঞ্চমূলী ষড়্গ্রন্থি বিশ্বগ্রন্থি নখীদ্বয়ং।
কফ বাতহরং ক্বাথং সান্নিপাত হরং
পরং॥ ৩৩৪

দশমূলী, বচ, শুঁঠ, পিপুলমূল ও আদা এই ১৪ চতুর্দ্দশ দ্রব্যের ক্বাথ কফ, বাত ও সন্নিপাত নাশ করে। ৩৩৪

ত্র্যষণ দশমূল শটী ভার্গীছিন্নোদ্ভবা ভবেচ্চ
ক্বাথঃ। পিত্ত শময়তি সহসা জ্বরং চান্যং
সন্নিপাতঞ্চ॥ ৩৩৫

ত্রিকটু, দশমূলী, শটী, বামনহাটী ও গুলঞ্চ এই ষোড়শ দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা পিত্তোৎকট জ্বর এবং সন্নিপাত নাশ করে। ৩৩৫

ভূনিম্বদারু দশ মূল মহৌষধাব্দ তিক্তে-
ন্দ্রবীজ ধনিকে ভকণা কষায়ঃ।

তন্দ্রাপ্রলাপকাশারুচিমোহদাহশ্বাসাদি
যুক্ত মখিলং জ্বর মাশুহন্তি ॥ ৩৩৬

দশমূল,দেবদারু, চিরেতা,শুঁঠ, মুথা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধন্যা ও গজ পিপুল এই ১৮ অষ্টাদশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পাঁচন ভক্ষণে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাশ, অরুচি, মোহ, দাহ, শ্বাসাদি ও সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়। ৩৩৬

মুস্তপর্পটকোশীর দেবদারু মহৌষধং।
ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নিম্বাচ গুপ্তরোহিণী।
ক্রভণ্ডীতিক্তকং পাঠা বালা কটুক রোহিণী।
মধূকং পিপ্পলী যুক্ত মেতদ্বা সান্নিপাতনুৎ।
পিত্তজ্বরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ।
মন্যাস্তম্ভ উল্বণঞ্চ উরুপৃষ্ঠ শিরোগ্রহঃ ॥
বদ্ধকোষ্ঠনিহন্যাশু মুথ্যাদষ্টাঙ্গনামকঃ ॥ ৩৩৭

ভৈষজ্যতন্ত্র।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধবেণা, দেবদারু, শুঁঠ, ত্রিফলা, ধন্যা, দুরালভা, নিম্ব, কেশুর্ত্তে, হরীতকী, তেউড়ী, চিরেতা, আকনাদি, বালা, কটকী, মধু ও পিপুল প্রক্ষেপ করিয়া এই অষ্টাদশ দ্রব্য মিলিত দুই তোলা কাথ পিত্তজ, সন্নিপাতিক স্তম্ভ,উল্বণ ও উরুপৃষ্ঠ,শিরোগ্রহ ও বদ্ধকোষ্ঠ এই মুথাষ্টাকদশাঙ্গ নামক পাঁচন পানে আরোগ্য হয়। ৩৩৭

দশমূলীশটী শৃঙ্গী পুষ্করং সদুরালভা।
ভার্গি কুটজবীজঞ্চ পটোল কটুরোহিণী ॥

অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেবং সন্নিপাত জ্বরাপহং ।
কাশহৃদগ্রহ পার্শ্বার্ত্তিশ্বাস হিক্কাবমিংহরেৎ ॥
জরেচৈবাতিসারেচ সশোথেগ্রহণীগদে ॥ ৩৩৮

দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পলতা ও কটকী এই অষ্টাদশ দ্রব্য সকলে মিলিত ২ দুই তোলা ও পাকার্থে জল অর্দ্ধ শের শেষ অর্দ্ধ পোয়া ক্বাথ সেবনে সন্নিপাত জ্বর, কাশ, বক্ষবেদনা, পার্শ্ব পীড়া, শ্বাস, হিক্কা ও বমি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা জ্বরে, অতিসারে, শোথে এবং গ্রহণী রোগে বিশেষ ফল দৃষ্ট হয়। ৩৩৮

শটীকুষ্ঠামৃতাব্যাঘ্রী শৃঙ্গীযাসকটুম্বরা ।
বিল্বপাঠা কিরাতঞ্চ শট্যাদি সন্নিপাত হা ॥
কাশহৃদগ্রহ পার্শ্বার্ত্তি নিদ্রা তন্দ্রাবিনা-
শনং । ৩৩৯

শটী, কুড়, গুলঞ্চ, কণ্টিকারি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কটকী, শ্রীফল, আকনাদি ও চিরেতা এই দশ দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা ক্বাথ পূর্ব্ববৎ সেবনে সন্নিপাতজ্বর, কাশ, বক্ষবেদনা, পার্শ্ব পীড়া, অতি নিদ্রা ও তন্দ্রা নাশ হয়। ৩৩৯

বৃহতীপুষ্করঃ শৃঙ্গী শটী ভার্গী দুরালভা ।
বৎসকস্যচ বীজানি পটোল কটুরোহিণী ॥
বৃহত্যাদিগণ প্রোক্তং সন্নিপাত জ্বরাপহং ।
কাশাদিষুচ সর্ব্বেষু দেয়ং সুপ্রদরেষুচ ॥ ৩৪০

ব্যাকুড়, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, দুরালভা, কুরচি ছাল, ইন্দ্রযব, পলতা ও কটকী এই দশ দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা ক্বাথ পূর্ব্ববৎ সেবনে সন্নিপাত, কাশ ও প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। ৩৪০

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং
জলে। তজ্জল পান মাত্রেণ দুষ্ট ছর্দ্দি
নিবর্ত্ততে॥ ৩৪১

অশ্বত্থের শুষ্কছাল দগ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান মাত্রে দুষ্ট ছর্দ্দি নিবারণ হয়। ৩৪১

জাতীপত্রং বিল্বপত্রং সরসং মধুনা সহ।
রক্তচ্ছর্দ্দি বিনাশায় রক্তবান্তি তথা নবা॥ ৩৪২

জাতীপত্র রস ও বিল্বপত্র রস মধুসহ অবলেহন করাইলে রক্তছর্দ্দি ও রক্তবমন নিবারণ হয়।৩৪২

হুতাশন রস।

নাগরং কর্ষমাত্রাস্যাৎ কর্ষমাত্রঞ্চ টঙ্গণং।
মরিচং সার্দ্ধকর্ষ স্যাত্তাবদগ্ধ বরাটকং॥
বিষং কর্ষচতুর্থাংশং সর্ব্বমেকঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
রসো হুতাসনো নাম্না সদ্যোগুঞ্জা মিতো
জ্বরে॥৩৪৩

শুঁঠ ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, মরিচ৩ তোলা কড়িভস্ম ৩ তোলা ও বিষ ॥০ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ

করিয়া অর্দ্ধরতি মাত্রায় এই হুতাশন নামক ঔষধ ভক্ষণে সদ্যজ্বর আরোগ্য হয়।৩৪৩

ত্রিপুরাভৈরব রস।

তাম্রভস্ম বিষং হৈম্য শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধ নাশয়েচ্চৈববিবিধানশ্চনবজ্বরান্॥ ৩৪৪

ভৈষজ্য তন্ত্র।

তাম্রভস্ম ১, শৃঙ্গিবিষ১ও ধুস্তূরবীজ ১ এইতিন দ্রব্য কণক ধুতুরা রসে ভাবনা দিয়া এক রতিমাত্রা বটিকা ভক্ষণে বিবিধ প্রকার নবজ্বর নাশ হয়।৩৪৪

প্রচণ্ড রস।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ং।
সিন্ধুবারি রসে পশ্চাৎ ভাবয়েদেক বিংশতি॥
তিল প্রমাণঞ্চ দদ্যাৎ নবজর বিনাশনং।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলংতক্রশ্চৈব প্রদাপয়েৎ৩৪৫

রত্নাবলী।

অমৃত ১, পারদ ১ ও গন্ধক ১ ইহা দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া নিষিন্ধা পত্র রসে একবিংশতি ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ ঔষধ যথা সম্ভব অনুপানে ও কেহ কেহ মধু অনুপান লেখে। উহাতে নবজ্বর আরোগ্য হয় এবং উদ্বেগে মস্তকে তৈল ও তক্র দিবে। ৩৪৫

জ্বরমুরারি রস।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং গন্ধং টঙ্গণং নাগরাত্রয়া।

জৈপাল সমচূর্ণঞ্চ সদ্যজ্বর বিনাশনং।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েৎভিষক্।
জ্বরমুরারি নামোঽয় মেকগুঞ্জা প্রমাণতঃ॥৩৪৬
সারকৌমুদী।

হিঙ্গুল,বিষ, গন্ধক, সোহাগা, শুণ্ঠী, হরীতকী ও শোধিত জয়পাল বীজ সর্ব্ব দ্রব্য সমভাগ আদার রসে মর্দ্দন। মাত্রা এক রতি প্রমাণ বটিকা সেবনে সদ্য জ্বর নাশ হয় ৩৪৬।

উদকমঞ্জরীর।

সূত গন্ধষ্টঙ্গণঃ সোষণশ্চ সর্ব্বেস্তুল্যাঃ
শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ। ভূয়োভূয়ো মর্দ্দ-
য়েত্ত ত্রিরাত্রং বল্লোদেয়ঃ শৃঙ্গবের দ্রবেণ॥
তোয়েশীতং বীজনৈস্তক্রভক্তবৃত্তাকাদ্যং
পথ্যমেৎ প্রদিষ্টং। অহ্নৈবোগ্রং হন্তি সদ্য-
জ্বরন্তু পিত্তাধিকং মূর্দ্ধি তোয়ঞ্চদদ্যাৎ॥৩৪৭
রস প্রদীপ।

শুদ্ধ পারা ১, গন্ধক ১, ভৃষ্ট সোহাগা ১ ও মরিচ ১ এই সকলের সমান চিনি৪ ও শোধিত রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৮ তোলায় পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া ত্রিরাত্র পরে ছোলা প্রমাণ বটিকা আদার রস অনুপানে সেবন করিলে এক দিবসে উগ্র জ্বরকে নাশ করিবে। ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে জল সেক দিবে ও বাজনদ্বারাশীতল ও জল তক্র অন্ন ও বেগুণ প্রভৃতি

পথ্য দিবে। ইহা পিত্তজ্বরেই উপকার দর্শে কিন্তু জ্বরে নিষ্ফল ও আপগুণ হইবেক। কেহ২ ইহাকে চন্দ্রশেখর রসওকহেন।৩৪৭

নবজ্বরহরী বটী।

রসোগন্ধো বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ।
পথ্য বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতং।
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণ পুষ্পীরসেঃ
পুটেৎ। বটীং মাষনিভাংকুর্য্যাদ্ভক্ষয়ে-
ন্নূতন জ্বরে॥ ৩৪৮

রস রত্নাকর।

পারা ১, গন্ধক ১, শৃঙ্গী বিষ ১, শুণ্ঠী১, পিপ্পলী ১, মরিচ১, হরীতকী ১, বহেড়া ১, আমলা ১, দন্তীবীজ ১ এবাং প্রতি সমভাগ ঘোলঘসা পত্র রসে মর্দ্দন, বটী এক মাষা। মাত্রা মধু, কেশুর্ত্তিয়া, অথবা বিল্বপত্র রসে যথাসম্ভব দিবেক। ৩৪৮

জ্বরঘ্ন বটিকা।

রসং গন্ধঞ্চ দরদং জৈপালং ক্রম বর্দ্ধিতং।
দন্তি রসেন সংম্পিট্য বটী গুঞ্জামিতাকৃতা।
প্রভাতেশিতয়া সার্দ্ধমসিতাশীতবারিণা।
একেন দিবসেনৈষা নবজ্বর হরাভবেৎ॥৩৪৯

ভৈষজ্য তন্ত্র।

পারা ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩ ও জয়পাল বীজ ৪ দন্তিমূল রসে পিষিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা প্রাতঃকালে চিনি ও শীতল জল অনুপানে এক দিবসে নব জ্বর আরোগ্য হয়। ৩৪৯

কণ্টিকার্য্যাদি।

কণ্টিকার্য্যা মৃতাভাগী বিশ্বমিন্দ্রযবা-শুকং। ভূনিম্ব চন্দনং মুস্তংপটোলং কটু-রোহিণী॥ বিপায্যং পায়য়েৎ ক্বাথং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহং। দাহ তৃষ্ণারুচি ছর্দ্দি কাশশূলং নিবারণং॥ ৩৫০

কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁট, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা,রক্তচন্দন,মুথা, পলতা ও কটকী এষাং কাত ২ তোলা সেবনে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নাশ হয়, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ছর্দ্দি, কাশী ও শূল নিবারণ হয়। ৩৫০

বাত শ্লেষ্ম জ্বরে দেয় মৌষধং নবমেহহনি। ৩৫১

বাতশ্লেষ্ম জ্বরেতে ঔষধ নবম দিবসে দিবেক। ৩৫১

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চইচিতাক নাগরৈঃ দীপনিয়ঃ শ্রুতো বার্গা বাতশ্লেষ্ম জ্বরা-পহং॥ ৩৫২

পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা পাঁচন ভক্ষণে অগ্নিবৃদ্ধি কারক হয় এবং বাতশ্লেস্ম জ্বর নাশক হয় ৩৫২।

পিপ্পলী ভিঃশৃতংতোয়মনভিষান্দী পাচনং। বাতশ্লেষ্ম জ্বরং হন্তি সেবিতং প্লীহনাশনং ৩৫৩

পিপুল ২ তোলা ও জল ১০॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া ভক্ষণে শ্রোত্রাদির ক্লেদ হয় না, নাড়ীর পথ পরিস্কার করে, বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশক এবং প্লীহা নাশ করে। ৩৫৩

নবজ্বরাঙ্কুশ।

ক্রমেণ বৃদ্ধা রসগন্ধ হিঙ্গুলা নিকুম্ভ বীজা
নখদন্তী বারিণা। পিষ্টস্য গুঞ্জাভিনব-
জ্বরাপহাবলেন চাহ্নশিতয়োঃপ্রযোজিতাঃ ৩৫৪

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩ ও দন্তীবীজ ৪ দন্তিমূল রসে মর্দ্দন করিয়া এক ১ রতি মাত্রায় বটিকা সেবনে নবজ্বর আ-রোগ্য হয় শীতোপচার করিলে বলবান রোগীকে অন্ন পথ্য দিবে। ৩৫৪

শীত ভূঞ্জিত রস।

রসহিঙ্গুল গন্ধঞ্চ জৈপালশ্চ ত্রিভিঃসমঃ
দন্তীক্বাথেন সংমর্দ্দ্য রসজ্বরহরং পরং।
আদ্র্কস্য রসেনাপি দাপয়েৎ রত্তিকাদ্বয়ং।
নবজ্বরে মহাঘোরে নাশয়েৎ যামমাত্রকঃ।
শর্করা দধি ভুক্তঞ্চ পথ্য দেয়ং প্রযত্নতঃ।
ইক্ষুতোয়ং সদা পথ্যং মুদ্গাসিতা পিবেদনু।
শীতভূঞ্জীরসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃত ॥ ৩৫৫

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ১, হিঙ্গুল ১, গন্ধক ১ জয়পাল বীজ ৩ দন্তিমূল ক্কাথে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি মাত্রায় বটি করিয়া আদার রসে সেবনে ঘোর নবজ্বর ১ এক প্রহরে নষ্ট হয়। পথ্য দধি, চিনি, ইক্ষু, মুদ্গ, অঙ্কুর ও শীতল দিবে ইহাতে সর্ব্ব জ্বর নাশ হয়। ৩৫৫

মহাজ্বরাঙ্কুশ।

শুদ্ধসূতবিষং গন্ধং ধূস্তুবীজ স্ত্রিভিঃ সমং।
চূর্ণানাং দ্বিগুণ ব্যোষং বটীং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতং॥
আদ্র্কস্য রসৈ র্ভাব্যং জম্বীরস্য রসে ন বা।
মহাজ্বরাঙ্কুশং নাম্না সর্ব্ববিনাশনং ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকং।
বিষমরাত্রিজংবাপি জ্বরংহন্তি ন সংশয়ঃ॥৩৫৬

ভৈষজ্য তন্ত্র।

শুদ্ধ পারা ১, গন্ধক ১, বিষ ১, ধুস্তূরাবীজ ৩, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ আদার রসে কিম্বা গোঁড়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ অথবা বটী ২ দুই রতি প্রমাণ এই মহা জ্বরাঙ্কুশ নামক ঔষধ সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বরনাশক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক চাতুর্থকি, বিষমজ্বর ও রাত্রি জ্বর নাশ হয় ৩৫৬।

চণ্ডেশ্বর রস।

সমাংশ পেষয়েৎ সর্ব্বং রসগন্ধশিলা বিষং।
নিগুণ্ঠ্যারসে ভাব্যং ত্রিফলায়াঃ ক্কাথে পুনঃ॥

ছায়াশুষ্কং দ্বিগুঞ্জোয়ং দেয়ং পথ্যোদনং
দধি।
রসচণ্ডেশ্বরোনাম জ্বরংহন্তি মহাদ্রুতং ॥ ৩৫৭

খরনাদ।

রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও অমৃত প্রত্যেক সমভাগ। নিগু-ণ্ডী ও ত্রিফলা ক্বাথে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ২ রতি মাত্রা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বরকে দ্রুতনাশ করে। পথ্য দধি ও অন্ন দিবেক। ৩৫৭

শীতারি রস।

সূতকং টঙ্কণং গন্ধং প্রত্যেকং সমভা-
গিকং।
সূতশ্চে দ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং ত্বষ-
বর্জ্জিতং ॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চা বঙ্গঞ্চৈব সশর্করা।
সর্ব্বেষাং চূর্ণয়েৎ খল্লে মর্দ্দয়েৎ জম্বীরা-
ম্বুনা ॥
দ্বিগুঞ্জং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহং।
রসশীতারি নামাহং শীতজ্বর হরংপরং ॥৩৫৮

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

পারা ১, সোহাগা ১, গন্ধক ১, বিষপত্র বর্জ্জিত জয়পাল ফল ২, সৈন্ধব ২, মরিচ ২, তিন্তিড়ী ছাল ভস্ম ২, বঙ্গ ভস্ম ২,

ও চিনি ২ জম্বীর রসে মর্দ্দন, চূর্ণের মাত্রা ২ রতি। অনুপান উষ্ণ জল। বাতশ্লেষ্মা ও শীত জ্বর আরোগ্য হয়। ৩৫৮

তরুণ জ্বরারি।

জৈপাল গন্ধং বিষপারদঞ্চ তুল্যং কুমারিকা-
রসেন ভাব্যং। অস্য দ্বিগুঞ্জহি শীতোদ-
কেন খাদেৎ সর্ব্ব জ্বরাপহরঃ। দাতব্য
এষোঽহনি পঞ্চমে বা ষষ্ঠে হথ বা সপ্তমে
বাপি জাতে বিবেক জ্বরবিজিত জ্বরস্যাৎ
পটোলমুদ্গ নিষে বনেন ॥ ৩৫৯

জয়পাল ১, গন্ধক ১, বিষ ১ ও রস ১ ইহা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, বটি ২ রতি। অনুপান শীতল জল। সর্ব্ব জ্বর নষ্ট করে, ৬দিনে বা ৫।৭ দিনে ঔষধ দিবেক জ্বরকে অবশ্য জয় করিবেক। পথ্য পটোল ও মুগাঙ্কুর ইত্যাদি। ৩৫৯

ত্রৈলোক্যো ডুম্বর রস।

সতার্ক গন্ধক শিলা জৈপাল তিক্তা পথ্যা
ত্রিবৃদ্ধি বাতি স্তুকজং লোধ্রং সমাসং।
সংমর্দ্দ্য বজ্র পয়সা মধূনা দ্বিগুঞ্জং ত্রৈলো-
কোঽডুম্বর ভবোঽভিনব জ্বরঘ্নং ॥ ৩৬০

পারা, তাম্র, গন্ধক, মনছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, তেউড়ী আতইচ, গাবছাল ও লোধ এঘাং প্রতি সমভাগ মন-

সার আঠাতে মাড়িয়া বটী ২ রতি। অনুপান মধু। নবজ্বর নাশক। ৩৬৭

নবজ্বরেভ সিংহরস।

শুদ্ধ সুতং তথা গন্ধাৎ লৌহতাম্রঞ্চাসীসকঃ।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ।
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্তা মর্দ্দয়েৎ দিবসদ্বয়ং।
শৃঙ্গভাগং বিধং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ দিবস দ্বয়ং
শৃঙ্গবেরানুপানে দদ্যাৎ গঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্
নব জ্বরং মহাঘোরং নাশয়েৎ নাত্র সং-
শয়ঃ। ৩৬১

শুদ্ধপারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপ্পলী, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগ ও শৃঙ্গীবিষ অর্দ্ধ ভাগ সকল দ্রব্য জলে মাড়িয়া ২ দুই দিবসান্তে ২ দুই রতি প্রমাণ বটী অনুপান আদার রস ইহাতে মহাঘোর নবজ্বর আরোগ্য হয়। ৩৬১

জ্বরারি রস।

দরদঘনর সানাং শুল্বনাগাভ্রকানাং।
শুল্বগবিটশিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যং।
বিপিননৃপদলোত্থৈ শোধয়েদ্ভাবয়েত্তং।
দিবসদশ সমাপ্তৌরক্তিকৈ কাপিকার্য্য॥
গুঞ্জাপ্রমানতঃ লেষ্টুং মর্দ্দয়েন্ম ধুনাদ্রর্কে।

সর্ব্বশূল বিনাশায় কফশোথ বিনাশনং।
দত্বা নবজ্বরংহন্তি জ্বরারিষ্টং নিগদ্যতে ॥ ৩৬২

রত্নাকরী।

হিঙ্গুল, মুথা, পারা, তাম্র, সীসা, অভ্র, খদির, বিটলবণ ও মনছাল সর্ব্ব দ্রব্য সমভাগে বনসোঁদালুর রসে ১০ দিবস মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান আদার রস ও মধু। সর্ব্ব প্রকার শূল, কফ, শোথ ও নবজ্বর নষ্ট করে। ৩৬২।

জ্বরারি রস।

রসবলিস্ত্রিকটুকং জয়পাল ময়স্ত্বচং।
কৈরাতং তিক্তকং মুস্তংসমভাগ প্রকল্পয়েৎ।
নিগুণ্ঠ্যাদ্র রসে তাব্যংভুক্তয়েৎ রত্তিকদ্বয়ং।
আচ্ছাদয়েৎ কৃতবস্ত্রে যাবদঘর্ম্মঃ প্রজায়তে।
যামার্দ্ধে দেহিন তীব্রং জ্বরোমুঞ্চতি নি-
শ্চিতং। ৩৬৩

ভৈষজ্যতন্ত্র।

রস, গন্ধক, ত্রিকটু, জয়পালবীজ, গুড়ত্বক, চিরতা ও মুথা, এবাং প্রতি সমভাগ নিসিন্দা রসে ও আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। আদার রসে সেবন করাইয়া গাত্রে গুরু ও উষ্ণ বসনাবৃত করিয়া রোগীকে রাখিতে হইবে যাবৎ ঘর্ম্ম দর্শন না হইবে। এবম্প্রকারে ৪ দণ্ডের মধ্যে তীব্র নবজ্বর আরোগ্য হইবে। ৩৬৩

মহাজ্বরাঙ্কুশ রস ।

পারদং গন্ধকং তাম্রংহিঙ্গুলং তালমেবচ ।
বঙ্গং লৌহ মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চমনঃ শিলা ॥
মৃতাভ্রং গৈরিকং চৈবংটঙ্গনং দন্তিবীজকং ।
সর্ব্বান্যেতানি দ্রব্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
জম্বিরে বিজয়া চিত্রে তুলসী তিন্তিড়ি রসে ।
এভির্দিনত্রয়ং ভাব্যনির্জ্জলেং রৌদ্রসংকুলে ॥
চনামাত্রা বটিংকৃত্বা ছায়াশুষ্কঞ্চ কারায়েৎ ।
মন্দাগ্নি দীপনীঞ্চৈব সর্ব্বজ্বর বিনাশিনী ।
সর্ব্বজ্বর নিহন্ত্যাশু ভাস্করং তিমিরং যথা ।
নাতৎপরং শ্রেষ্ঠং জ্বরনাশায়চ মহৌষধং ।
মহাজ্বরাঙ্কুশনাম রসোয়ংমুনি ভাষিতং ॥ ৩৬৪

হারীত।

রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খাপর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটি, সোহাগা ও দন্তিবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, গোঁড়ানেবু, বিজয়া, চিতামূল, তুলশী ও তেউড়ীর রস এই সকল দ্রব্য তিন দিবস নির্জ্জলে ভাবনা দিয়া রৌদ্র সংকুলে শুষ্ক করিয়া চনা প্রমাণ মাত্রা। এই মহাজ্বরাঙ্কুশ ঔষধ হারীত মুনি অগ্নিমান্দ্যও বিবিধ প্রকার জ্বরে ব্যবস্থা দিয়াছেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন নাশ হয় এ ঔষধ তদ্রূপ জ্বর নাশক হয়। ৩৬৪

একাবটী।

লৌহমভ্রংবিষংরক্তং দারুদ্বয়ং মনঃশিলা।
শ্বেতার্ককরবী মূলং জৈপালঞ্চতথা সমং॥
সর্ব্বতুল্যং রসং গন্ধং ভাবয়ে দার্দ্রকরসে।
জম্বীরাণাংরসে দেয়ং দ্বিবল্লা সর্ব্বরোগহা॥
নবজ্বরে সান্নিপাতে বাতশ্লেষ্মে কফোর্দ্ধকে।
অগ্নিমান্দ্যে বিষমে চ ধাতুস্থং মজ্জকেষু চ॥
দাহ পূর্ব্বে দপ্রজে চ প্রয়োজিতরসোত্তমঞ্চ।
জ্বরকুলান্তকো নাম্না ক্ষণে মুঞ্চতিনিশ্চিতং।
শীতোপচার কর্ত্তব্যং পথ্যঞ্চ শীঘ্র-
দাপয়েৎ॥ ৩৬৫

লৌহ, অভ্র, শৃঙ্গী, বিষ,হিঙ্গুল.,শেঁখ, গোদন্তা, মনঃশিলা, শ্বেত আকন্দ মূল, করবীর মূল ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগে যত কজ্জলি তত আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী। গোঁড়া নেবুর রস অনুপান দিবে। ইহাতে সকল রোগ নষ্ট হইবে, নবজ্বরে, সন্নিপাতে, বাতশ্লেষ্মাদিজ্বরে, কফউর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্য, বিষম ধাতুস্থ, মজ্জাগত, পূর্ব্বদাহ ও দগ্ধ জ্বরে এই জ্বর কুলান্তক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষণমাত্রে নিবারণ হয়। রোগীকে শীতোপচার করিবেক। ৩৬৫

মকরধ্বজ বটীকা।

সুবর্ণং রজতং লোহং কস্তুরী মৌক্তিকং

তথা। জাতিফলঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রত্যেকং
তুল্য ভাগিকং॥ লৌহঞ্চ দ্বিগুণং দেয়ং
ভস্ম সূতং ভিষগ্বরৈ। তত্তুল্যং চন্দ্রসং-
জ্ঞঞ্চ প্রবালঞ্চ তথৈবচ॥ সহস্র পুটিতং
চাভ্রং লৌহং চতুর্গুণং মতং। সর্ব্ব-
দ্রব্য সমং দেয়ং মকরেধ্বজ চূর্ণিতং॥
বারিণা বটীকাং কৃত্বা ভক্ষয়েচ্চ বিধানতঃ।
সর্ব্বরোগ হরশ্চৈষ নাস্তি কার্য্য বিচারণা॥
বাতপিত্তোদ্ভবং বাপি শ্লেষ্মানাঞ্চ বিশে-
ষতঃ। আর্দ্রকস্য রসশ্চানু সন্নিপাত
বিনাশনঃ॥ প্রাকৃতং বৈকৃতং দ্বন্দং ত্রি-
দোষঞ্চ বিশেষতঃ। উন্মাদং বিবিধং
মূর্চ্ছা অজ্ঞানং বাক্যরোধকং॥ কান্তি
পুষ্টিকরশ্চৈষঃ। বলীপলিত নাশনং।
মকরেধ্বজ বটী খ্যাতা স্বনাম্না ভাষিত্য
স্বয়ং॥ ৩৬৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃগনাভি, মুক্তা ও জায়ফল এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা, পারদভস্ম, কর্পূর ও প্রবাল প্রত্যেক ২ তোলা এবং সহস্র পুটিত অভ্র ৪ তোলা সর্ব্ব দ্রব্য সম মকরেধ্বজ ১৭ তোলা ইহা জলে মর্দ্দনান্তর ১ রতি মাত্রাবটী এবং অনুপান বিশেষে সেবনে সকল প্র-

কার রোগ নাশ হয়, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মাজ্বর, সান্নিপাতজ্বর, প্রাকৃত জ্বর, বিকৃত জ্বর, দ্বন্দজ্বর ও ত্রিদোষ জ্বর এই সব ব্যাধি আদ্রর্ক রস সহ সেবনে নাশ হয় এবং বিবিধ প্রকার উন্মত্ত, মূর্চ্ছা, অজ্ঞান ও বাক্যরোধ নাশ পাইয়া কান্তি, পুষ্টি, জরা ও দেহ লোলিত সকল নিবারণ হয়, এই মকরেধ্বজ নাম ঔষধ স্ব নামে কামদেবের উক্তি । ৩৬৬

হেমাদ্রি রসসিন্দুর ।

পলং মৃদু স্বর্ণ দলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং
ষোড়শ গন্ধকস্য । শনৈঃ সুকার্পাস ভব
প্রসূনৈঃসর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ ॥
তংকাচ কুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে মৃতপর্প-
টৈস্তদ্দিবস ত্রয়ঞ্চ । পচেৎ ক্রমাগ্নৌ
সিকতাখ্য যন্ত্রে ততোরজঃ পল্লবরাগরম্যং ।
নিগৃহ্য চৈতস্য তমর্দ্ধরক্তিং রোগান্নিহন্তি
মকরধ্বজাখ্যং । মদোন্মাদানাং প্রমদা
শতানাং গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয্যত্যবশ্যং ।
ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং গুরূণি মাং-
সানি সমস্তকানি । মাষান্ন পিষ্টানি
ভবন্তি পথ্যমানন্দদায়িন্যপ রাণি চাত্র ।
বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়স্তম্ভন

খণ্ডনঃ প্রচুররোগ পঞ্চাননঃ।
রতিকালে রত্যন্তে বা পুনঃ সেকো রসো-
ত্তমঃ। মানহানিং করোত্যাশু প্রমদ-
ানাং সুনিশ্চিতং॥ যথা মৃত্যুঞ্জয়োহভ্যা
সাম্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাং।
যথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণ নাশনঃ॥৩৬৭

ভৈষজ্য তন্ত্র।

সোণার পাত ৮ তোলা, পারা ৬৪ তোলা, গন্ধক ১২৮ তোলা, এবং সহস্র পুটীত অভ্র ৪ তোলা, শোণ কাপাস পুষ্প রসে মাড়িয়া পরে ঘৃতকুমারীর রসে মা-ড়িয়া, বোতলে পুরিয়া সেই বোতল মৃত্তিকাতে লেপিয়া বালুকা যন্ত্রে ২৪ প্রহর পাক করিলে মনোহর লাল আকৃত রক্তঃ ঔষধ সিদ্ধ হইবে, সেবন অৰ্দ্ধ রতি প্রমাণ এই মকরধ্বজ ঔষধি সেবনে মদনোন্মত্ত শত প্রমদা রমণী রমণ করিলেও আয়াস প্রাপ্ত হয় না, অকাল মৃত্যু, বর্জ্জিত হইয়া উত্তম দেহ হয়, জ্বরা হয় না, নানা প্রকার রোগ নাশ করে, এবং শিব স-দৃশ গুণ ও অতি দুর্ল্লভ এবং বিবিধ প্রকার অনুপানে নানা রোগ নাশ হয়। ৩৬৭

সূর্য্যশেখর রস।

সূতকং টঙ্গণং ভ্রষ্টংশুদ্ধগন্ধং সমংসমং।
দ্বিগুণং সূতকাদেয়ং জৈপালস্তসভর্জ্জিতং॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বকক্ষারং শর্করাসুচ।

প্রত্যেকং মৃততুল্যং স্যাজ্জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনং॥
সূর্য্যশেখর নামোঽয়ং গুঞ্জাদ্বয়মিতং তথা।
ভক্ষিতং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মাজ্বরাপহা॥৩৬৮

রত্নাবলী।

রস ১, ভাজা সোহাগ ১, গন্ধক ১, ভাজা জৈপাল বীজ ২, সৈন্ধব ১, মরিচ ১, তেঁতুল ছালের ক্ষার ১, বংশলোচন ও চিনি ১ গোঁড়ানেবুর রসে মাড়িয়া বটী ২ রতি প্রমাণ তপ্ত জলানুপানে বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট হয়। ৩৬৮

জ্বরারিবটী।

রসং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ তাম্রংভস্ম তথা সমং।
লৌহপাত্রে তথা ভাব্যং লৌহ দণ্ডে বিমর্দ্দয়েৎ॥
কেশরাজে ভৃঙ্গরাজে নিগুণ্ঠী সরসে তথা।
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাং রোগ নাশনং॥
প্রথগ দ্বন্দ্বঞ্চ সর্ব্বঞ্চ ভূত জ্বর বিনাশনং।
চির জ্বরঞ্চ কাশঞ্চ শূলং সর্ব্বং গদং জয়েৎ॥ ৩৬৯

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগে কেশুরের রসে, ভীমরাজের রসে, নিসিন্ধাপত্র রসে, পর পর মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটীকা যথানুপানে সেবনে বালকদিগের সকল রোগ নাশ করে বিশেষ বাত পিত্ত, কফ ও দ্বন্দজ তিন

প্রকার জ্বর, ত্রিদোষ জ্বর, ভূতজ্বর, চির জ্বর, কাশ ও শূলাদি সকল রোগ নাশ হয়। ৩৬৯

বীরভদ্র রস।

ত্র্যষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পা দ্বিজীরকং।
ক্ষারদ্বয়ং সমাযুক্তং চূর্ণমেষাং পলত্রয়ং।
শুদ্ধসূতং মৃতাভ্রঞ্চ গন্ধকঞ্চ পলংপলং।
আর্দ্রকস্য দ্রবৈঃ খল্লে দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
বীরভদ্র রসঃ খ্যাতঃ সন্নিপাত নিসূদনং।
চিত্রকার্দ্রকলবণং অনুপান জলেষু চ।
পথ্যংক্ষীরোদনংদেয়ং তথা সিতা সম-
ন্বিতা॥ ৩৭০

সারকৌমূদী।

ত্রিকুট, পঞ্চলবণ, শলুফা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সর্জ্জরিকা ও যবক্ষার এষাং প্রতি তিন পান রস, অভ্র ও গন্ধক এষাং প্রতি ১এক পান সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া এক দিবসান্তে ১রতি প্রমাণ বটী আদা, চিত্র, সৈন্ধব ও জলানুপানে সেবনে সন্নিপাত নাশ হয়। পথ্য দুগ্ধ, অন্ন ও চিনি। ৩৭০

অগ্নি রস।

দ্বিকর্ষং গন্ধকস্যাপি শুদ্ধ সূতংতথৈবচ।
ভাবয়েৎ কুশলে বৈদ্যো হংসপাদীরসে

দিনং ॥ শুষ্কচূর্ণংকৃতং যত্নাৎ নিক্ষিপেৎ কাচ ভাজনে। কর্ষৈকং মহিষং পিত্তং ক্ষিপ্তবক্ত্রং নিরোধয়েৎ ॥
ততস্তু হণ্ডিকা যন্ত্রে বালুকাভিঃ প্রপূরয়েৎ।
অহোরাত্রং পাচয়েদ্বৈদ্যো মন্দ মন্দানলেচ ॥
স্যার্দ্ধংশীতলাতি কৃত্বা রসং তত্র সমুদ্ধরেৎ।
তোলার্দ্ধমমৃতং দত্বা মরিচং তোলকং তথা ॥
ভক্ষয়েৎ গুঞ্জামানঞ্চ সর্ব্বরোগ বিনাশনং।
সন্নিপাতং তথা বাতং শূলমন্দানলং জয়েৎ ॥
নাশয়েৎ গ্রহণীদোষাৎ গুল্মপাণ্ডু ক্ষয়ং তথা ॥ ৩৭১

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ৪ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা হংসপাদীলতা রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া কাচকপি মধ্যে পূরিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ মহীষ পিত্ত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে দিবা-ভাগ মন্দানলে, রাত্রভাগে দীপ্তানলে পাক সমাপ্ত করিয়া অতি শীতল হইলে ঔষধি উদ্ধার করিয়া তাহাতে অমৃত ।।০ তোলা মরিচ ১ তোলা দিয়া সেই চূর্ণ ঔষধি ১ রতি মাত্রা সেবনে সর্ব্ব রোগ নাশ করে, বিশেষ সন্নিপাত বাতশূল মন্দাগ্নী, গ্র-হণী, গুল্ম, পাণ্ডু এবং ক্ষয়রোগ বিনাশ হয়। ৩৭১

মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং মৃত অভ্রঞ্চ টঙ্গণং। খর্পরং ত্রিকটুং তুল্যং অর্ক-

ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ । গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যংনাম্না
চার্কেশ্বরং রসং । অজাক্ষীরযুতং নস্যং
সন্নিপাত হরং পরং ॥ ৩৭২

তাম্র ১, লৌহ ১, অভ্র ১, সোহাগা ১, খর্পর ১ ও ত্রিকটু ৩ এই সকল দ্রব্য সমভাগে আকন্দ আঠাতে মর্দ্দন করিয়া এই অর্কেশ্বর রস ঔষধ ১ রতি প্রমাণ মাত্রা নস্যদানে সান্নিপাতিক জ্বর নাশ হয় । ৩৭২ ঐন্দ্রবটী ।

রস গন্ধ করোমাংষং প্রত্যেকং কজ্জলী-
কৃতে । শক্রঞ্চ কৃষ্ণজীরঞ্চ ধুস্তূরকেশ-
রাজকং ॥ দেবদালী জয়ন্তী চ তথা
মস্তক পর্নিকা । এষাং পত্র রসেনৈব
মর্দ্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ রতিমাত্রা প্রয়োগেণ
সন্নিপাত হরং পরং । ত্রিদোষজ জ্বরং
হন্তি নাস্তি কার্য্য বিচারাণা ॥ নারিকেল
জলং দেয়ং বটিকা বীর্য্য বর্দ্ধিনী ॥ ৩৭৩

রস, গন্ধক, প্রত্যেক ১ এক মাষা কজ্জলী করিয়া কূরচীর ছাল, কৃষ্ণজীরা, ধুস্তূরা, কেশুর্ত্তে, মহীষলতা, জয়ন্তী ও থলকুড়ী এবাং প্রতি কজ্জলীর সমরসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ১ রতি প্রমা। বটীকা সেবনে ত্রিদোষ জ্বর নাশ করে । ৩৭৩

রবিসুন্দর রস ।

দ্বিভাগ তালেন রসঞ্চ গন্ধং, বিষঞ্চ তাম্রঞ্চ
সমং প্রদেয়ং । নির্গুণ্ট্যা নিম্বস্য দলেন

মর্দ্দং, গুঞ্জৈকং প্রমাণ পিবেৎ সশক্রং।
জ্বরাঙ্কুশোহয়ং রবিসুন্দরাখ্য, জ্বরং হর-
ত্যেব বিধং সমগ্রং॥ ৩৭৪

হরিতাল, রস, গন্ধক, অমৃত ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্ধা ও নিম্ব পত্র রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটি এই রবিসুন্দর রস নাম ঔষধ চিনি অনুপান সেবনে সকল জ্বরকে নাশ করে। ৩৭৪

প্রতাপলঙ্কেশ্বর।

শুদ্ধ সুতাভ্রভস্মোপি গন্ধতাল মনঃশিলা
ত্র্যূষণং ধুস্তূবীজঞ্চ কালকূটা মৃতং সমং
ভাবয়েৎ চ্চার্ক মূলেন কৃষ্ণসার রসে ণ চ
কফং হন্তি যথা সিংহো রসলঙ্কেশ্বরো-
মহান্ নিহন্তি চানুপানেন আদ্র্কং মধুনা
সহ। ৩৭৫

রত্নাবলি।

রস, অভ্র, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, ত্রিকুট, ধুস্তূরবীজ, কালকুট ও অমৃত এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ আকন্দ মূলের রস দ্বারা মর্দ্দন কবিয়া পরে মনসাসিজ পত্র রসে মাড়িয় বটী ১ রতি প্রমাণ এই প্রতাপ লঙ্কেশ্বর ঔষধি আদ্রক সর মধু অনুপান সেবনে সিংহ সদৃশ কফকে নাশ করে। ৩৭৫

প্রাণেশ্বর রস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শুতার্দ্ধং যোজিত বিষং।

মর্দ্দয়েৎ মূষলীস্নুহী ক্ষীরিকায়া রসেন বা ॥
পূরয়েৎ কূপিকাযন্ত্রে মৃল্লেপন বিধানতঃ।
বস্ত্রেন বেষ্টয়িত্বা তু পুটেৎ গজপুটৈর্ভিষক ॥
ততঃ পুটান্তরেণৈব শার্দ্ধং শীতং সমুদ্ধরেৎ।
গ্রহীত্বা কূপিকামধ্যে মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ং ॥
অজাজী জীরকং হিঙ্গু কপোত টঙ্কণংতথা ॥
গুগ্গুলং পঞ্চলবণং যবক্ষারং যমানিকা ॥
মরিচং পিপ্পলীঞ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ।
এভির্দদ্যাৎ পুনর্ঘৃষ্ট্বা সপ্তধা ভাবয়েৎ পুনঃ ॥
নাগবল্লীদলেনৈব পঞ্চগুঞ্জা রসেশ্বরং।
দদ্যাৎ নবজ্বরে তীব্রে চোষ্ণবারি পিবেদনু ॥
প্রাণেশ্বর রসোনাম সন্নিপাত বিনাশনং।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মশূলে ত্রিদোষজে ॥
বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দন
লেপনং ॥ ৩৭৬

রস ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া রসের অর্দ্ধেক অমৃত দিয়া তালমূলীরসে মনসাক্ষীরে এবং ক্ষীরাইলতার রসে মাড়িয়া কুপিকা যন্ত্রে পূরিত করিয়া উক্ত যন্ত্রে মৃত্তিকা তদন্তে মৃত্তিকাও খণ্ডবস্ত্রাবৃত করিয়া গজপুট দিবেক। শীতল হইলে কুপিকা হইতে ঔষধ উদ্ধার করিয়া মর্দ্দন করিবেক, পরে কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গুল, সাজিমাটি, সোহাগা, গুগ্‌গুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পলী প্রত্যে-

কে সমভাগ রসের সমান লইয়া সকল একত্রে পানরসে সপ্ত ভাবনা দিয়া পুনঃপুন মর্দ্দন করিবে এই প্রাণেশ্বর ঔষধ ৫ রতি প্রমাণ বটিকা উষ্ণোদকানুপানে সেবনে তীব্র নবজ্বর, সন্নিপাত, শীতজ্বর, দাহপূর্ব্বজ্বর, গুল্ম, শূল এবং ত্রিদোষ নাশ করে। ঔষধ সেবনান্তে বাঞ্ছিত পথ্য এবং গাত্রে চন্দন লেপন করিবেক ॥ ৩৭৬

মহোদধি রস।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাটিনা।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমঞ্চাপি সমাংসকৈঃ।
কটুত্রয়ং ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরং।
বিল্বকং রজনীঞ্চৈব পিপ্পলীমূল মেবচ।
এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দ্দয়িত্বা চ যত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যং গজপিপ্পলিকাম্বুভিঃ।
চনকং পরিমাণঞ্চ বটীং মাত্রা প্রকীর্ত্তিতাং।
শ্বাসহিক্কাতথা কাশ গ্রহণ্যর্শো ভগন্দরং।
হৃচ্ছূলংপার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগ কপালিকে।
জঠরস্যাষ্টধা রোগং প্রমেহো বিংশতিতমা।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ সন্নিপাত জ্বরং জয়েৎ।
মহোদধি রসং নাম প্রসিদ্ধং মুনিভাষিতং ॥ ৩৭৭

চক্রদত্ত।

রস, গন্ধক, লৌহ, অমৃত বিষ, কড়িভস্ম, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা ত্রিকটু, নাগর মুথা, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, বেলশুষ্ক, হরিদ্রা ও পিপ্পলী মূল এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে মিলিত করিয়া গজপিপ্পলীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া চনক পরিমাণ বটী। এই মহোদধিরস ঔষধি সেবনে শ্বাস, হিক্কা, কাশ, গ্রহণী, অর্শ, ভগন্দর, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কর্ণ রোগ কপালিকা, অষ্ট প্রকার জঠররোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পাথুরি রোগ এবং সন্নিপাত জ্বর বিনাশ হয়॥ ৩৭৭

প্রতাপ মার্ত্তণ্ড রস।

রসাষ্টকং বিষং সপ্তং ষড় গন্ধ ষট চ তালকং। দন্তী বীজানি ষড় ভাগং পঞ্চ-ভাগঞ্চ টঙ্কণং॥ চতুর্থং ধুস্ত বীজানী বোধ ত্রিগুণ মেবচ। জয়পাল সমাযুক্তং বহ্নিত্রিগুণ মেবচ॥ আদ্রকস্য রসেনৈব ভাব্যমেকং ত্রিসপ্তধা। একগুঞ্জা প্রমাণেন বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্। আদ্রকস্যানু পানেন সর্ব্ব জ্বর বিনাশনং। তিলাদি-লেপয়েৎ গাত্রে তথা স্নানং প্রকল্পয়েৎ॥ ভুক্তঞ্চ দীয়তে তক্রং দধ্যন্নঞ্চ বিশেষতঃ। প্রতাপ মার্ত্তণ্ডো নাম জ্বরং সর্ব্বং বিনা-শয়েৎ॥ ৩৭৮

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ৮, অমৃত ৭, গন্ধক ৬, দন্তীবীজ ৬, সোহাগা ৫, ধুস্তুর-বীজ ৪, ত্রিকুট ৩, জয়পাল ৩ ও চিতা৩ এই সকল দ্রব্য অঙ্কক্রমে প্রত্যেক ভাগ চূর্ণ করিয়া আদ্রর্ক রসে ২১ ভাবনা দিয়া ১ গুঞ্জা মাত্রা বটী এই প্রতাপ মার্ত্তণ্ড রস ঔষধ আ-দার রস জলানুপানে সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ হয়। ঔষধ সেবনান্তে তিল ও চন্দন অঙ্গে লেপন করাইয়া স্নান করাইবেক। ঘোল পথ্য। ৩৭৮

মৃত্যুঞ্জয় রস।

দরদং বৎস্যনাভঞ্চ পার্ব্বতী চন্দ্র শেখরৌ। মরিচং চপলা টঙ্গণং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। আদ্রর্কস্য রসে নৈব বটি মুগ্দা প্রমাণতঃ দধ্যুদকানুপানেন বাত জ্বর বিনাশনং। আদ্রর্কং মধুসং-যুক্তং সন্নিপাত জ্বরং জয়েৎ। মৃত্যুরূপং সান্নিপাতং ক্ষণে মুঞ্চতি দারুণং। অজা-জী চূর্ণ সংযুক্তং জীর্ণজ্বর নিবর্ত্তয়ে। ৩৭৯

হিঙ্গুল,অমৃত, গন্ধক, রস, মরিচ, পিপ্পলী ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ আদ্রর্ক রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ মাত্রা এই মৃত্যুঞ্জয় রস ঔষধ-দধির জলানুপানে সেবনে বাতজ্বর নাশ হয়, আদ্রর্ক ও মধু অনুপানে মৃত্যুরূপ সান্নিপা-তিক জ্বরসহ বিনাশ হয় ও জীরাচূর্ণ সহিত সেবনে জীর্ণ জ্বর নষ্ট করে। ৩৭৯

সচ্ছন্দ ভৈরব রস।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ সমংসমং।
হ্রীবের মাংসী ঐন্দ্রীয় ধাত্রীঞ্চৈব তথৈবচ॥
বিষকণ্ঠ্যালিকৈর্ভাব্যং মুগ্দামাত্রা প্রমাণতঃ।
অজাজী চাদ্র্রকেনৈব সন্নিপাত বিনাশনং॥
সচ্ছন্দভৈরবো নাম সুতিকা রোগ নাশনং।৩৮০

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, বালা, জটামাংসী, নিসিন্দা ও আমলকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে পানমরিচের রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটী জীরাচূর্ণ ও আদার রস সহ সেবনে সান্নিপাতিক রোগ নাশ হয়। এই সচ্ছন্দ ভৈরব ঔষধিতে স্থতিকা নাশ হয়। ৩৮০

মৃত্যুসঞ্জীবনী রস।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং লৌহ মভ্রঞ্চ মাক্ষিকং।
তালকং রক্তকং তাম্র মভ্রকঞ্চ মনঃ শিলা॥
গন্ধতুল্যঞ্চ সর্ব্বেষাং মর্দ্দয়েৎ বাসর দ্বয়ং।
তথৈবাম্ল বেতসৈশ্চজম্বিরৈশ্চাঙ্গ রৈস্তথা॥
ইন্দ্রাণী সুরসে ভাব্যং শোষয়েৎ আতপেনচ।
কাচ কপ্যুদরে স্থাপ্যং বালুকাযন্ত্রিতং পচেৎ।
চতুর্যামং ক্রিয়াস্তেচ বহ্নিক্কাথে বিমর্দ্দয়েৎ।
রক্তিকৈরাদ্র্রক রসৈশ্চন্দ্র হিঙ্গু বোষৈযুতৈঃ।

নিহন্ত্যগ্র ত্রিদোষঞ্চ দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকং ।
ভূতজংভয়জং মূর্চ্ছাংদাহমোহভ্রমং ক্রমাৎ ॥
প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি সততং সন্ততং তথা ॥
জ্বরং বিষম ধাতুস্থং বিবিধ দোষসম্ভবং ॥
দ্বৌকালং সমকালঞ্চ চিরজ্বর বিনাশনং ।
কৃতান্ত স্যান্তকোহ্যেষোহমৃতঞ্চৈব রসায়নং ॥
মৃত্যু সঞ্জীবনী নাম্না মৃতংসঞ্জীবয়েৎযতঃ ।
অপ্রকাশ্য মিদং সিদ্ধং মৃত্যুঞ্জয় মুভা
ষিতং ॥ ৩৮১

রসেন্দ্র চিন্তামণিঃ।

রস ১, গন্ধক২, লৌহ ২, অভ্র ২. স্বর্ণমক্ষিক ২, হরিতাল ২, হিঙ্গুল ২, তাম্র ২, অমৃত ২ও মনঃশিলা ২ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অঙ্কচিহ্ন ক্রমে তৌল করিয়া অম্লবেতস রসে, গোঁড়া নেবুর রসে আমরুলের রসে নির্গুণ্ঠী রসে প্রত্যেকে দুই দুই দিবস মাড়িয়া শুষ্ক করিবে পরে কাচকুপি মধ্যে স্থাপন করিয়া বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে। ক্রিয়ান্তে চিতার কাথে মাড়িয়া এক রতি প্রমান আর্দ্রক রস কর্পূর হিঙ্গু ও ত্রিকটু এই সকল অনুপানে সেবনে মহা ঘোরতর ত্রিদোষ জ্বর, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক ও ভূতজাত, ভয়জাত, মূর্চ্ছা,দাহ, মোহ, ভ্রমাদি উপদ্রব সহিত জ্বর, বিকৃত বা প্রকৃত এবং সতত সন্তত জ্বর বা বিষম ধাতুস্থ বা নানা দোষোদ্ভব দ্বৌকালীন বা সমকাল, গত জ্বর ও চির জ্বর নাশ হয়। অন্ত-

কের অন্তক তুল্য অমৃত সদৃশ রসায়ন এই মৃত্যুসঞ্জীবনী নাম ঔষধ মৃত্যুসম ব্যক্তিকে সজীবতী করেন অতি গুহ্য। এই সিদ্ধ ঔষধি মহাদেবের কথিত ॥ ৩৮১

বেতাল রস ॥

রসং গন্ধামৃতং তালং মরিচঞ্চ সমাংশকৈঃ ।
মর্দ্দয়েৎ চূর্ণয়েৎ খল্লে যাবন্ন স্যাচ্চ কজ্জলী ॥
গুঞ্জার্দ্ধঞ্চ প্রমাণেন আদ্রকস্য রসেনচ ।
সাধ্যা সাধ্যং নিহন্ত্যাশু সান্নিপাত ত্রিদোষজং
ঈশানোক্ত গুহ্যতমং বেতালাখ্য মহারসং ।
অবশেন্দ্রিয় সংস্থানে বেতালং তত্র যোজয়েৎ ॥
স্থানেষু দোষ দৃষ্টেষু মোহগ্রস্তেষুরোগিষু ।
দাতব্যমিতি বেতালং যমদূত নিবারকং ॥ ৩৮২

রত্নাকরী ।

রস, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল ও মরিচ এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলীবৎ করিবে পরে আদ্র্রক রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা আদ্র্রক রসানুপানে সেবনে সাধ্য,অসাধ্য ও সান্নিপাত ত্রিদোষনাশ করে। শিব উক্ত এই বেতাল রস নাম ঔষধ অতি গুহ্য। ইন্দ্রিয় অবসাদযুক্ত হইলে এবং দোষ দৃষ্ট স্থানেও মোহগ্রস্ত রোগে এই ঔষধ দান করিবেক ইহাতে যমদূতকে নিবারণ করে ॥ ৩৮২

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস ।

গন্ধকং পারদং লৌহং ত্র্যুষণং জীরকদ্বয়ং ।

শৃঙ্গী শঠী যমানী চ পুষ্ককং রামঠং তথা ।
সৈন্ধবং যবশুষ্কঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী ।
জাতী কোষাজমোদাচ বচা যাস লবঙ্গকং ।
ধুস্তূরং কনকবীজঞ্চ কটফলং চব্যচিত্রকং ।
প্রত্যেকং তোলকং চৈষাং সুক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্ট্বা পাষণ মুদ্গারে । বিল্বমূল রসং দত্বা অর্ক চিত্রক দন্তিকা ।
শীগ্রঞ্চ ফঞ্জিকা বাসা নিগু ণ্ডী গণিকারীকা ।
ধুস্তূর কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রক পিপ্পলী ।
কণ্টকার্য্যাদ্র কংতত্র মূলান্যেতানি চাহরেৎ ।
এতেষাংঞ্চ রসং দত্বা ঘৃষ্ট্বা মাতপ শোষিতং । গুঞ্জা প্রমাণ বটিকাং কারয়েত্তু চিকিৎসকঃ ॥ ততশ্চতুর্ব্বটিং খাদেৎ নিত্য মাদ্র ক সংযুতং । উষ্ণ তোয়ানুপানেন সর্ব্ব ব্যধি নিয়চ্ছতি । বিংশতি শ্লৈষ্মিক শ্চৈবঃ সান্নিপাত সুদারুণং । প্রমেহ বিংশতিশ্চৈব গুল্মশ্চাপি বিশেষতঃ । পঞ্চ পাণ্ডু ময়ং হন্তি কৃমি শূলাময়াপহা । সর্ব্বরোগহরং শ্রেষ্ঠং সোদাবর্ত্ত জ্বরাপহা । শ্লেষ্মা ময়কৃতংহন্তি

রসেন্দ্রমুনি ভাষিতং। যথা শুষ্ক মূলে
বহ্নিস্তথা চাগ্নি বিবর্দ্ধনং। শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র
আখ্যোঽয়ং রসেন্দ্র গুটীকা মৃতং॥

গন্ধক, পারা, লৌহ, ত্রিকটু, জীরা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, শঠী যমানী, কুড়, হিঙ্গু, সৈন্ধব, সোরা, সোহাগা, গজপিপ্পলী জায়ফল, জৈত্র, বনযমানী, বচ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তূরবীজ, কণক ধুস্তূরের বীজ, কটফল, চই ও চিতা। এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সুচূর্ণিত ১ তোলা প্রমাণ লইয়া পাষাণ খলে রাখিয়া পাষাণ মুদ্গার দ্বারায় মর্দ্দন করিবে শ্রীফল মূল রসে আকন্দ মূল রসে, চিতামূল রসে, দন্তিমূল রসে, ধুস্তূরমূল রসে নিসিন্দামূল রসে,সজিনামূল রসে, কৃষ্ণজীরক ক্বাথে, পালিতা-মাদার শিকড়ের রসে, পিপুল মূল রসে, কণ্টিকারীমূল রসে ও আর্দ্রক রসে এই সকল রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ১ এক গুঞ্জা প্রমাণ বটী। এই ঔষধের পূর্ণ মাত্রা চারি বটী। আর্দ্রক রসানুপানে সেবনানন্তর কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল সেবন করাইবে ইহাতে বিবিধ রোগ নিবারণ হয় বিশেষ বিংশতি প্রকার শ্লৈষ্মিক রোগ, দারুণ সান্নিপাতিক রোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ, গুল্ম রোগ, পঞ্চ প্রকার পাণ্ডুরোগ, কৃমি রোগ শূলরোগ, আমরোগ ও জ্বর আরোগ্য হয়। এই শ্লেষ্মা শৈলেন্দ্র রস ঔষধ সেবনে শুষ্কবৃক্ষ মূলে ও অগ্নি বর্দ্ধন হয় ইহাতে মনুষ্য দেহের অন্য কি কথা। ৩৮৩

ক্রমশঃ।

সূচীপত্র।

গ্রাহকদিগের নাম।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এই পুস্তকের সমস্ত ভাগ লইবার জন্য স্বাক্ষর করিয়া আমাদের সহায়তা প্রদান করিয়াছেন।

নাম	খণ্ড
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার, L. M. S. চোরবাগান	১
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার, বিডেন ষ্ট্রীট	১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট	১
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার M. D. শাঁকারীটোলা	১
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার, ঝামাপুকুর লেন	১
শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ী ঘোষ L. M. S. বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ..	১
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দে M. D. য়্যামহারেষ্ট ষ্ট্রীট	১
শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ডাক্তার ওয়েলিংটনষ্ট্রীট	১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল দত্ত, অক্রুর দত্তের লেন	১
শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল ঘোষ L. M. S. মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট	১
শ্রীযুক্ত বাবু মনিলাল দে L. M. S. সিঁদুরিয়াপটী	১
শ্রীযুক্ত বাবু লালমাধবমুখোপাধ্যায়, L.M.S. জোড়াসাঁকো	১
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু L.M.S. করন্‌ওয়ালিস মেং হল	১
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দাস L. M. S. শঙ্কর ঘোষের লেন	১
শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া	১
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া	১
শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া	১
শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে, মেডিকেল কলেজ	১
শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় B.L. চডকডাঙ্গষ্ট্রীট	১

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মদনমিত্রের লেন ১

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাস রায় বাহাদুর, মেডিকেল কলেজ ১

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর, চোরবাগান ১

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোড়াসাঁকো ৫

শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর,, যোড়াসাঁকো ৫

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাণিকতলা ১

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কবিরাজ, যোড়াসাঁকো ১

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন কবিরাজ, শিমুলিয়া ১

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, মদন মিত্রের লেন ১

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দাস N. D. মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন, কয়লাঘাটা ১

শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস ঘোষ, চোরবাগান ১

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র পাল V. L. D. চিতপুর লক্‌হাঁসপাতাল ১

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস সেন, চোরবাগান ১

শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ দাস N. D. চাকদহ ১

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দত্ত, ই. আই. আর আফিস ১

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দাস, সত্যধরবাগান ষ্ট্রীট ১

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত, চিতপুর ১

শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দত্ত, কলুটোলা ১

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভড়, মেসার্স রেলি ব্রাদর্শ আফিস .. ১

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দে, মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১

শ্রীযুক্ত বাবু জগেশচন্দ্র দত্ত., রামবাগান ১

শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, গার্ডেন লেন ১

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকিঙ্কর মিত্র, রামকৃষ্ণ বাগজীর গলি ১

শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর মিত্র, নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ১

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ কবিরাজ, নেবুতলা নেড়াগৃজা ১
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র কবিরাজ, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার কবিরাজ, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত কবিরাজ, কুমারটুলী ১
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত রায় কবিরাজ, হাতিবাগান ১
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট ১
শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন কবিরাজ, যোড়াসাঁকো ১
শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর সেন কবিরাজ, আহীরীটোলা ... ১
শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ কবিরাজ, দর্জীপাড়া ১
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র সেন গুপ্ত, তারকচাটুর্য্যের লেন ১
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মিত্র, কুমারটুলী ১
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র, অপর চিতপুর রোড মেংহল ১
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমারদত্ত, শ্যামবাজারষ্ট্রীট বেঙ্গল মেংহল ১
শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস বসু, গুপীকৃষ্ণ পালের লেন ১
শ্রীযুক্ত বাবু বাঁড়য্যে এবং কোম্পানি, মৃজা মেডিকেল হল ১
শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ... ঐ ১
শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রাজা নবকৃষ্ণেরষ্ট্রীট ১
শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল সেন, L. M. S. দরমাহাটা ১
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি দে, চিতপুর রোড............... ১
শ্রীযুক্ত বাবু মোহিম চন্দ্র সেন গুপ্ত, গুপ্তপ্রেস ১